

**YEÜÄDGRA** 

https://m.facebook.com/DainikStatesmanofficial/ https://mobile.twitter.com/statesmandainik?lang=en

সেপ্টেম্বরে ভারতে বাইডেন – ৭

পাগল বানাতে চাইছে বাড়ির লোক, তাই পালিয়ে দিল্লিতে: মুকুল – ৩

ইদে রিজওয়ানুরের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে গোলেন মমতা, জানালেন শুভেচ্ছা – ৫

ব্যাট হাতে আজই ইডেনে ধোনিযুগের সমাপ্তি! – ৮

#### আজকের দিন

সূর্যোদয় — ৫ টা ১৫ মিনিট

সূর্যাস্ত — ৫ টা ৫৭ মিনিট পূর্বাভাস

আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, <mark>তাপমা</mark>ত্রা বাড়তে পারে।

দিনের তাপমাত্রা আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

সর্বোচ্চ ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস আপেক্ষিক আর্দ্রতা

সর্বোচ্চ ৭১ শতাংশ; সর্বনিম্ন ৩০ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়) সামান্য।

#### কেরলে হুমকি চিঠি মোদিকে

তিরুঅনন্তপুরম, ২২ এপ্রিল— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় আত্মঘাতী হামলার হুমকি। আগামী ২৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কেরালা সফর। আর সেখানেই এই আত্মঘাতী হামলা হবে বলে হুমকি চিঠিতে লেখা হয়েছে। এই মর্মে হুমকি চিঠিটি পৌঁছয় কেরালায় বিজেপির-র রাজ্য দফতরে। এই ঘটনার পর তোলপাড় শুরু হয়ে যায় দেশজুড়ে। কেরালায় হাই আলার্ট জারি করা হয়েছে।

সোমবার কোচিতে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই চিঠিতে প্রেরকের নাম এবং যাবতীয় তথ্য রয়েছে। সেই সূত্র ধরে কেরালা রাজ্য পুলিশ এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যদিও ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, চিঠির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তার বক্তব্য, বিরোধী গোষ্ঠীর কেউ তার বদনাম করতেই এই চিঠি বিজেপি রাজ্য দফতরে পাঠিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। অন্য দিকে, কেরল পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য যে মহড়া দেওয়া হয়েছিল, তার একাংশ ফাঁস হয়ে যায়। যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভার নিরাপত্তা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী এম মুরলীধরণ এই ঘটনাকে 'গুরুতর' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে এভাবে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। তিনি দোষারোপ করেছেন রাজ্য পুলিশকেই।





৮ পৃষ্ঠা

নিজম্ব প্রতিনিধি – সম্প্রীতির ঐক্যের দিন ছিল শনিবার। একই দিনে ছিল দুই সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান --খুশির ইদ এবং শুভ অক্ষয়তৃতীয়া। সকাল ন'টা নাগাদ রেড রোডের ইদেরঅনুষ্ঠান মঞ্চে পৌছে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন ইদেরঅনুষ্ঠান থেকেই সংখ্যালঘু ভোট ভাগ না হওয়ার বার্তা দেন মমতা। অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধেও একাধিক ইস্যুতে সরব হন। মমতা এদিন বলেন, কোনও কোনও গদার বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাবছে, মুসলমান ভোট ভেঙে দেবে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। মমতার এই 'গদ্ধার' মন্তব্যের লক্ষ্য যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেকথা বলাই বাহুল্য। এর আগেও মমতা ভোটের সময় টাকা ছডনোর অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে। এবার টাকা নিয়ে মুসলিম ভোট ভাগের অভিযোগ আনলেন। বস্তুত সাগরদীঘি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে তৃণমূল প্রার্থীর হারের পরে সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে আগের মতো ততটা নিশ্চিন্ত নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ইদেরঅনুষ্ঠানেই আশ্বাস দিলেন সংখ্যালঘুদের যদি কেউ সুরক্ষা দিতে পারে, তাহলে সেটা তাঁর দল। এদিন রেড



কলকাতা শিলিগুড়ি ৯ বৈশাখ ১৪৩০ রবিবার ২৩ এপ্রিল ২০২৩

ধর্মের নামে ভেদাভেদ তৈরির চেষ্টা করছে অনেকে। তবে কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সাল থেকেই সংখ্যালঘু ভোট বামেদের থেকে তৃণমূলের দিকে সরতে শুরু করেছিল। যত দিন গিয়েছে, ততদিন সংখ্যালঘু ভোট বাক্সে প্রায় একচেটিয়া অধিকার হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। এমনকী একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও বিজেপি এই সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের দিকে টানতে তেমন সফল হয়নি। তবে শনিবার ইদেরঅনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু ভোট ভাগের জন্য আইএসএফ, সিপিএম, কংগ্রেসকেও মমতা নিশানা করেছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

মমতার এই সংখ্যালঘু ভোট ভাগের তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন মহম্দ সেলিম। তিনি বলেন, একটা উৎসবে গিয়ে যদি কেউ ভোটের কথা বলে, তাহলে বুঝতে হবে তিনি ভয় পেয়েছেন। তাই ইদেরঅনুষ্ঠানকেও ভোটের মঞ্চ বানিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন, বাংলার মুসলমানরা তাঁর কাছে শুধুই ভোটার, মানুষ নয়।

মমতা এদিন রেড রোডের মঞ্চ থেকে আগামী বছর লোকসভা ভোটে বিজেপি সরকারকে উৎখাত করারও ডাক দেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনা রোডের ধর্মীয় প্ল্যাটফর্মেই বিজেপির বিরুদ্ধে এবং এজেন্সি দিয়ে বাংলাকে বিব্রত করার প্রসঙ্গও 'শুভনন্দন'।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওরা রাজনীতি করছে। দেশের সংবিধান, ইতিহাস বদলাতে চাইছে মোদি সরকার। আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তত। আমরা দাঙ্গা চাই না, শান্তি চাই। কোনও কোনও গদ্দার শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। গদ্দারদের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। তবে প্রস্তুত আছি, মাথা ঝোঁকাব না। দেশকে ্টুকরো হতে দেব না। এনআরসিও করতে দেব না। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের এজেন্সিদের দিয়ে

চাপে ফেলার রাজনীতি করছে, দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলে চলেছে বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলি। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও একই অভিযোগ শোনা গেল। তিনি বলেন, আমাকেও তো এজেন্সির -ি বরুদ্ধে লডতে হচ্ছে।

সম্প্রতি ইডি, সিবিআই দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল সরকারের ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই এদিন এজেন্সির অতিসক্রিয়তা নিয়ে সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার একই দিনে ছিল খুশির ইদ এবং শুভ অক্ষয়তৃতীয়া। মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও বার্তায় বাংলার সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেন। সকলকে জানান

### মহাকাশে ইতিহাস গড়ল ভারত

দিল্লি, ২২ এপ্রিল— পৃথিবীর কক্ষপথে ফের বিদেশের কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করে ইতিহাস গড়ল ইসরো। শনিবার ২টা বেজে ১৯ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার থেকে সিঙ্গাপুরের দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পাঠানো হল। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সফল হল এই কাজে। এই দুটো উপগ্ৰহ হল TelEOS-২ এবং LUMELITE-৪। নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেডের তরফে এই উপগ্রহগুলির উৎক্ষেপণ করা হল। এই দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে প্রতিস্থাপন করতে সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সঙ্গে সিঙ্গাপুর সরকারের চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুসারে এদিন দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হল। এই দ'টি উপগ্রহের ওজন ৭৪১ কিলোগ্রাম ও ১৬ কিলোগ্রাম। সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং আবহাওয়ার পূর্বভাস দেবে এই দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহ। এই

#### ডেরেককে জবাব শুভেন্দুর আইনজীবীর

নিয়ে ৪২৪টি বিদেশি উপগ্রহ স্থাপন

করল ইসরো।

**নিজস্ব প্রতিনিধি**— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে অপপ্রচারের অভিযোগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দ অধিকারীকে বুধবার আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। বুধবার শুভেন্দু তাঁর আইনজীবী মারফত সেই নোটিসের জবাব দিলেন। 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' দলের রাজ্যসভার নেতা হিসাবে ডেরেক যে নোটিস পাঠিয়েছিলেন শুভেন্দুর আইনজীবী সরাসরি তাঁর বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। লিখেছেন, 'অল ইভিয়া তৃণমূল কংগ্রেস নামে কোনও দল এখন নেই। তৃণমূল নামে আঞ্চলিক একটি দল রয়েছে। তাই অস্তিত্বহীন কোনও সংগঠনের তরফে এমন নোটিস পাঠানোই যায় না!' আইনের দৃষ্টিতে ডেরেকের নোটিস 'অবৈধ' দাবি করে শুভেন্দুর আইনজীবী সূর্যনীল দাস অবিলম্বে সেটি প্রত্যাহার করতে বলেছেন ডেরেককে। নোটিস প্রত্যাহার করা না হলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে জবাবি

# পাকিস্তানকে জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু

#### কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহার বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি– পুঞ্চের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য রাষ্ট্রীয় রাইফেলস আর সরানো হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এরই পাশাপাশি পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দেওয়ার জন্য শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল স্থলসেনা, বায়ুসেনা এবং নৌসেনা প্রধানের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষা দিতে

পাকিস্তানের ওপর বড়সড় 'স্ট্রাইক'

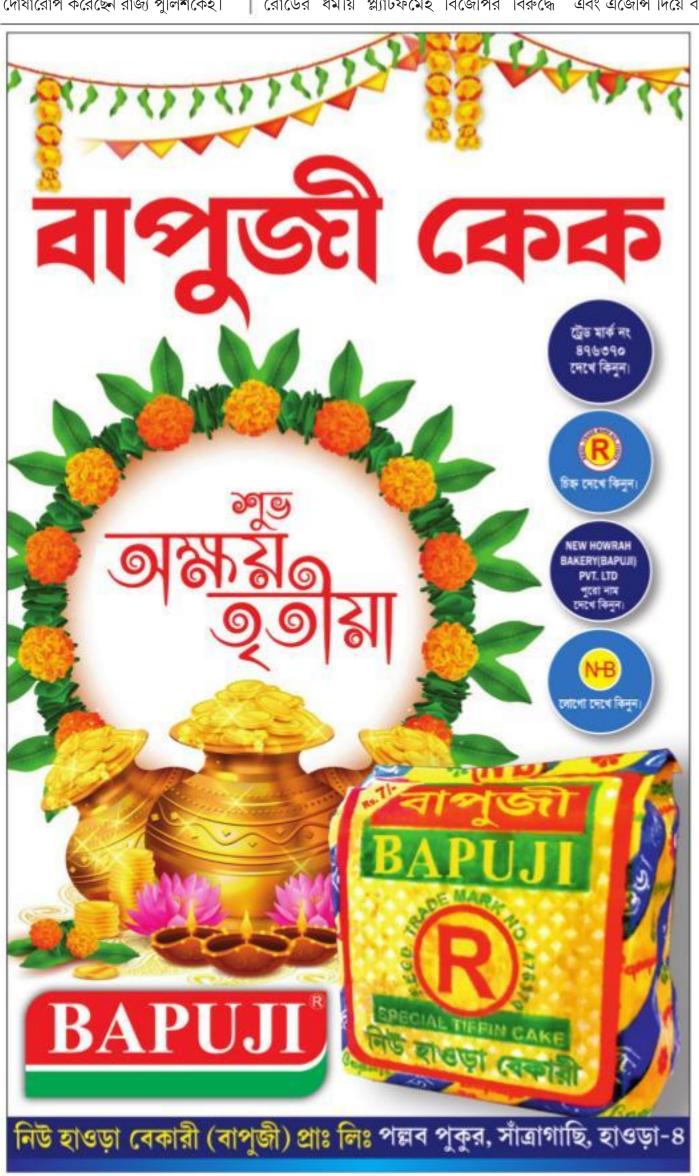
বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় জওয়ানদের শহিদ হওয়ার ঘটনায় আমি ভীষণভাবে মর্মাহত। তাঁদের এই আত্মত্যাগ কখনই ভোলা যাবে না। আমি শহিদ জওয়ানদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

দেশের সুরক্ষা করতে গিয়ে

করার পরিকল্পনা করছে ভারত। শহিদ সেনাদের শরীর থেকে যে বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে তা চিনা নির্মিত স্টিল বুলেট। এই ধরনের বুলেট বুলেটপ্রফ জ্যাকেট ভেদ করতে সম্ভব। পাকিস্তানের সাহায্য ছাড়া সাধারণ সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এই ধরণের বুলেট আসা সম্ভব নয়। জি-২০ সম্মেলনের আগে বহির্বিশ্বের সামনে ভারতকে কালিমালিপ্ত করতে ফের পাকিস্তান স্বক্রিয় হয়েছে। কারণ আক্রমণকারী সন্ত্রাসীরা 'হিজবুল মুজাহিদিন'-এর মদতপুষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ট্যুইট করে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বৃহস্পতিবার সকালে সড়কপথে পুঞ্চ থেকে জম্ম ফেরার পথে রাজৌরি সেক্টরে জঙ্গিদের অতর্কিত গ্রেনেড হামলায় পাঁচ জওয়ান শহিদ হন। জঙ্গিরা জম্ম-পুঞ্চ হাইওয়ের ধারে জঙ্গলের আড়াল থেকে সেনা কনভয়ের ওপর গ্রেনেড ছোঁড়ে এবং গুলি চালায়। এর ফলেই ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিন সেনা জওয়ান, সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাকি দুই জওয়ান। পুলওয়ামার পর গত পাঁচ বছরে ১০৬৭টি জঙ্গি হামলায় ভারতের ১৮২ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। সেনার হাতে খতম হয়েছে ৭২৯ জন জঙ্গি। মাস ছ'য়েক ধরে কোনও নতন হামলার ঘটনা না ঘটায় ধীরে ধীরে কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হচ্ছিল। তারমধ্যেই বৃহস্পতিবার এই হামলার ঘটনা ঘটায় আপাতত সেনা প্রত্যাহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার প্রায় তিন ঘন্টার বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অজিত দোভাল ছাডা বাকিরা সবাই বেরিয়ে যান। ফের সেখানে পৌছান রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালেটিকাল উইংস (র) এর বর্তমান ডিরেক্টর সামন্ত গোয়েল এবং ডিরেক্টর অফ ইন্টালিজেন্স ব্যুরো (আইবি) তপন ডেকা। এই বৈঠকও চলে প্রায় ঘন্টাখানেক। ফলে আন্দাজ করা হচ্ছে, পাকিস্তানের ওপর কোনও বড় আঘাত হানার জন্য

এদিকে পুঞ্চে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরই নিজেদের পক্ষে সাফাই গাওয়া শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহওয়াজ শরীফ পাকিস্তানের প্রথমসারির সংবাদপত্র 'ডন'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পাকিস্তান কখনই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক চায়। পাকিস্তান কখনই কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে তাদের মাটি ব্যবহার করতে দেবে না। পাকিস্তান মুখে যাই বলুক, বিশ্বে ঘোষিত সমস্ত সন্ত্রাসবাদী নেতা যেমন, জইস-ই-মহম্মদ চিফ মাসুদ আজাহার, লস্কর-ই-তৈবা চিফ হাফিজ সইদ এবং হিজবুল মুজাহিদিন চিফ মহম্মদ সালাউদ্দিনকে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে আই এস আই ভারতের বুকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে চলেছে। রাজৌরির ঘটনায় এন আই এ তদন্ত করতে গিয়ে এই ঘটনার সঙ্গে হিজবুলের সঙ্গে যোগাযোগ ধরতে পেরেছে। ফলে এই ঘটনার পিছনে পাকিস্তানের হাত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। পুলওয়ামার ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছিলেন, কোনও শহিদের রক্ত বৃথা যাবে না। ভারতের বুকে আক্রমণের প্রতিটা হিসেব বুঝে নেওয়া হবে। শনিবার এই বৈঠকে 'বুঝে নেওয়া'র 'ব্লু-প্রিন্ট' তৈরি হচ্ছে কি না সেটাই দেখার।



### ইদেই মিলল স্বস্তি, একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি— ইদের দিনেই প্যাচপ্যাচে গরমের হাত থেকে রেহাই পেলেন রাজ্যবাসী। বাংলার জন্য স্বস্তির খবর বয়ে আনল আবহাওয়া দফতর। ইদের সন্ধ্যায় কলকাতায় ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে।

শনিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা তৈরি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট থাকবে। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গে আরও ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে, বৃষ্টি নামার আগে পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া

ইদের দিনে আবহাওয়া কেমন ছিল?

এবিষয়ে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে কলকাতার তাপমাত্রা। স্বস্তির খবর, এদিন শহরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিপাত হয়েছে এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৭৯ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ২৯ শতাংশ।

কেন এই বৃষ্টিপাত তার কারণ হিসাবে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এছাড়াও ঝাড়খণ্ডের কাছে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে। এই দুই সাঁড়াশি চাপের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বাংলায় ঢুকেছে। তার জেরেই ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এদিন থেকেই কলকাতা–সহ দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত আবহাওয়া বৃষ্টির অনুকূল থাকবে

দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং,

জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদহে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গে ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। পাহাড় ও সংলগ্ন এলাকায় শিলাবৃষ্টির পরিমাণ কমবে। রবিবারেও উত্তরের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ৩০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সোম ও মঙ্গলবারেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার শনিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে কলকাতাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির

সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে হাওয়া বইতে পারে কলকাতায়। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। আগামী ২ দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও পরবর্তী ২ দিনে কলকাতার তাপমাত্রা আরও ২ ডিগ্রি কমতে পারে বলে অনুমান করছেন আবহাওয়াবিদরা। জানা গিয়েছে, তাপপ্রবাহ আর থাকবে না। আগামী ৪-৫ দিন অন্তত

তাপপ্রবাহ ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা প্রায় একই। রকম থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামবে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে, কোথাও আবার আংশিক

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

**CMYK** 



Estate, Bhubaneswar-

statesmanbbsr@gmail.com

Delhistatesman@gmailcom

M-09438838880

751010.

**SILIGURI** 

Spencer Plaza 18/19, 1st Floor,

**Burdwan Road** 

Ph.: 9832082429

**KOLKATA** Statesman House, 4. Chowringhee Square Kolkata-700 001 Apurba Chakravarty, M: 9830045650,

Uttar Sarathi Guha Mojumder, M: 9831528760 For Advertisement : statesmandisplay@gmail.co

thestatesmanclassified@gmail. delhistatesman@gmail.com

For Editorial: journo71@gmail.com

**DELHI** Statesman House. 148, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 Tel: (011) 2331 5911, 43043793

delhistatesman@gmail.com Hiten Rathore hiten.statesman@gmail.com Mob: 9212192123

BHUBANESWAR Plot 3A, Zone B, Sector A,

Mancheswar Industrial

**HYDERABAD** The Statesman Limited 2nd Floor, UNI Building. A.C. Guards, Hyderabad-

Above Vishal Mega Mart

Siliguri-734005, West Bengal

sil\_statesman@yahoo.co.in

delhistatesman@gmailcom

9866323009,9212192123 delhistatesman@gmail.com hyderabad@thestatesmangroup.com

BANGALORE No. 68, First Floor, Gold

কলকাতা ৭০০১৭৫

অধুনা বাংলাদেশভুক্ত ফরিদপুর জেলার কোটালি পাড়ার ৫০০ বছরের সুগুসিদ্ধ মাতৃসাধক বংশে আবির্ভূত বঁরদাকান্ত বাচস্পতির পুত্র গৌরাঙ্গ ভারতী তাঁর পুত্র মাতৃসাধক আচার্য গৌতম ভারতীর

জ্যেষ্ঠ পুত্র তন্ত্রভারতী অনিশ আচার্য যা বলে তাই কলে।

সাক্ষাৎ বৈকাল ৪টে - ৫ টা

আজকের রাশিফল

৯ বৈশাখ ১৪৩০ রবিবার ২৩ এপ্রিল ২০২৩

মিথুন: অলসতা কাটিয়ে নতুন কিছু করা চিন্তা করুন।

কোনও পবিত্র স্থানে সময় কাটান।

যেতে পারে, আশাভঙ্গ হতে পারে

সর্দি-কাশির সম্ভবনা প্রবল।

মন খারাপ না করে এগিয়ে যান।

পরিবারের সঙ্গে উৎযাপন সম্ভবনা।

সংক্রমণের সম্ভবনা, সতর্ক থাকুন।

মকর: সুখবর ও সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

না থেকে বন্ধ ও সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটান।

মেষ : বিনয়ী থাকুন, স্বআধ্যমিতার প্রকাশ হতে পারে। কাছাকাছি

বৃষ : আবেগপ্রবণ হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তা আপনার বিরুদ্ধে

কর্কট : আজ কর্মে সাফল্য, আবেগ প্রবণতার সম্ভবনা তাই একা

সিংহ: আজ বিলাসীতা ও আরামদায়কভাবে সময় কটার সম্ভবনা

কন্যা: অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হবে। আর্থিক লাভ সন্তোষজনক নয়,

তুলা : শরীর ভালো থাকবে, অখাদ্য থেকে শরীর খারপারে সম্ভবনা

বৃশ্চিক: আনন্দমুখর দিন অত্যাধিক খরচের সম্ভবনা। বন্ধ ও

ধনু : যে সকল ব্যক্তি উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, খাদ্যজনিত

500004,

50 Residency Road Bangalore-560025. Tel.; 080-9212192123 delhistatesman@gmail.com

bangalore@thestatesmangroup.com **MUMBAI** 5, Kasturi Buildings, Jamshedji Tata Road, Mumbai-400 020

M-9212192123, Tel: (022) 35775450 Email:

delhistatesman@gmail.com mumbai@thestatesmangroup.com

**LUCKNOW** 2/2, Butler Palace Near Jopling Road) Lucknow-226 001. M-9212192123 Email: delhistatesman@gmail.com

**RANCHI** Mobile: 9212192123

delhistatesman@gmailcom ranchi@thestatesmangroup.com

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1 All other stations in India - Re. 1

#### অনিশ আচার্য দুরভাষ: ৯৮৩৬৫ ৮১১০১ শ্রীশ্রী শিবকালী আশ্রম, তেঘরিয়া, নিশিকানন,

৯ বৈশাখ ১৪৩০, ২৩ এপ্রিল, রবিবার ২০২৩। তিথি— তৃতীয়া দিবা ৮/১৯। নক্ষত্র— রাত্রি রোহি ণী ১/৯। অমৃতযোগ–দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। বারবেলা— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পুনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা ৯ বৈশাখ ১৪৩০, ২৩ এপ্রিল, রবিবার ২০২৩। তিথি— তৃতীয়া দিবা ৮/১৯। নক্ষত্র— রোহিণী রাত্রি ১/৯। অমৃতযোগ— দিবা ৯/২৯ গতে ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। কা**লবেলা**— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮

ইসলামি পঞ্জিকা

রবিবার ২০২৩। সূর্যোদয় ৫/১৫ সূর্যান্ত ৫/৫৭। তিথি— তৃতীয়া অহোরাত্র। নক্ষত্র— রোহিণী রাত্রি ১/৯। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৪/১৫ ফজর শেষ ৫/৩০ জোহর ১০/৪৯ আসর ৩/৪১ ইফতার/ মাগরিব ৫/২৪ এশা

#### দিনপঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

৯ বৈশাখ ১৪৩০, ২৩ এপ্রিল, ৬/৩৫।

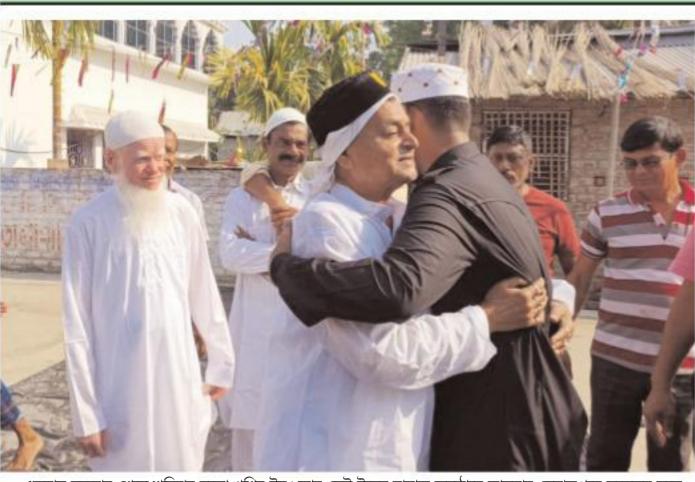
পাবলিক নোটিশ

सूचना

जेसप की श्रमिक को

ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी

# ও জেল র অন্বরে



একমাস রমজান শেষে শনিবার হলো খুশির ইদ। আর সেই ইদের নামাজ অনুষ্ঠানে কালনার হেমাতপুরে সকলের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সেখান থেকে দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর বিধানসভা এলাকার সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের মঙ্গল কামনা করেন। আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন সকলে যেন ভালো থাকেন। সকলের মধ্যে সম্প্রীতি ও ল্রাতৃত্বের বার্তাও দিয়েছেন তিনি। ছবি — আমিনুর রহমান

# সম্প্রীতির বার্তা: ব্রাক্ষণরা

আমিনুর রহমান বর্ধমান, ২২ এপ্রিল- এপ্রিল শনিবার ছিল খশির ঈদ। ধর্মপ্রাণ মসলমানদের কাছে এই দিনটি অতি পবিত্র। সেই পবিত্র দিনে সম্প্রীতির ডাক দিয়ে ভিন্ন ধর্মের মানুষজনও এগিয়ে এসেছিলেন। সেই অভিনব কর্মসূচি হয়েছে বর্ধমান শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায়। জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল চোখে পডার মতো।

প্রতিবছর ঈদের দিন সবচেয়ে বড় জমায়েত করে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বর্ধমান টাউনহল প্রাঙ্গনে। কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। সেখানে। এবার সেই টাউনহলে হাজির হয়ে ব্রাক্ষণ রা মুসলিমদের হাতে তুলে দিলেন ঠান্ডা জল ও ওয়ারেশ। এই অভিনব উদ্যোগ নেয় সর্বভারতীয় ব্রাক্ষণ একতা সমাজ সেবা ট্রাস্ট। নামাজের আগে ও পরে কয়েকশো মানুষের মধ্যে ঠান্ডা জল ও ওয়ারেশ দেওয়া হয়েছে। পরে ব্রাক্ষণ একতা সমাজের সভাপতি অর্পণ চ্যাটার্জী বলেন প্রচন্ড গরমে মানুষের দুর্বিসহ অবস্থা। টাউন হলে বহু দুর দুরান্ত থেকে মানুষজন ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানে এসেছেন, তাদের সেবা করতে পেরে আমরা ধন্য। একই সঙ্গে বার্তা দিতে চেয়েছি যে কোন ধর্মের উৎসবই হোক

না কেন আমরা সকলে এক এবং অভিন্ন। একই সঙ্গে ঈদের দিনে বর্ধমানের ৰচ্ছ নম্বর ওয়ার্ডে নামাজে অংশ নেওয়া মানুষের জন্য জলসত্রের ব্যাবস্থা করেছিলেন কাউন্সিলর তথা যুব নেতা রাসবিহারী হালদার। এর আগে িতিনি বস্ত্র বিতরণও করেছেন আবার নামাজ পাঠের জায়গা নতন করে সংস্কার করে দিয়েছেন। তার এই ভূমিকায় খুশি সকলেই। এছাড়াও কয়েক জন সমাজসেবী যুবকের চেষ্টায় বর্ধমান শহরের ভবঘুরে, গরিব মানুষজন রিক্সা ভ্যানচালক ও অসহায়দের মধ্যে ঈদ উপলক্ষে বিরিয়ানি খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন বর্ধমানের জামালপুরে পঞ্চায়েত এর উপ প্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল-এর উদ্যোগে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের ফল বিতরণ করা হয় ঈদ উপলক্ষে। একই সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। এদিকে রমজান মাস উপলক্ষে ঈদের আগের দিন বাডি বাডি গিয়ে প্রায় এক হাজার মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছেন বর্ধমান শহরের চ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজসেবী তথা তৃণমূল নেতা কানাই মির্জা। প্রতি বছরের মতো এবারও বহু মানুষ বিশেষ করে মহিলারা খুবই খুশি।



পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষে বামনগাছি শিকদেশপুকুরিয়া ইদ মিলন কমিটির উদ্যোগে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক হাজার পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত চিলেন কমিটির সভাপতি মো. সাবিরুল ইসলাম, সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম, অন্যতম উদ্যোক্তা হাবিব আলি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

### কিশোরীর বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালিয়াগঞ্জ, ২২ এপ্রিল- অভিযোগ তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ঘটনা জানাজানি হতেই উত্তেজনা ছডায় কালিয়াগঞ্জে। দফায় দফায় অবরোধ করা হয় কালিয়াগঞ্জ-দুর্গাপুর জাতীয় সড়ক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে জনতার রোষের মুখে পড়তে হয় পুলিশ কর্মীদের। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশেষে পাল্টা नाठि চानार পुनिम। कार्ठाता दर काँमाता गुरास्तर भन। এই घटना প্रकार्भा আসতেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপান উতোর। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইট করে বলেন, 'বাংলায় আরো এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হল। দুঃখের বিষয় ভাইপোর নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত পুলিশ, দুর্ভাগ্যজনকভাবে যার মূল্য চোকাতে হচ্ছে মহিলাদের, রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কারণে দুর্বৃত্তরা সাহস পাচেছ।' তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ এই ঘটনায় পাল্টা জবাব দেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, শুভেন্দুবাবু শকুনের রাজনীতি করছেন। কুনাল আরও বলেন, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। দোষীরা কোনমতেই ছাডা পাবে না। তবে বিরোধী দলনেতা যেভাবে এটিকে হাতিয়ার করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে আঙ্গুল তুলছেন সেটাও কাম্য নয়। প্রসঙ্গত, গত মাসে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতার তিলজলা এলাকা। সেই

#### নদীর জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপর, ২২ এপ্রিল- মাছ ধরতে গিয়ে কাঁসাই নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে গোবিন্দ দাস (৬০) নামে এক ব্যক্তির। মেদিনীপুর সদর ব্লকের গোপগড় এলকায় তাঁর বাড়ি। শুক্রবার দুপুরে তিনি কাঁসাই নদীতে নেমে মাছ ধরার সময় গভীর জলে তলিয়ে যান। বিষয়টি জানার পরে স্থানীয়রা কয়েক ঘন্টার চেম্টায় তাঁকে কাঁসাই নদী থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গুডগুডি পাল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও ঘটনাকে ঘিরেও তাণ্ড ব চলে। এবার ঠিক একই চিত্র দেখা গেল কালিয়াগঞ্জেও। ্হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

# আগুনে পুড়ে ছাই অসংখ্য বাড়ি, সাহায্যের হাত বাড়ালেন বিধায়ক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপর, ২১** শুক্রবার ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে যায়। কিছু গবাদি পশু আগুনে পুডে উপলক্ষে কিছু খাদ্যসামগ্রীও প্রদান

কেশবপুর এলাকায় আগুনে পুড়ে যায় আসবাবপত্র, গবাদি পশু, নগদ টাকা এবং অন্যান্য জিনিস। অভিযোগ, দমকল আসতে দেরি করার কারণেই

তাদের হাতে আর্থিক সাহায্য এবং ইদ হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আহাতাবউদ্দিন শেখ, ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান জয়নাল গত বুধবার হরিহরপাডার আবেদিন, ব্লুক সম্পাদকমণ্ডলীর মীর ১১টি বাডি। সেই আগুনে ভস্মিভূত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির হাতে দশ পরিবারগুলির হাতে পাঁচ হাজার টাকা

বিধায়ক

বিডিও অপিসে ডেকে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিটি পরিবারের হাতে ত্রিপল, বাসনপত্র, থেকে দিয়েছিলাম। যেহেতু আগামীকাল ইদ, নেই তাই খুব ক্ষতিগ্রস্থদের আমরা দশ দিলাম। কম ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়ার নিয়ামত শেখ পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রীও দিলাম। যাতে তাঁরা ইদের দিন ভালো পোশাক পরতে পারে। তবে এই পরিবারগুলির পাশে আমরা ভবিষ্যতেও থাকব।'

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ এপ্রিল- মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনি ব্লুকের কাশিজোড়া অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করেন বিধায়ক জুন মালিয়া। তিনি কাশিজোড়া অঞ্চলের পাথরাজুড়িগ্রামের কালী মন্দিরে গিয়ে পজো দেন। এরপর তিনি কাশিজোড়া অঞ্চলের কাশিজোড়া সহ প্রায় ৮ থেকে ১০টি গ্রাম ঘুরে মানুষজনের সাথে কথা বলেন এবং গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাদের অভাব অভিযোগের কথা মন দিয়ে শোনেন। এরপর তিনি কাশিজোড়া গ্রামপঞ্চায়েতের কার্যালয়ে গিয়ে প্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্যদের পাশাপাশি পঞ্চায়েত এর আধিকারিক ও কর্মীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। অঞ্চল অফিস থেকে বেরিয়ে ভুরসা এলাকায় গিয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি সভা করেন। বিধায়ক জুন মালিয়ার সাথে উপস্থিত ছিলেন শালবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নেপাল সিংহ, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সন্দীপ সিংহ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। বিধায়ক জুন মালিয়া কাশিজোড়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে দেবেন।

গিয়ে মানুষজনদের সাথে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগ শোনার পর তিনি বলেন আমি দিদির দৃত হিসেবে আপনাদের পাশে এসেছি। আপনাদের অভাব অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তিনি ভ্রসা গ্রামে দলীয় কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত সভায় বলেন সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম তুলে ধরে প্রচার করতে হবে। মানুষের বাড়ি বাডি যেতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপি ও সিপিএম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষকে ভুল বুঝাচ্ছে। তাই মানুষের কাছে গিয়ে কারা মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে তা তুলে ধরতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের মাধ্যমে এই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই শান্তি ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। যারা জঙ্গলমহলকে ফের অশান্ত করার চেষ্টা করছে তাদেরকে এই এলাকার মানুষ উপযুক্ত জবাব দেবেন। তিনি আরো বলেন যে আপনারা মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকুন, তিনি আপনাদের পাশে রয়েছে। আপনারা উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করবেন না। উন্নয়ন আপনাদের দুয়ারে তিনি পৌঁছে

# হাতি তাড়াতে গিয়ে আবারও হাতির হানায়

গোপেশ মাহাত, ঝাড়গ্রাম, ২২ এপ্রিল- বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাজ্যাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের গোপালপুর গ্রামে। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে মৃত ওই যুবকের নাম আমির হাতি (১৯) বাড়ি গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ঘোড়াইডাঙ্গা গ্রামে। তবে আমির তার মামা বাড়ি তেঁতুলিয়া গ্রামে থেকে পড়াশোনা করত বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সুত্রে। বনদফতর ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ১৪টি হাতির একটি দল গোপালপুর এলাকার ধান জমিতে তান্ডব চালাতে শুরু করে। আর সেই হাতির দলকে তাড়ানোর জন্য গ্রামবাসীদের সাথে আমিরও গিয়েছিল। হাতি তাড়ানোর সময় একটি হাতি পিছনের দিক থেকে এসে তাঁকে শুঁড়ে ধরে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর ভাবে আহত হয়। পরে বাসিন্দারা তাঁকে গুরুতর আহতভাবে উদ্ধার করে প্রথমে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন এদিন রাতেই মৃত্যু হয় আমিরের। উল্লেখ্য গত ১৩ এপ্রিল শিলদা রেঞ্জের বিনপুর বীটের কুরকুটশোল এলাকার মাঠে ছাগল চড়ানোর সময় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় শ্রীনাথ সিং নামে এক ব্যক্তির। পাশাপাশি ওই গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ির উঠানে বাঁধা থাকা অবস্থায় তিনটি গোবাদি পশুকে তুলে আছাড় দিয়ে পিষে মেরে ফেলে। তার আগে গত ১২ এপ্রিল সকালে সাঁকরাইল বীটের বীরভাষা এলাকায় সঞ্জীব মাহাত নামে এক যুবককের শরীরে পা দিয়ে পিষে দিলে মৃত্যু হয়। এদিকে হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা বাড়তে থাকায় তীব্র উদ্ধেগ তৈরি হয়েছে জেলার বিভিন্ন ব্লকের গ্রামগুলিতে। আর এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। টানা পরপর হাতির হানার ঘটনা নিয়ে চিন্তিত বনদফতর। যদিও বনদফতর জানিয়েছে মানুষজন সচেতন না হলে হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঠেকানো সম্ভব হবে না। বারে বারে মানুষজনকে সচেতন করা হচ্ছে হাতির সামনে না যাওয়ার জন্য, এলাকায় হাতি থাকলে সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে না বের হওয়ার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। বাড়ির মদ না রাখা, মদ্যপান করে হাতির সামনে না যাওয়ার জন্য বারে বারে সচেতন করা হচ্ছে। কিন্তু বনদফতরের নির্দেশকে অমান্য করে হাতির সামনে গিয়ে হাতিকে উত্তক্ত করেন মানুষ। এবিষয়ে ঝাড্রাম বন বিভাগের এডিএফও পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, বৃহস্পতিবার নয়াগ্রামের চাঁদাবিলার দিক থেকে একটি হাতির দল ওই গ্রামে ঢুকে ছিল। কোন ভাবে ছেলেটি হাতির সামনে পড়ে যায়। আহত অবস্থায় তাকে গোপীবল্লভপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। চিকিৎসা চলাকালিন মৃত্যু হয়। বনদফতর যাবতীয় ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা করছে।

### পুলিশদের হাতে সুরক্ষা কিট দিলেন কডিন্সিলর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২২ এপ্রিল- সূর্যের প্রখর চোখরাঙানি চলছেই। ত্রস্ত আমজনতার জনজীবন। প্রচন্ড গরমের হাত থেকে বাঁচতে বৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছেন চালিয়ে যাচ্ছেন সকলেই। নিজেদের কর্তব্যে অবিচল ট্রাফিক পলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররাও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীব্র গরমে ডিউটি করছেন তাঁরা। আর এই ডিউটি চলাকালীন যাতে তাঁরা অসুস্থ হয়ে না পড়েন সেই জন্য সমস্ত পুলিশ কর্মীদের একটি করে কিট দেওয়া হল শুক্রবার। এই কিটে রয়েছে গ্লুকোজের প্যাকেট, ওআরএসের প্যাকেট, ছাতা, সানগ্লাস, সানস্কিন লোশন, জলের বোতল ইত্যাদি। বারাসাতের চারটি ট্রাফিক পয়েন্টে প্রায় শতাধিক কর্মীর হাতে এই কিট তুলে দিলেন বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবব্রত

পাল। তিনি বলেন, গরমে পুলিশ আধিকারিকরা একইভাবে কাজ করে চলেছেন। তাই তীব্ৰ দাবদাহ থেকে যাতে তাঁরা বাঁচতে পারেন সেই জন্যই বিশেষ কিট এদিন তাঁদের বঙ্গবাসী। এতকিছুর মধ্যেও হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে নিজেদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ কর্তব্যে অবিচল থাকার পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের খেয়ালও রাখতে পারবেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবারই বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়ে জলসত্র শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি সোহম পাল বলেন. আগামী এক মাস ধরে এই কর্মসূচি চলবে। উল্লেখ্য, আবহাওয়া দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হলেও ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে এখনই রেহাই মিলছে না তা স্পষ্ট। তাই আপাতত গরমের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেতে বৃষ্টির প্রহর গুণছেন আমজনতা।

#### তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ এপ্রিল-শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের ছয় নম্বর শংকরকাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে চন্দ্রকোনা রোডের সারদাময়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রেতা ও সরক্ষা দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, গড়বেতা তিন নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চিন্ময় সাহা, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কবিরুল ইসলাম খান, অঞ্চল প্রধান উমা দত্ত খাঁ সহ আরো অনেকে। ওই রক্তদান শিবিরে মোট ১০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো বলেন রক্তদান মহৎ দান। রক্তদানের গুরুত্ব অনেক। যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান এবং সর্বস্তরের মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

# ल्वनचक

কুম্ব: পরিশ্রমের সুফল পেতে চলেছেন, নিজের জন্য সময়

সদ্ব্যবহার করার জন্য সামান্য ঝুঁকি নিতে পারেন।

মীন : চাকরী ও ব্যবসায় ভালো সুযোগ আসার সম্ভবনা। সুযোগ

### CLASSIFIED

	AGENIS
Location	Name of the Agency Ph. No.
Bally, Howrah	RINKU AD AGENCY9831833485
Barasat, 24 Pgs	EXPART AD AGENCY 9674701788
Berhampore,	BHUMI 9434202655
Murshidabad	7719227747
Burdwan Town	S.M. ENTERPRISE 9232462019
	9434474356
Kolkata	GARGI AD POINT 9903714080
Krishnanagar, Na	dia TYPE CORNER 9474334978
Krishnagar	SOMA ADVERTISING 9064513561
Barrackpore, Ka	yaniEDBAR ENTERPRISE9674930818
Ranaghat	9433581557
Station Road	SOUMYA ADVT. & 9002995353
Habra	MKTG. AGENCY 8910849432
Jadavpur, Bagha	atinTULIP SOLUTIONS 9088810120
Naihati	RTA ADVERTISING 9830562233

All Advertisements are carried Free of cost onour website https:// epaper.

The Statesman

thestatesman.com

CLASSIFIED

TO BOOK AN

**ADVERTISEMENT** PLEASE CALL

> 98307 80924 98308 74087

लिमिटेड के सभी सदस्य/ मतदाता जिनका पंजीकरण संख्या 257/24 पृष्ठ, दिनांक 11.05.1973 है और 8, मंगल पांडे रोड, कोलकाता-700028 का पता है, को इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि सदस्य / मतदाताओं की मजोदा सूची दिनांक 21.04.2023 को उक्त सोसायटी के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित करने हेतु प्रकाशित किया गया है। कथित मजोदा सूची और उक्त सोसाइटि के निदेशक मंडल के आगामी चुनाव से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, क्पया उक्त सोसाइटि के कार्यालय मे उपरोक्त पते पर अपराह्न 3.00 बजे,

30.04.2023 के भीतर

संपर्क करे.

wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan

নোটিশ

that Mahtab Alam, son of Late Md. Farooque, of 6/18A, Kustia Road, P.S.: Tiliala, Kol.-39 (my client's intends to gift his portion at the Ground Floor at Pr. No. 6/18A, Kustia Road, P.S.: Tiljala, Kol.-39, to his brother Parvez Akhtar (my client) if anybody have any objection requested to contact the undersigned person within seven days

> **Abdul Rahaman** Adv. 29, Kustia Road Kol.-39

সম্পত্তি SHANTINIKETAN Purbapally, 1/2 BHK apartment with 5000 sq.ft. garden, handover March 24, Rs. 16 lakh, 9874642270.

Notice is hereby given to the Public at large

brother) from the date of publication of this notice.

Mb.: 8617732591

एस/डी जय घोष सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ই-টেভার E-Tender invited by the Prodhan Ruipukur Gram Panchayet, Amghata, Nadia. NIT No: 01/15th FC/RGP/

2023-24 Date: 20/04/2023. Last Date of Submission Bid 27/04/2023 upto 10.00 A.M. Technical Bid opening 29/04/2023 at 10.00 A.M. For I details please contact to the office or visit: https//

**এপ্রিল---** ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দাঁডান বিধায়ক। ঈদ উপলক্ষে যায়। সেই সঙ্গে বাডিগুলির মধ্যে মশিদাবাদের হরিহরপাডায় ভস্মিভত সাহায্যের পাশাপাশি কিছ সামগ্রীও রাখা আসবাবপত্র থেকে কাগজপত্র. হয়ে যায় ১২টি বাড়ি। ইদের আগৈ তিনি মানুষের হাতে তুলে দেন। টাকা পয়সা থেকে বাসনপত্র সবই আগুনে ভস্মিভূত এবং ক্ষতিগ্রস্ত এই বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ এই পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো বিধায়ক নিয়ামত শেখ। শুক্রবার সভাধিপতি সামসুজ্জোহা বিশ্বাস, আমাদের নৈতিক কর্তব্য। ইতিমধ্যে আলমগীর পলাশ প্রমুখ। এদিন বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের অনেকেরই জামাকাপড় হয়ে যায় বড়িগুলির মধ্যে থাকা হাজার টাকা করে এবং কম ক্ষতিগ্রস্থ হাজার টাকা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী করে তুলে দেন বিধায়ক।

সব পুডে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ সাংবাদিকদের বলেন, 'বুধবার দুপুরে আগুন নেভানোর কাজে হাত হঠাৎই আগুন লেগে প্রায় ১১টি বাডি

Ruipukur G.P. লাগিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছু গবাদি পশু মারা Amghata, Nadia.

# শহর ও জেলার খবর

# 'পাগল বানাতে চাইছে বাড়ির লোক, তাই পালিয়ে দিল্লিতে'

নিজস্ব প্রতিনিধি— কেউই তাঁকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। না তৃণমূল না বিজেপি। দিল্লিতে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলেও দেখা করতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি বিজেপি নেতৃত্ব। তিনি মুকুল রায়। দিল্লিতে বসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সাফ জানিয়ে দিলেন, মুকুল রায়কে নিয়ে তাঁদের কোনও আগ্রহ নেই। আর এরই মধ্যে বিস্ফোরক দাবি মুকুলের। নিজের পরিবারের দিকেই আঙ্গুল তুলে তাঁর দাবি, পরিবারের লোকজন মানসিক ওশারীরিক নির্যাতন করে বলেই তিনি দিল্লি পালিয়ে এসেছেন।

তবে প্রবীণ রাজনীতিবিদ এর আগে দিল্লি সফর নিয়ে অন্য কথা বললেও এদিন পারিবারিক অশান্তির জন্য দিল্লি 'পালিয়ে' এসেছেন বলে কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, খালি হাতে বাড়ি ফিরে রাজনৈতিক হেনস্তার থেকে বাঁচার পথ খোলা রাখতে চাইছেন মুকুল। অবশ্য, এদিন তিনি পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার পর তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু রায়

পুলিশ কুকুর

এনেও সন্ধান

নিখোঁজ ছাত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, ২২

**এপ্রিল**— এক নাবালিকা ছাত্রী

নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পাঁচ দিন

আতঙ্ক এবং উত্তেজনা ছড়িয়েছে

বীরভূমের বোলপুর এলাকায়।

নাবালিকা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী।

মামনির সন্ধান মেলেনি।

পাওয়া যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে

মামনি সরকার নামে ১১ বছরের ওই

পুলিশ তদন্তকারী কুকুর আনা হলেও

নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ,

মঙ্গলবার ১৮ এপ্রিল মামনি বাড়ি

থেকে খাবার নিয়ে বোলপুর

শুঁড়িপাড়ায় তার ঠাকুমা দিতে

আসে। খাবার দিয়ে সে বাড়ির

দিকে যাচ্ছিল। আরতি সিনেমাতলা

পর্যন্ত তাকে যেতে দেখা গিয়েছে।

কিন্তু তারপর থেকেই সে নিরুদ্দেশ

হয়ে যায়। সারারাত সন্ধান করেও

পরিবারের লোকজন মামনির সন্ধান

না পাওয়ায় একদিন পরে বোলপুর

থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন।

সন্ধান না পাওয়ায়, তদন্তকারী

পুলিশ কুকুর আনা হয়। কিন্তু

তারপরেও শনিবার ২২ এপ্রিল

পর্যন্ত মামনির সন্ধান না মেলায়

এলাকায় আতঙ্ক এবং উত্তেজন

পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জায়গায়

এক্সপ্রেসওয়ের

পূর্ণাঙ্গ কন্ধাল

ধারে উদ্ধার ঝুলন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ২২

**এপ্রিল**— কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের

ধারে একটি ঝোঁপের গাছের োল

উদ্ধার করল কল্যাণী থানার

থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ কন্ধাল

পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার

দুপুরে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে

প্রচন্ড দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। জে

আই এস মোড়ে থাকা ট্রাফিক

পুলিশরা দুর্গন্ধের খবর কল্যাণী

থানায় দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে

মোড় থেকে পুলিশ সুপারের

অফিসের দিকে যেতে কল্যাণী

এক্সপ্রেসওয়ের ধারে এই পূর্ণাঙ্গ

কঙ্কালটি উদ্ধার হয়। কঙ্কালটি দুই

আড়াই মাসের হবে বলে পুলিশের

অনুমান। দেহে কোনো মাংস নেই।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি

গাছে ঝলন্ত অবস্থায় ছিল। গাছের

তলা থেকে একটি মদের বোতল,

বেশ কিছু কাগজ উদ্ধার হয়েছে।

রয়েছে একটি ক্যাথিড্রালও। এই

তদন্তের অনুমান, পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালটি

অসুস্থ কোনো ব্যক্তির। ঘটনার

তদন্তে নেমেছে কল্যাণী থানার

থাকা ট্রাফিক পুলিশরা জানান,

জে আই এস মোড়ে দাঁড়িয়ে

হঠাৎ করে প্রচন্ড দুর্গন্ধ বের হতে

থাকা একটি ঝোঁপ থেকে। খবর

থাকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে

দেওয়া হয় কল্যাণী থানায়। পুলিশ

এসে একটি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল উদ্ধার

করে। কেউ খুন করে ঝুলিয়ে দিয়ে

গিয়েছে নাকি, আত্মহত্যা করেছে তা

জানতে তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণী

পুলিশ।

ক্যাথিড্রাল দেখে পুলিশের প্রাথমিক

কঙ্কালের গায়ে গেঞ্জি রয়েছে।

নিয়ে যায়।

গিয়ে ঝুলন্ত কঙ্কালটি উদ্ধার করে কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালে

পুলিশ সূত্রে খবর, জে আই এস

ছড়িয়েছে। এই ঘটনার

পুলিশ টহল দিচ্ছে।

কল্যাণী

পুলিশ অনুসন্ধান করেও, মামনির

মুলুক তাতারপুর কলোনীর ওই

পরেও তার কোনও সন্ধান না

মেলেনি

### এবার পরিবার নিয়েই বিস্ফোরক মুকুল



আর এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে

উল্লেখ্য, সোমবার রাতে দিল্লি পৌঁছন মুকুল। রাজধানীতে আসার কারণ হিসাবে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথাই সে সময় জানিয়েছিলেন। তবে শুক্রবার আগের বক্তব্য থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে বলেছেন, বাড়ির লোক 'পাগল' প্রমাণের চেষ্টা করছে। অসুস্থ বলে মানসিক চাপও দেওয়া হচ্ছে।

এদিন, দিল্লির গোপন আস্তানা থেকে একটি বাংলা ওয়েব পোর্টালের সঙ্গে ফোনে সাক্ষাৎকারে তিনি পরোপরি সৃস্থ রয়েছেন দাবি করে বলেন, আমার শরীর এখন ঠিক আছে। আমি পূর্ণ সুস্থ, মাঝে শরীর

বাড়ির লোক অসুস্থ অসুস্থ করে পাগল প্রমাণের জন্য মনের উপর একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই বাড়ির কাউকে না জানিয়েই দিল্লিতে চলে এসেছি।

তবে তাকে পাগল প্রমাণিত করে বাড়ির লোকের লাভ কি তা জানাতে পারেননি মুকুল। এই প্রশ্নের জবাবে চাপ তৈরি হয়।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতে মুকুলের দিল্লি আগমনের পর থেকেই শুভ্রাংশু দাবি করে আসছিলেন, তাঁর বাবা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। মুকুলের দিল্লি সফরের পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে এমনটাও অভিযোগ করেছিলেন তিনি। অথচ সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই আবার মুকুল বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে তাঁকে পাগল প্রমাণের চেষ্টার অভিযোগ করলেন। এদিন মুকুলের বক্তব্যর পর শুলাংশু আর এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি

#### তিনি বলেন, এতে তাদের কী লাভ তা তারাই জানে। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ হয় না। উলটে যে লোকটা সুস্থ আছে তার মনের উপর

# খারাপ হয়েছিল এখন ঠিক আছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগের কথা উড়িয়ে দিলেন তাপস ঘনিষ্ঠ নদিয়ার তেহটের ব্লক সভাপতি ইতি সরকার

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ২২ এপ্রিল— নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর যোগের কথা উড়িয়ে দিলেন নদিয়ার তেহটের ব্লক সভাপতি ইতি সরকার। শনিবার তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। ইতি জানিয়েছেন, স্থানীয় বিধায়ক হিসাবে তিনি তাপস সাহাকে চেনেন। এর থেকে বেশি কিছু জানেন না। একইসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইতি। এদিন সকালে ইতি সরকারের বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই।

শনিবার সকালে বিধায়ক তাপস সাহার বাডি থেকে বেরিয়ে সিবিআই আধিকারিকরা যান এলাকায় তাপস ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তেহট্টের ব্লক সভাপতি ইতি সরকারের বাডিতে। এদিন ইতি জানিয়েছেন, তিনি ঋণ জর্জরিত। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোন করে তিনি সংসার চালান। তাঁর সঙ্গে চাকরি প্রার্থীদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর কাছে কোনও চাকরি প্রার্থী আসেননি বলেও দাবি করেন এই তৃণমূল নেত্রী।

স্থানীয় একটি স্কলে পোশাক সরবরাহ করেন ইতি। সেই ব্যাপারে তিনি জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত অঞ্চলে সমবায় মাধ্যমে তিনি এই বরাত পেয়েছেন। তৃণমূল করেন বলেই স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। এর থেকে বেশি কিছ নয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় তৃণমূলকর্মী হিসবেই পরিচিত ইতি। তিনি যে বিধায়কের ঘনিষ্ঠ তাও মানছেন স্থানীয়রা। সেইসঙ্গে এলাকার লোকজন সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, ইতি সরকার পোষিত স্কলে ইউনিফর্ম সাপ্লাই করেন। নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে এর কোনও যোগ রয়েছে কিনা সবটা খতিয়ে দেখতেই ইতিকে জিজ্ঞসাবাদ করা হচ্ছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।

তেহট্টের বেতিয়া এলাকায় বাড়ি ইতি সরকারের। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, পারিবারিক অনুষ্ঠান হলে ইতির বাডিতে আসতেন বিধায়ক তাপস সাহা।

হয়ে বলেন, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। কিছু কাগজপত্র দেখেছেন। তাপস সাহা দু'বার তাঁর বাড়িতে এসেছেন বলেও জানান তিনি। একবার নির্বাচনের সময়, অপরটি পাশেই একটি অনুষ্ঠানের স্বার্থে। সবিতার কথায়, আমার বউমা রাজনীতি করতেন না। কোনও পদেও তিনি নেন। বিভিন্ন স্কলে ইউনিফর্ম সাপ্লাই করেন।



ইলিয়ট রোডের ৮৭ নং বাড়িতে বিধ্বংসী আগুন।

# 'রাজনৈতিক চক্রান্ত হয়েছে, সিবিঅই চলে যেতেই অভিযোগ তৃণমূল বিধায়ক তাপসের

নিজম্ব সংবাদদাতা. নদিয়া. ২২ এপ্রিল— টানা ১৪ ঘন্টার পর নদিয়ার তেহট্টের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহার বাড়ি থেকে বেরোলো সিবিআই। কিন্তু তেহট্ট ছাড়েনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। বরং এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন তদন্তকারীরা। ঈদের দিন সকাল সওয়া টা নাগাদ তেহট্টের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন সিবিআইয়ের অফিসাররা। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে এই বিধায়ক সিবিআই অফিসারদের সঙ্গেই রাত কাটিয়েচ্ছেন। তাপস সাহার বাড়ির একটি পুকুরে তল্লাশি করে সিবিআই। পুকুরের ধারে কিছু নথি পোড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল। তাই ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে সিবিআই। পোড়া নথির বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছে। সিবিআই বলে খবর। আর তাপস সাহার বাড়ি থেকে। সিবিআই টিম বেরিয়ে সোজা চলে যায় তাঁর প্রাক্তন আপ্রসহায়ক প্রবীর কয়ালের বাডিতে। তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ততক্ষণে তাপস সাহার বাড়িতে অনুগামীদের ভিড় বাড়তে থাকে। যদিও তাপস সাহা এদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হননি। কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে।

অন্যদিকে তাপস সাহাকে সারারাত দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তাঁর বিধানসভা এলাকার দুই ঘনিষ্ঠ মিঠু শাহ এবং মলয় বিশ্বাসকে নিয়েও বিধায়ককে একাধিক প্রশ্ন করা হয়। বেতাইয়ের ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর কলেজে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক। তারপর তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে সিবিআই। এমনকী ভোর ৫টা নাগাদও তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ-পর্ব চলে বলে সূত্রের খবর। সিবিআইয়ের ১২ জন অফিসারের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। তবে তিনি বিচলিত না হয়ে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে

তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহার বাডিতে তল্লাশি চালিয়ে ৬৮টি নথি উদ্ধার করে সিবিআই। তবে সেগুলি মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। আগের নথি নাকি নতুন তা খতিয়ে

দেখছেন অফিসাররা। তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহাকে আবার বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। সিবিআই অফিসাররা তেহট্ট চষে বেড়াচ্ছেন আরও কিছু তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ের জন্য। তারপর আবার এসে বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন বলে সুত্রের খবর। এখনই তিনি নিশ্চিন্ত নন। তবে তিনি স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করেছেন বলে খবর মিলেছে। সিবিআই চলে যাওয়ার পর তাপস সাহা বলেন, শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ এখানে সিবিআই-এর প্রতিনিধি দল আসে। তারা আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত নথি দেখতে চান। পাশাপাশি অফিস, বেডরুম, বাথরুম, রান্নাঘরেও তল্লাশি চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। এরপর ড. বি আর আম্বেদকর কলেজ যেখানে আমি পড়াশোনা করেছি বর্তমানে যে কলেজের সভাপতি সেখানে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা।

তিনি আরো বলেন, আমাকে কেউ ফোন করেনি। আক্ষেপ হয়, অনুশোচনা হয়! লড়াইয়ের আরও কঠিন জায়গায় তৈরি করে দিল। তিনি কেন দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি? সংবাদ মাধ্যমের এই প্রশ্নের জবাবে তাপসের পালটা জবাব, আমার কী

প্রয়োজন। আমাকে তো তাদের প্রয়োজন! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত তাঁর মাথার উপর রয়েছে বলে দাবি করেছেন তাপস। তিনি বলেন, তাঁর আশীর্বাদ আমার মাথায় রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বলতে পারব না। দেখা হয় না, কথা হয় না। আমাকে তাঁর অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তিনি নিজেই প্রতারিত হয়েচ্ছেন বলে দাবি তাপসের।

#### বিপুল উদ্দীপনায় সৌজন্যের আবহে বিচারপতি ফুরফুরা শরিফে গঙ্গোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ ইদের নামাজ

সমগ্র রাজ্যে পালিত হয় পবিত্র ইদুল ফিতরের নামাজ। দীর্ঘ মাসভোর রোজার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই ইদ উৎসব বিশাল পুরস্কার স্বরূপ। কলকাতার খিদিরপুর, পার্ক সার্কাস, তপসিয়া ও রাজাবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় মহান এই উৎসবের রেশ ছড়িয়ে পড়ে কোণে কোণে। মসজিদ বা ইদগাহ নামাজ শেষ হবার পর ধর্মপ্রাণ মানুষরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি বা আলিঙ্গন করেন। বিশেষ করে শিশুদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদেরও উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁরা। বেশির ভাগ নামাজের প্রার্থনায় উঠে এসেছে সমগ্র সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মঙ্গলের সুর প্রবল দাবদাহেও নামাজে মানুষের ভিড় ছিল নজর কাড়া। বহু জায়গায় পুলিশ

নুরুল ইসলাম খান

শনিবার প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায়

প্রশাসনের সহযোগিতা এদিন চোখে পড়ে। উৎসবে কোনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যাতে না হয় তার জন্য সতর্ক ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই নামাজ উপলক্ষে ইমামদের শুভেচ্ছা ও সম্মান দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। অন্যদিকে ফুরফুরা শরিফের প্রতিষ্ঠিত দারুস সালাম মসজিদে ইদের নামাজ পাঠ করান পীর শাইখ মিশকাত সিদ্দিকী। ফরফরার প্রাচীন মাদানী মসজিদে ইদের নামাজ পরিচালনা করেন পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন পীর আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা জবিহুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী সহ অন্যান্য পীরসাহেবগণ বিভিন্ন মন্তব্য নিয়ে রাজ্য রাজনীতির কৃশীলবরা প্রশ্ন ধনপোতা ও ছোট দরবার শরিফেও ইদের নামাজে ছিল চোখে পড়ার মতো অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ভিড। পীর হোসেন সিদ্দিকী, পীরজাদা কুণাল ঘোষ আচমকাই মুখোমুখি হলেন সংবাদমাধ্যমের সাফেরি সিদ্দিকী, পীরজাদা আসেম বিল্লাহ সিদ্দিকী ও হোজায়ফা সিদ্দিকী. পীর ওমর সিদ্দিকী, পীরজাদা উজায়ের নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন কিনা? প্রত্যুত্তরে সিদ্দিকী ছাড়াও অসংখ্য পীর সাহেব তৃণমূল কংগ্রেসের এই মুখপাত্র বলেন, না, আপনি তো ইদের নামাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইদের পর বিকট আওয়াজের গান বাজনা এরপর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কুণালের সঙ্গে করমর্দন ঘোষও প্রত্যুত্তর দেন।

যাতে অসন্তোষ সৃষ্টি না করে, সেই বার্তা দেয় পীরজাদা মোসফেকিন সিদ্দিকী, পীরজাদা মনতাকিম সিদ্দিকী, পীরজাদা এশহাক সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা আবুজার সিদ্দিকী,

ইতির শাশুড়ি সবিতা সরকার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি

#### বৌদিকে হত্যার অভিযোগ নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২২ এপ্রিল— প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে সাড়া না

সহ অন্য সম্প্রদায়ের কাছে এই উৎসব

পীরজাদা নৌশাদ সিদ্দিকী ও পীরজাদা

সাউদ সিদ্দিকী সহ অন্যান্যরা। ফুরফুরার

সীতাপুর ও সুফিয়া দরবার শরিফেও

প্রবল উৎসাহে ইদের নামাজ পালিত

হয়। পীরজাাদা তামিম সিদ্দিকী এবং

অন্যান্যরা নামাজ আদায়ে শরিক হন।

পেয়ে সম্পর্কিত বৌদিকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল যুবককে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম রঞ্জিত মান্ডি বাড়ি লাউদহ গ্রামে। এদিন ধৃত ব্যক্তিকে ঝাড়গাম আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য গত ১৮ এপ্রিল সাঁকরাইল থানার লাউদহ গ্রামের এক মহিলা পূর্ণিমা মান্ডি গ্রামের পাশে মঙ্গলবাঁধি খাল এলাকায় ছাগল চড়াতে গিয়েছিলেন পরে ওই দিন সকাল দশটা নাগাদ খাল পাড এলাকায় গ্রামের অন্য এক মহিলা দেখেন পূর্ণিমা মান্ডির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এরপর তার পরিবারের লোকজন গিয়ে মতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার পর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে সাঁকরাইল থানার পুলিশ প্রথমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেন। পরে ২১ এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার মৃতার স্বামী রঞ্জিত মান্ডির নামে সাঁকরাইল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি— সৌজন্যের নজির তৈরি হল দু'জনকে করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। ঘিরে। একজন হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আসলে এই দু'জনকে ঘিরে এক অন্য ধরনের আবহের অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর সাক্ষী থাকল শহর কলকাতার বিশিষ্ট মানুষজনরা। এক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে প্রচারের আলোয় এসে বাই পাসের এক অভিজাত হোটেলের বাঙ্গোয়েটে

গিয়েছেন যিনি। অনেকে বলছেন, সমাজসংস্কারের ভূমিকায় বাগযুদ্ধের বাতাবরণ দূরে সরিয়ে রেখে হাসি মুখে দু'জনকে অবতীর্ণ হয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কথা বলতে দেখে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের একের পর এক নির্দেশ নিয়োগ দুর্নীতিকে সামনে রেখে কৌতৃহল ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রশংসিত হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। অন্যজন তাঁর হাসিমুখে কিছু বোঝাচ্ছেন আর অন্যদিকে কুণাল ঘোষও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে যুক্তিজাল সামনে রেখে বিরোধীদের উত্তর দিচ্ছেন। সৌজন্যের এই আবহ যদিও দু'জনের তোলা বিভিন্ন অভিযোগ ফালা ফালা করে দিচ্ছেন চুলচেরা কাজের ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব ফেলবে না, তা বলার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তিনি হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অপেক্ষা রাখে না। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কুণাল ঘোষকে অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। স্বাভাবিকভাবে বিচারপতি উদ্দেশ করে বলেন, আপনার বিবৃতিগুলি দেখি, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বাচনভঙ্গিও খুব ভালো। জবাবে কুণাল বলেন, আপনার বেকায়দায় ফেলেছে রাজ্য সরকারকে। আর অন্যদিকে মামলাগুলির উপর নজর রাখি। তবে দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য কুণাল ঘোষ বারবারই বলেছেন, আইন আইনের পথেই করলে আমিও প্রতি আক্রমণ করি। তবে অনুষ্ঠান শুরুর চলবে। যারা দুর্নীতিতে জডিত, তাদেরকে রেয়াত করবে আগেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধায় সেখানে আসেন না দল। কুণাল ঘোষের বিভিন্ন বিশ্লেষণ শাসক দলকে ফ্রন্ট স্পেনেকে এগিয়ে গিয়ে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ফুটে রাখার জন্য। কিন্তু কোথাও যেন কুণাল ঘোষের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ও করেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় অতিথি হিসেবে পুরস্কারও তুলে দেন। যদিও অনুষ্ঠান শেষ তুলছেন। এমনই এক আবহে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিচারপতি হওয়ার আগেই তিনি বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সামনের সারিতে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। এরপর বিচারপতি এক অনুষ্ঠানে। সৌজন্য বিনিময়ের পাশাপাশি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কাছাকাছি পেয়ে কুণালবাবু অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আচমকাই জানতে চান, কুণাল ঘোষ 🛾 জানতে চান, 'কী হল, মাঝপথে চলে যাচ্ছেন ?' বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মৃদু হেসে বলেন, 'একটি বিশেষ কাজ আছে। তাই চলে যাচ্ছি। কোর্টেরই কাজ। কাল একটা অর্ডার দিতে আজকে মামলার বাইরে দলের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। হবে। আপনার আবার কাজ বেড়ে যাবে।' হাসিমুখে কুণাল

# রাজ্যে পর্যটক টানতে আরও 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড'ও 'রোপওয়ে'

শ্যামল মুখোপাধ্যায়

দেশবিদেশের পর্যটকদের আরও বেশি আকর্ষণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' ব্যবস্থা এবং 'রোপওয়ে গড়ে তোলার ওপরে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান, অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে পর্যটন শিল্পকে আরও চাঙ্গা করে রাজ্যের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। তাঁর নির্দেশ মতোই, পর্যটন শিল্পকে আরও সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছে রাজ্যের পর্যটন দফতর। লক্ষ্য একটাই, পর্যটন শিল্পকে এই রাজ্যে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়

করাতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশও তাই। দেশবিদেশের আরও পর্যটক টানতে পরিকাঠামো আর পরিষেবা উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে একগুচ্ছ প্রকল্প সামনে রেখে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পগুলির অন্যতম হল, রোপওয়ে, এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের ব্যবস্থাপনা। রাজ্যের পর্যটন দফতর সূত্রের খবর, এই রাজ্যে আপাতত পাঁচটি পর্যটন কেন্দ্রে রোপওয়ে গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন দফতরের কর্তারা। একই সঙ্গে আরও পাঁচটি জায়গায় থাকবে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের' ব্যবস্থাও। এ ব্যাপারে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকও করছেন। দফতরের অধিকর্তা জানিয়েছেন, পর্যটন দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল তথ্য কিয়স্ক চালু করার কাজ চালানো হচ্ছে। এইসব কিয়স্কের গাডি কলকাতা সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরবে। শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়, মেলা প্রাঙ্গণে, শপিং মলের সামনে রাখা হবে এই ধরনের গাডিকে। বিভিন্ন এলাকায় বেড়াতে যেতে আগ্রহী পর্যটকরা এইসব কিয়স্ক থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে সবিস্তার তথ্য জানতে পারবেন। কীভাবে যাওয়া যাবে, কোথায় থাকবেন, সব বিষয়েই বিস্তারিত তথ্য পাবেন পর্যটকরা। রাজ্যের বিমানবন্দরে নেমেই দেশবিদেশের পর্যটকরা যেন সবরকম তথ্য হাতর মুঠোয় পেয়ে যান, সে কারণটি মাথায় রেখেই বিমানবন্দরগুলিতেও স্থায়ী কিয়স্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নিয়েছে রাজ্য

এই সব কিয়স্কের মাধ্যমে সুন্দরবন, দার্জিলিং, ডুয়ার্স, শান্তিনিকেতন, দিঘা, মন্দারমণি, বকখালি সহ কলকাতা এবং লাগোয়া এখানকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন পর্যটকরা। থাকবে অনলাইন বুকিংয়ের ব্যবস্থাও। দফতর সূত্রের খবর, রাজ্যের প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সেখানকার আতিথেয়তাও যেন ৩-স্টার হোটেলের মতো হয়, সেজন্য কর্মীদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। দফতরের পদস্থ কর্তারাই জানিয়েছেন, পুরলিয়ার অযোধা পাহাড়, বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর, জলপাইগুড়ির গাজোলডোবা এবং দার্জিলিংয়ের মিরিক ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে 'রোপওয়ে' গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ডুয়ার্সে রোপওয়ে গড়া হলে পর্যটকরা এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যেতে পারবেন। নীচে থাকবে চা-বাগান, তার সঙ্গে উঁচু থেকে দেখা যাবে ছোট ছোট গ্রামের মনোরম দৃশ্য। একই সঙ্গে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ব্যবস্থা যে চালু করার প্রকল্প নিয়ে এগোনো হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদের ওয়াসিফ মঞ্জিল ও মোতিঝিল। এই দু'টি পর্যটন কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' ব্যবস্থা চালুও করা হয়েছে। এছাড়াও বারাকপুরের মালঞ্চ, হুগলির চন্দননগর, আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া এলাকারও বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে এই ব্যবস্থা চাল করা হচ্ছে। এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে পর্যটকদের দেখানো হবে ওই সব জায়গার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, শিল্পকলা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির বিষয়গুলি।

এ ব্যাপারে রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তাঁর ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম স্টে ট্যুরিজম পলিসি' চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২০৩৫টি হোম-স্টে পর্যটন বিভাগের নথিভুক্ত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ৭.১৪ কোটি টাকা উৎসাহ ভাতা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর কথায়, 'ই-বুকিং মেনুর অধীনে পর্যটন বিভাগের বুকিং ব্যবস্থা চালু করে দেওয়া হয়েছে। গঠন করা হয়েছে 'ট্যুরিজম প্রোমোশন টাস্ক ফোর্স'। পর্যটনের পরিকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন

## পঞ্চায়েত ভোটের আগেই পরিস্রুত পানীয় জল ও সৌর বিদ্যুৎ

# পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের লক্ষ্যে, রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়ে তার কাজ দ্রুত শুরু করে দিতে চাইছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ শুরুও করে। দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অনুন্নত সাতটি জেলাকে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এনে, ওই সব জেলাগুলির সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদ গঠন করা হয়েছে। এই সাতটি জেলা হলো—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম। এই সাতটি জেলার অধিকাংশই খরা প্রবণ হওয়ার কারণে জেলাগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েই গিয়েছে। এই সমস্ত জায়গায় গ্রীত্মকালে জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে পানীয় জলের সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেয়। প্রতিটি ভোটেই রাজনৈতিক দলগুলি এই জেলাগুলির পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কথা বললেও, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় না বলে অভিযোগও রয়েছে

ধারাবাহিক এই অভিযোগ খণ্ডন করতে এবার পশ্চিমাঞ্চ ল উন্নয়ন পর্যদের মাধ্যমে কর্মসচি গ্রহণ করে, এই সাতটি জেলার পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্প ছাড়াও বড় পুকুর সংস্কার, রাস্তা মেরামত এবং নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ বকেয়া রয়েছে, সেই সমস্ত কাজ যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রকল্পের কাজগুলি দ্রুত শুরু করা হবে। এজন্য ১৮৯ কোটি টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার শঙ্কর নস্করও বলেছেন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের অধীন সাতটি জেলার সার্বিক উন্নয়নে ৩১টি প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজ করা হবে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সাতটি জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৩০টি সৌর বিদ্যুৎ চালিত পরিস্রুত পানীয় জলের প্রকল্প বসানো হবে। এই কাজে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই এবং সরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানে যদি পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা থাকে তাহলে, সেগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য ইতিমধ্যেই পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে এমন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ চালিত প্রতিটি পরিস্কৃত জল প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হবে ৩০ লক্ষ টাকা করে। এরফলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর বিদ্যুৎ মাশুল গুনতে হবে না। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের অধীনে থাকা সাতটি জেলায় ২১টি নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পে পুরুলিয়ায় ২টি ও বাঁকুড়ায় ১টি বড় পুকুর সংস্কার করা হবে। পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের নিজস্ব কোনও অফিস ভবন না থাকার করনে, সেখানে ভাড়া বাড়িতে পর্যদের অফিস চালাতে গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা ভাড়া বাবদ গুনতে হচ্ছে। তাই ওই দুই জেলায় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদ আধুনিক মানের নিজস্ব অফিস বিল্ডিং তৈরী করবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া

epaper.thestatesman.com

থানার পুলিশ।



#### চিনকে হারাল ভারত

ব্রতই পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ। তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলছে তো চলছেই। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের এক তালিকা প্রকাশ করে বলেছে এখন ভারতের জনসংখা ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ। চিনের জনসংখ্যা থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ বেশি। ১০৫০ সাল থেকে রাষ্ট্রপঞ্জ জনসুমারি প্রকাশ করছে। এতদিন চিনই ছিল বিশ্বের সবচাইতে জনবহুল দেশ। ভারত এক্ষেত্রে এখন টেককা দিল চিনকে। চিনে জনসংখ্যা বিদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের সরকার চিন্তিত হয়ে পডে। কী করে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে লাগাম আনা যায়, তার উপায় খোঁজা হয়। কারণ চিনের প্রশাসন মনে করেছিল যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা থামাতে না পারলে, দেশে একটি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। পণ্য উৎপাদন, খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন সমভাবে বাডাতে হবে--- তা সম্ভব নাও হতে পারে।

তাই চিনের ক্রমহাসমান জনসংখ্যার প্রদান কারণ--- তাদের এক সন্তান নীতি। শুধু এই নীতি প্রণয়ন করেই চিন বসে থাকেনি। এই নীতি যাতে চিনের জনগণ কঠোরভাবে পালন করেন, তার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিল। অন্য সব জনহিতকর প্রকল্পের তলনায় এই এক সন্তান নীতি কার্যকর করার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। তার ফল পেল চিন। এখন চিন বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। আর সবচাইতে জনবহুল দেশ হুল ভারত। তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে তমন কোনও হুঁশ আছে বলে মনে হয় না বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকারের। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কী ভাবে ভারত সরকার ? মোদি সরকার অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে কোনও বিল সংসদে আনবে ? এই প্রশ্ন এখন উঠেছে অনেকের মনে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের এক মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভায় এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। তবে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে এসেছে। মন্ত্রিসভায় বিষয়টি উঠবে কিনা, তাও তিনি জানেন না। তবে যেভাবে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা উদ্বেগের বলে স্বীকার করে নেন এই মন্ত্রী মহোদয়। এ ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত, তা মন্ত্রিসভায় আলোচনা হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করেন ভারত ও চিনে। জনসংখ্যার মাপকাঠিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে আমেরিকা। সে দেশের জনসংখ্যা মাত্র ৩৪ কোটি অথচ আমেরিকা সবদিক থেকে বিশ্বের অন্যতম পরাক্রমশালী দেশ। গত কয়েক বছর চিনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে অস্বাভাবিক ভাবে। আর ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে লাগামহীন ভাবে। ভারত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণজনিত কোনও নীতি এখনও প্রণয়ন করেনি বলে ভারতের স্থান এ ব্যাপারে সবার ওপরে। জনসংখ্যা যে গতিতে বেড়ে চলেছে, তারওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ না চাপালে, ভারতের জনসংখ্যা অল্পদিনের মধ্যেই ১৪৫ কোটি ছাডিয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

চিনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন কঠোরভবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। চিনে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৯০ কোটিরও বেশি। চিন জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করে তার ফল পেল। কিন্তু ভারত এ ব্যাপারে তেমন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ভারতে শুধু জনসংখ্যাই বাড়ছে না, তার সাথে সাথে অনেক সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা যেমন বাড়ছে, অভাবী, দারিদ্র-পীড়িত লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। বাড়ছে বেকারত্ব। এখন ঘরে ঘরে বেকার। তাছাড়া এই বিপুল জনসংখ্যার সবচাইতে বড় অংশ অভাবগ্রস্ত। তাদের কর্মসংস্থান সীমিত। সুতরাং জনসংখার নিরিখে একটি কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে ভারত। এরই মধ্যে এক শ্রেণির মানুষ, তাদের বিত্ত, তাদের সম্পত্তি, বিষয়আশয় বাড়িয়ে নিচ্ছে। গরিব আরও গরিব হচ্ছে--- অভাব জাঁকিয়ে বসেছে সমাজের অবহেলিত নীচুতলার মানুষের ঘরে ঘরে।

এই বিশাল ভারত সমস্যায় জরাজীর্ণ। মানুষের মৌলিক সমস্যার এখনও সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের সুযোগ যা মিলেছে, তা সামান্য। এখনও গ্রীম্মের প্রবল দাবদাহের ফলে তীব্র পানীয় জলের অভাব। অথচ ভারত স্বাধীন হয়েছে সাত দশকের ওপর। এখনও শিক্ষিত বেকাররা উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর মুখে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার স্লোগান। মানুষের ক্ষুধার নিবারণ না করে কী করে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে, সেটাই প্রশ্ন। জনসংখ্যা বাড়লে সমস্যাও বাড়বে। কিন্তু তা সমাধানের রাস্তা আছে কি?



#### পুলিশের হুমকিতে ফল

দিন কয়েক আগে একটি সংস্থার কর্ণধার মি. এ ডি গর্ডনের নিরেট সোনার সিগারেট কেসটি চুরি হয়েছিল। সিগারেট কেসটির দাম ৩০০ টাকা। ওয়াটার্লু থানার ইন্সপেক্টর হুয়ে মামলাটি হাতে নিয়েছিলেন। তিনি গর্ডনের বাড়ির পরিচারকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিগারেট কেসটি পাওয়া না গেলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থান্ধরে। পুলিশের সতর্কতায় কাজ হয়েছে, কারণ পরের দিন সকালে একটি সাজ আয়নার ড্রয়ারে সিগারেট কেসটি পাওয়া গিয়েছে। আগে গোটা বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এই ডুয়ারটিও খোঁজ হয়েছিল কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি।

#### নোয়াখালিতে বিষ

প্রয়োগে মৃত্যু নোয়াখালি জেলার একটি গ্রামে পুরো একটি পরিবারকে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। বনবাসী দে নামে এক ব্যক্তি, তার স্ত্রী ও মেয়ে ভাত ও তরকারি খেয়ে অসুস্থ বোধ করে। অনতিবিলম্বে বনবাসী ও তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ওই দম্পতির মেয়ে অবশ্য আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে গ্রামের চৌকিদারের সন্দেহ হয়। সে পুলিশকে খবর দেওয়ার জন্য রওনা দিয়ে গ্রামবাসীদের বলে যায় পুলিশ আসার আগে যেন দেহদুটিকে দাহ করা না হয়। গ্রামবাসীরা অবশ্য পুলিশ আসার আগেই দেহদুটির অন্ত্যেষ্টি সেরে ফেলে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

#### বিহারে সমবায় আন্দোলন

পাটনা মহকুমার সারনে সমবায় আন্দোলন সফল হয়ে উঠেছে। সেওয়ান কেন্দ্রীয় সমবায় লিমিটেডের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট স্টেটসম্যান পত্রিকার কাছে পৌঁছেছে। শুরুটা খুব সাধারণ হলেও মনে হচ্ছে এই ব্যাঙ্ক সর্বসাধারণের জন্য খুবই জরুরি ভূমিকা নিতে পারবে। শহর থেকে সমবায় আন্দোলন সারনে ছডিয়ে পডায় মনে হচ্ছে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে। সমবায় সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই এগুলি সম্পর্কে

জনগণ নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। তাই মনে হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে তা সফল হবে।

দেশলাই মামলা এক বাক্স জাপানি দেশলাই কাঠি থেকে যে এতবড় বিপত্তি ঘটতে পারে কে জানত। মি. এডওয়ার্ড লকের ওয়েস্ট কোটের পকেটে এক বাক্স জাপানি দেশলাই ছিল। হঠাৎ সেগুলি ফেটে গিয়ে তাঁর ওয়েস্ট কোট এবং ভেস্ট বেশ খানিকটা জ্বলে যায়। লক নিজেও এতে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছেন। জাপানের কনসাল জেনারেল এইচ এম মিকাডোর বিরুদ্ধে মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি একটি আবেদন জমা দিয়েছেন। আবেদনে দেশলাই কাণ্ডের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে লক জানিয়েছেন, এর ফলে তাঁর ৭০ টাকা দামের নতুন পোশাক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন তাঁর কী কর্তব্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা জানতে চেয়েছেন তিনি। ম্যাজিস্ট্রেট লককে জানিয়েছেন পরামর্শ দেওয়া তাঁর কাজ নয়। লকের উচিত কোনও

দিয়েছেন। কলকাতায় আরেক জন ছাত্র

আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া।

ক্ষতিপুরণ চাইলে লক কোনও

পারেন বলে ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়ে

দেওয়ানি আদালতে যেতে

রাজনৈতিক অপরাধে জড়িত থাকার দায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এক ছাত্রকে বেনারস থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজয়কান্ত রায়চৌধুরী নামে ওই ছাত্রকে বেনারস থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আদালতের অন্তৰ্বতী আদেশ অনুযায়ী তাকে কলকাতায় এনেছে পুলিশ।

#### গুলি নিয়ে তদন্ত

বর্ধমান জেলার অভালের একটি পুকুর থেকে ১৫০০-এরও বেশি বন্দুকের গুলি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। পুকুর থেকে বাক্স ভরতি গুলির আবিষ্কার নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। পুলিশের অপরাধ দমন বিভাগ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

# দেশ ভারত: সমস্যা এবং সুযোগ

নকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হল ভারত। বুধবার প্রকাশিত 'দ্য স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্ট, ২০২৩'-এ দাবি করা হয়েছে, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লাখ। আর চিনের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৫৭ লাখ। অর্থাৎ চিনের চেয়ে ভারতের জনসংখ্যা এখন ২৯

২০২১ সালে চিনে তুলনামূলক বেশ কম মানুষের জন্ম হয়েছিল— মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ। সে বছর দেশটিতে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সংখ্যাটা তার চেয়ে সামান্য বেশি! গত বছর জনসংখ্যার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল চিন। এরপর থেকে দেশটির জনসংখ্যা কমতে শুরু করে। অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের জনসংখ্যা উধর্বমুখী। তবে ১৯৮০ সাল থেকে

দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী। ভারতেও বিগত কয়েক দশকে জন্মহার কমেছে। দেখা গেছে, ১৯৫০ সালে যেখানে একজন ভারতীয় নারী গড়ে ৫.৭টি সন্তান জন্ম দিতেন, বর্তমানে তাঁরা জন্ম দিচ্ছেন গড়ে দুটি সন্তান। তবে এই হার কমার গতি একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, এ অবস্থায় ভারতে এর প্রভাব কী হতে পারে?শুধু চিনই নয়, এশিয়ার অনেক দেশই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারতের চেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে। বলা যায় কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ডের কথা। দেশগুলো ভারতের অনেক পরে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। তবে ভারতের আগে তারা নিজেদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে।ভারতের চেয়ে দেশগুলোর মানষের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

১৯৮৩ সালে চিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.১ শতাংশ।এর আগে ১৯৭৩ সালে এই হার ছিল ২ শতাংশ। অর্থাৎ মাত্র ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানবাধিকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এই লক্ষ্য অর্জন করেছে চিন সরকার। দেরিতে বিয়ে এবং এক সন্তান

নিতে নাগরিকদের ওপর একপ্রকার জোরজবরদস্তি চালিয়েছে দেশটি।

অন্যদিকে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বেশিরভাগ সময় ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলক অনেক বেশি ছিল— প্রায় ২ শতাংশ।এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও বেশি। কারণ, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মৃত্যুহার কমেছে, বেড়েছে গড় বয়স ও আয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সামাল দিতে ১৯৫২ সালে একটি পরিবার পরিকল্পনা

প্রকল্প চালু করেছিল ভারত সরকার।

এরপর ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা

নীতি কার্যকর করে সরকার। সেই সময়

ভারত যখন সবে জনসংখ্যা নিয়ে

চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, চিন তখন

১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা

জারি করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধি। সে সময় ভারতে

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড় অভিযোগ

উঠেছিল। পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের

জোরজবরদস্তি চালিয়ে তাদের সন্তান জন্-

সে সময় ভারতবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ

দেখা দিয়েছিল। জরুরি অবস্থা জারি না করা

হলে এবং রাজনীতিকরা আরও ভেবেচিন্তে

সিদ্ধান্ত নিলে ভারতে জন্মদানের হার আরও

মাদানের ক্ষমতা নম্ভ করা হয়েছিল। এ নিয়ে

আওতায় দরিদ্র মানুষের

পরোদমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল।

#### প্রবীর মজুমদার

আরেকটি ভালো খবর হল, বিশ্বে ২৫ বছরের কম বয়সী প্রতি পাঁচজনের একজন বাস করেন ভারতে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশের বয়সই ২৫ বছরের কম। আর তিনভাগের দুই ভাগ ভারতীয়র জন্ম গত শতকের নবুইয়ের দশকের শুরুর দিকে। ওই সময় অর্থনীতির

হবেন। তাই সরকারের পরিবার কাঠামোর বিষয়ে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

দিক দিয়ে ভারতের বেশ অগ্রগতি

হয়েছিল। এই তরুণ প্রজন্ম ভারতে

সবচেয়ে বড় ভোক্তা শ্রেণি তৈরি করবে।

এছাড়া তারা দেশটিতে সবচেয়ে বড়

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দেশটির

জন্য বড় এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া

নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে হবে।

কারণ, বর্তমানে জন্মহার তুলনামূলক কমে

যাওয়ায় তাঁদের সন্তান জন্মদান ও

লালনপালনে কম সময় দিতে হচ্ছে। ফলে

তাঁদের অন্যান্য কাজ করার সুযোগ বাড়ছে।

ইকোনমির (সিএমআইই) দেওয়া তথ্য

বলছে, গত অক্টোবরে ভারতে মাত্র ১০

শতাংশ কর্মক্ষম নারী বিভিন্ন কাজে ছিলেন।

একই সময়ে চিনে বিভিন্ন ধরনের পেশায়

তবে সেন্টার ফর মনিটরিং ইভিয়ান

ভারতের এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীর

কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতেও পরিণত করবে।

কর্মক্ষম নারী।

আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাডি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে

কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন ভারতের জনসংখ্যার সিংহভাগ যুব সম্প্রদায়ের হওয়ায় তা ভারতীয় অর্থনীতিকে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে চিনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বৃদ্ধ হওয়ায় তা দেশের অর্থনীতির ওপর বড় বোঝা বলে মনে করা হচ্ছে। 'হোল নাম্বারস অ্যান্ড হাফ ট্রুথস : হোয়াট ডেটা ক্যান অ্যান্ড ক্যান নট টেল আস অ্যাবাউট মডার্ন ইন্ডিয়া' বইয়ের লেখক রুক্মিনী এস বলেন, কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা যত কমবে, ততই বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী বাড়বে। ফলে তাঁরা সরকারের বোঝায় পরিণত

> অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের বিশেষজ্ঞ এস ইরুদায়া রাজনের ভাষ্যমতে, জনসংখ্যার স্থানান্তরের ফলে শহরে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।এখন শহরে এই মানুষগুলো মানসম্মত জীবনযাপন করতে পারবে কিনা, সেটা বড় একটি প্রশ্ন। সেটা না হলে শহরাঞ্চলে বস্তির সংখ্যা বাড়বে, দেখা দেবে রোগের প্রাদর্ভাব। ভারতের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ ০ থেকে

১৪ বছর বয়সের মধ্যে, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের নাগরিক জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ, ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সের মানুষের সংখ্যা ২৬ শতাংশ, ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা ৬৮ শতাংশ এবং দেশের জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশ ৬৫ বছরের ওপরে। আর চিনে শূন্য থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে নাগরিকদের সংখ্যা ১৭ শতাংশ, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের নাগরিক জনসংখ্যার ১২ হবে।

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ শতাংশ, ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সের মানুষের সংখ্যা ১৮ শতাংশ, ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা ৬৯ শতাংশ এবং দেশের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ ৬৫ বছরের ওপরে। অর্থাৎ দেশের ২০ কোটি মানুষ ৬৫ বছর বয়সের ওপর।

> এদিকে ভারতের তুলনায় চিনা নাগরিকদের গড় বয়স অনেকটা বেশি। চিনে নারীদের গড় বয়স ৮২ বছর, পুরুষরা বাঁচেন ৭৬ বছর। আর ভারতে নারীদের গড় বয়স ৭৪ বছর এবং পুরুষরা বাঁচেন ৭১ বছর। ১৯৪৭ সালে ভারতে গড় বয়স ছিল ২১ বছর। সে সময় প্রায় ৫ শতাংশ মানুষের বয়স ছিল ৬০ বছরের বেশি।বর্তমানে ভারতের তুলনায় চিনা নাগরিকদের গড় বয়স অনেকটা বেশি। চিনে নারীদের গড় বয়স ৮২ বছর, আর পুরুষরা বাঁচেন ৭৬ বছর। অন্যদিকে ভারতে নারীদের গড় বয়স ৭৪ বছর এবং পুরুষরা বাঁচেন ৭১ বছর। আর ৬০ বছরের বেশি মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশের বেশি।

> ভারতের জনসংখ্যার সিংহভাগ যুব সম্প্রদায়ের হওয়ায় তা ভারতীয় অর্থনীতিকে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে চিনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বৃদ্ধ হওয়ায় তা দেশের অর্থনীতির ওপর বড় বোঝা বলে মনে করা হচ্ছে। 'হোল নাম্বারস অ্যান্ড হাফ ট্রথস : হোয়াট ডেটা ক্যান অ্যান্ড ক্যান নট টেল আস অ্যাবাউট মডার্ন ইন্ডিয়া' বইয়ের লেখক ক়ক্মিনী এস বলেন, কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা যত কমবে, ততই বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী বাড়বে। ফলে তাঁরা সরকারের বোঝায় পরিণত হবেন। তাই সরকারের পরিবার কাঠামোর বিষয়ে আরও রেশি নজর দিতে হবে।

> এর পরে একটি ভাল সম্ভাবনাও রয়েছে। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদেশ চীনসহ পাঁচটি। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই রাষ্ট্রসংঘের সদস্য ভারত। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হতে শুরু থেকে জোর দাবি জানিয়ে আসছে ভারত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ ভারতের ওই দাবি আরও পোক্ত

# চিনের হঠাৎ তৎপরতা

►কস্মিকভাবে চীনের মধ্যস্থতায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে দৃশ্যত 🛮 তৃতীয় দফার একটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এ উদ্যোগ নিয়ে কোন হাকডাক নেই। আলোচনা চলছে অনেকটা নীরবে এবং সংবাদমাধ্যমের আডালে।

পাঁচ বছর আগে চীনের সর্বশেষ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুটি অনেকটা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন যে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে অগ্রগতি হবে না। বিবিসির খবর, সাম্প্রতিক সময়ে হঠাৎ করেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি আবারো আলোচনায় এসেছে। বিষয়টি নিয়ে মিয়ানমার খানিকটা নড়াচড়া করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, চীনের এই ভূমিকার পেছনে একটাই কারণ, জিও-পলিটিক্স বা ভূ-রাজনৈতিক।

খবরে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার চীনের মধ্যস্থতায় সেদেশের কুনমিংয়ে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনের ত্রিপাক্ষিক একটি বৈঠক শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সেখানে অংশ নিয়েছেন।

এটা বেশ পরিষ্কার যে চীনের কারণেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পালে হাওয়া লেগেছে। প্রশ্ন উঠছে, বেশ কয়েক বছর নীরবতার পর চীন কেন এখন আবার সক্রিয় হয়েছে? এর আগেও যে দুই-দফা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, সেখানেও ভূমিকা রেখেছিল চীন।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে অনেকটা নীরবে ঢাকা সফর করে যান চীনের বিশেষ দৃত দেং সি জুন। সেই সময় তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। তবে চীনের বিশেষ দৃত কেন ঢাকা এসেছিলেন সে বিষয়টি নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দিক থেকে আনুষ্ঠানিক কোন ব্রিফিং হয়নি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, তার সফরের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল

ধারণা করা হচেছ, সে ধারাবাহিকতায় কুনমিংয়ে এই ত্রিপক্ষীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বলেছেন, এটা যে একেবারে र्या करत छक रसिए, स्मिण वला यात ना। চীন যে একেবারে সব চেষ্টা বন্ধ করে বসেছিল, তা নয়। মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ, করোনা ইত্যাদি কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল।

মিয়ানমারের সঙ্গে বরাবরই চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অতীতে জাতিসংঘে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যেসব প্রস্তাব আনা হয়েছিল, তাতে বরাবর ভেটো দিয়েছে চীন। কারণ চীন সবসময় চেয়েছে. মিয়ানমারে যেন চীনের বন্ধু ভাবাপন্ন একটি সরকার ক্ষমতায় থাকে।

সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট অফ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ব্রিগেডিয়ার (অব) এম সাখাওয়াত হোসেন বলছেন, মিয়ানমারের চীনের একটা ভূমিকা আছে, জাতিসংঘে সবসময় তারা মিয়ানমারের পাশে থেকেছে। তার ফলে চীনও বৈশ্বিকভাবে একটা প্রশ্নের মধ্যে পড়েছে। চীন এভাবে এগিয়ে আসার এটাই প্রধান কারণ। তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মিয়ানমারে চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থও রয়েছে। মিয়ানমারের আরাকান এলাকায়ও চীনের স্বার্থ রয়েছে। আরাকান অঞ্চলে দীর্ঘদিন

যাবত অস্থিতিশীলতা চলছে। সেখানে যেভাবে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, চীন চায় সেখানে যেন একটা স্থিতিশীল পরিবেশ থাকে। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মিয়ানমারে সামরিক জান্তা ক্ষমতা নেবার পরবর্তী এক বছরে দেশটি ৩৮০ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ২৫০ কোটি ডলার ব্যয় করে একটি তরলীকৃত প্রকৃতিক গ্যাস প্ল্যান্ট করবে চীন। চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় রাখাইন

রাজ্যের তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র থেকে চীনের

বাসুদেব ধর কৌশলও হতে পারে। এখানে মনে হয় যে, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচেছ, পশ্চিমা বিশ্ব যাতে এই বিষয়টি নিয়ে মিয়ানমারের ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে না পারে। গত পাঁচ বছরে অগ্রগতি হয়নি, কিন্তু এখন হয়তো হবে। শুরু হওয়াটাই জরুরি, সেটা এক হাজার হোক আর দেড় হাজার দিয়ে হোক। এতদিন ইউনান প্রদেশে একটি জ্বালানি করিডোর মিয়ানমার নানাভাবে রোহিঙ্গাদের নিতে

অস্বীকার করছিল, সেই অস্বীকৃতি আর থাকবে না। এ সঙ্গে রোহিঙ্গারা যে তাদের দায়, এটা তখন স্বীকৃত হয়ে যাবে।

মিয়ানমার এমন একটা সময়ে প্রত্যাবাসনের এই প্রচেষ্টা শুরু করেছে, যার কিছুদিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে তাদের জবাব দিতে হবে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মিয়ানমার চাইছে, একটা ছোটখাটো প্রক্রিয়া দিয়ে বিশ্বকে দেখানো যে, তারা রোহিঙ্গাদের নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আইসিজে (আন্তর্জাতিক বিচার আদালত) যে অভিযোগ আছে, সেটা যাতে শিথিল হয়।

কিছুই আঁচ করা যায়নি। এ বিষয়টি অনেককে চমকে দিয়েছে।

সাবেক রাষ্ট্রদৃত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বলেছেন, রোহিঙ্গাদের বিষয়ে এই উদ্যোগটা সিরিয়াস হবে এই কারণে যে, এখানে চীনের একটা ভাবমূর্তির বিষয়ও জড়িত রয়েছে। তারা কোন কোন জায়গায় সফল হচ্ছে। এখানে যদি তারা ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের ভাবমূর্তিতে একটা বড় রকমের ব্যর্থতা হিসাবে দেখা হবে।

এবারের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে মার্চ মাসের শুরুর দিকে ইয়াঙ্গুনের আট দেশের কুটনীতিকদের রাখাইনে নিয়ে যাওয়ার পর। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও চীনও রয়েছে। সেখানে অভ্যন্তরীণ বাস্ত্রচ্যুত রোহিঙ্গা শিবিরগুলোসহ আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখানো হয়েছে কূটনীতিকদের। এরপর মাসের মাঝামাঝিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের তালিকা যাচাই-বাছাই করতে মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের কক্সবাজারে আসে। যদিও পরবর্তীতে আর কোন অগ্রগতি হয়নি। বাংলাদেশের শিবিরগুলোতে সব মিলিয়ে এখন

১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা রয়েছে। মিয়ানমারের সাম্প্রতিক তৎপরতা এমন সময় শুরু হয়েছে যখন আন্তর্জাতিকভাবে চাপের মধ্যে পড়েছে মিয়ানমার।

মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতাচ্যুত ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির সদস্যরা ন্যাশনাল ইউনাইটেড গভর্মেন্ট (এনইউজি) নামের একটি প্রবাসী সরকার গঠন করেছে, যা অনেকগুলো দেশের স্বীকৃতিও পেয়েছে। রোহিঙ্গা নিপীড়নের ব্যাপারে তারা দায়িত্ব ও ভুল স্বীকার করে ক্ষমতায় গেলে তাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতিও

মিয়ানমারের ভেতরে অনেকগুলো রাজ্যেই বিদ্রোহী নানা গোষ্ঠীর মুখোমুখি হতে হচ্ছে জান্তা সরকারকে। অন্যদিকে মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞার মাত্রা আরও বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের

গত বছরের ২২ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে। সেই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভেটো দেয়নি চীন বা রাশিয়া। এর পরের দিন বার্মা অ্যাক্ট নামের একটি আইনে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যে আইনের মাধ্যমে সামরিক জান্তা সরকার, তাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা এবং সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে লডাইরত গোষ্ঠীগুলোকে মারণাস্ত্র নয়, এমন সহায়তা দিতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে 'রোহিঙ্গা' শব্দ ব্যবহার করে অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাও বলা

নিরাপত্তা ব্রিগেডিয়ার বিশ্লেষক (অবসরপ্রাপ্ত) এম সাখাওয়াত হোসেন মনে করছেন, বার্মা অ্যাক্টের পরে আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে মিয়ানমারের এনইউজি প্রবাসী সরকারকে সহায়তা দিচ্ছে, তাদের রেজিট্যান্স গ্রুপ মিয়ানমারের ভেতরে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে- ফলে দেশের ভেতরে মিয়ানমারের সরকার বেশ চাপে পড়েছে। এমনকি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে বিমান বাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করতে হচ্ছে। এছাড়া মিয়ানমারের সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ অনেক রকমে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। সেদেশের ভেতর অনেকগুলো যুদ্ধরত গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে।



স্থাপনের পরিকল্পনা আছে

মিয়ানমারের পক্ষে সবসময় চীনের অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর আগে বিবিসি বাংলাকে একটি সাক্ষাৎকারে মালয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চায়না স্টাডিজ ইন্সটিটিউটের গবেষক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী বলেছিলেন, চীনের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ বাণিজ্য মালাক্সা প্রণালী দিয়ে হয়। কোন যুদ্ধাবস্থা তৈরি হলে যুক্তরাষ্ট্র বা তার আঞ্চলিক মিত্ররা ওই প্রণালী বন্ধ করে দিলে চীনের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে।

এজন্য চীন মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে স্থলপথে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল এবং গ্যাস সরবরাহের যে দুটি পাইপলাইন তৈরি করেছে, তা আরাকান হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই জন্য চীন কখনো চাইছে না যাতে, আরাকানের ওপর মিয়ানমার নিয়ন্ত্রণ হারায় বা সেখানে অস্থিরতা অব্যাহত থাকে। ফলে রোহিঙ্গা সংকট জোরালো হওয়ার পর থেকেই ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে চীন।

কিছুদিন আগে চীনের একজন দৃত কয়েকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধরত গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনাও করেছেন, যাতে তারা মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে একটি যুদ্ধ বিরতি করে।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সাম্প্রতিক সময়ে কিছ্টা চাপের মধ্যে পডেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট আসিয়ানের পাশাপাশি ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে মিয়ানমারের উপর চাপ বেড়েছে।

সেই চাপ সামলাতে ছোট আকারে হলেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন করে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে মিয়ানমার বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিষয়টি একটি

মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতাচ্যুত ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির সদস্যরা ন্যাশনাল ইউনাইটেড গভর্মেন্ট (এনইউজি) নামের একটি প্রবাসী সরকার গঠন করেছে, যা অনেকগুলো দেশের স্বীকৃতিও পেয়েছে। রোহিঙ্গা নিপীড়নের ব্যাপারে তারা দায়িত্ব ও ভুল স্বীকার করে ক্ষমতায় গেলে তাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব দেয়ার

সেজন্যই চীনের সহায়তায় মিয়ানমার একটা কৌশল বা ফাঁদ তৈরির চেষ্টা করছে। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে মিয়ানমারে ক্ষমতাসীন অং সান

সু চির নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকার বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল। সেই সময় অবশ্য তারা রোহিঙ্গাদের 'জোরপুর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক' বলে বর্ণনা করেছিল। মিয়ানমারের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীনের মধ্যস্থতাতেই

সেই চুক্তি হয়েছিল। তখন চীনের তরফ থেকে। বারবার বলা হয়েছে, মিয়ানমারের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিবর্তে দুই দেশের আলোচনার ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা উচিত। ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে

রোহিঙ্গাদের প্রথম দলটিকে মিয়ানমারে নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি আর বাস্তরে আলোর মুখ দেখেনি। এরপর ২০১৯ সালের আগস্টে চীনের তরফ থেকে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর আরেকটি উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু নাগরিকত্বের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় যেতে চায়নি। এখন আবার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে চীনের তরফ থেকে এই তৃতীয় দফার উদ্যোগ নেয়া হলো।

তবে শুধু রোহিঙ্গা ইস্যুতেই নয়, বিশ্ব রাজনীতিকেও সম্প্রতি চীন মধ্যস্থতাকারীর একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সম্প্রতি চীনের মধ্যস্থতায় ইরানের সঙ্গে আবার কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশ সৌদি আরব। এই সমঝোতার বিষয়ে আগেভাগে

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

# খবরের সাত সতেরো

# ইদে রিজওয়ানুরের বাড়িতে মমতা পরিবারকে জানালেন শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি– ২০০৭ সালে রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল রাজ্যে। উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে চলা সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক বছর ধরে সেই ঝড় চলার পর, অবশ্য এখন সেটা থিতিয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিবছর ইদের দিন পার্ক সার্কাসে প্রয়াত রিজওয়ানুরের বাড়ি যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বছরও তার অন্যথা হল না। ইদে রিজওয়ানুরের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মা কিশওয়ার জাহান-সহ পরিবারের সকলকে জানালেন

শনিবার রেড রোডের কর্মসূচি সেরে মুখ্যমন্ত্রী সটানে হাজির হন রিজওয়ানুরের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। রিজওয়ানুরের মা কিশওয়ার জাহান, দাদা রুকবানুর রহমান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয়

সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রী সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। বাবুল সুপ্রিয়।

এদিন সকালে প্রথমে রেড রোডে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেখানে নামাজ পাঠে উপস্থিত নামাজিদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। তারপর সেখানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন রেড রোড থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সকলে শান্তিতে থাকুন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। বাংলায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।' মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি, কোনও ভাবেই বাংলায় অশান্তি বরদাস্ত করবে না-তাঁর সরকার।'

সেই অনুষ্ঠানের পরেই মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় সোজা চলে আসে পার্ক সার্কাসে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী পার্ক সর্কাসের লাল মসজিদে যান। সেখানে ঘুরে তিনি রিজওয়ানুরের বাড়িতে পৌঁছন। সেখানে পৌঁছে প্রথমে তিনি রিজওয়ানুরের স্মৃতিতে তৈরি বেদিতে মাল্যদান করেন। এর পর তাঁর বাড়িতে ঢোকেন। বেশ খানিকক্ষণ তাঁর মা, কিশওয়ার জাহান, দাদা রুকবানুর রহমান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যেদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের

রিজওয়ানুরের দাদা রুকবানুর এখন চাপডার বিধায়ক। যদিও রিজুওয়ানুরের পরিবাররের নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন মমতা। প্রতি বারই ইদের দিনে তিনি রিজওয়ানুর বাড়িতে যেতে চেষ্টা করেন। এবারও সেই সূচিতে কোনও বদল হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে সেই দিনটার কথা আজও ভোলেননি ৭৬ বছরের কিশওয়ার জাহান ঘটনার দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর আগে রিজওয়ানু মাকে বলে বেরিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরবেন। কিন্তু বাড়ি ফেরা হয়নি তাঁর। পাতিপুকুরের রেললাইনের ধারে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত দেহ। ছেলে হারানো কিশওয়ার জাহানের হাহাকারের ছবি দেখেছিল গোটা বাংলার মানুষ। শুধু তাই নয়, ছেলের মৃত্যুর ইনসাফ চেয়ে তাঁর লড়াইও দেখেছে এ রাজ্য। সেই লড়াইয়ে প্রথম থেকেই তাঁর পাশে ছিলেন মমতা। এই ইস্যু নিয়ে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতাকে বাম সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে দেখা গিয়েছিল। ২০১১ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা। কিন্তু এত বছর পর আজও রিজওয়ানুকে ভোলেননি মুখ্যমন্ত্রী।



খড়দহ বিধান সভার বন্দীপুর নবীন সংঘের উদ্যোগে জলাশয়ের উপর নির্মিত সুসজ্জিত ইদ মঞ্চে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় য

#### ইদের দিন শহরের দুটি জায়গায় পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত

হয়েছে দু'জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ এপ্রিল-

একটি ঘটনা ঘটেছে হাওড়ায় অপরটি সল্টলেকে। জানা গিয়েছে শনিবার সকালে নিবেদিতা সেতুতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রের খবর, নিবেদিতা সেতু থেকে নামার রাস্তা দিয়ে একটি বাইক দুরন্ত গতিতে ব্রিজে উঠছিল। সেই বাইকের দুজন আরোহীরই মাথায় হেলমেট ছিলনা ওই একই সময়ে ব্রিজ থেকে মাঝারি গতিতে একটি চার চাকার গাড়ি নামছিল। বাইক এবং গাডির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পরেই দুজন বাইক আরোহী ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। কিন্তু চারচাকা গাড়ির এয়ার ব্যাগ খুলে যাওয়ার কারণে চালক জখম হননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বালি থানার পুলিশ ও বালি ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা। তারা দুজন বাইক আরোহীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। জানা গিয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি দুমড়ে মুছড়ে গিয়েছে। প্রত্যক্ষদশীরা জানিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে বাইকটি এই রাস্তায় উঠেছিল। বালিতে টোল প্লাজার কাছে এসে পেরোতে না পারায় ফের উল্টো লেন ধরে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল দুরন্ত গতিতে। সেই সময় সংঘর্ষটি হয়। অন্যদিকে শনিবার সকালে সল্টলেকের জিসি আইল্যান্ড এর কাছে একটি বাস দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন ই-রিক্সা চালকের। মৃত ব্যক্তির নাম বৃন্দাবন প্রধান (৬৫)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদে। যদিও তিনি কেষ্টপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর থেকে গাড়ি চালক পলাতক। ঘটনাস তলে যায় বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, বাসটি বেলেঘাটা কানেক্টরের দিক থেকে নেতাজি মর্তির দিকে যাবার সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে জিসি আইল্যান্ডের রিকশা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা প্রথম ই-রিকশাটিকে ধাক্বা মারে ৷ তারপরেই সোজা পার্কের দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বাসের গতিবেগ অত্যন্ত বেশি ছিল। তাই নিয়ন্ত্ৰণ

#### হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গোয়ালতোড়ে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ এপ্রিল– জেলার গোয়ালতোড থানার মানিকদীপা গ্রামে একটি আম গাছ থেকে ঝলন্ত অবস্থায় রিমঝিম পাল (১৬) নামে এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। যার ফলে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছডিয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় গোয়ালতোড় থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গোয়ালতোড থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ওই কিশোরী কি কারণে আত্মঘাতী হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার পরিবারের সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। তবে কি কারণে ওই কিশোরী আত্মঘাতী হয়েছে তা নিয়ে তার পরিবারের কেউ কিছুই বলতে পারছে না। শনিবার মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর পুলিশের পক্ষ থেকে দেহটি তার পরিবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

### পঞ্চাশতম জন্মদিনের আগে কুড়ি বছরে পুরনো শচীনের রহস্য ফাঁস

আরও খেলার খবর



**নিজস্ব প্রতিনিধি— শ**চীনের রহস্য ফাঁস… তবে কি সেই রহস্য ? কুড়ি বছর আগের কথা। সেই কথা এবার ফাঁস করলেন তার দলের সতীর্থ হরভজন সিং। ঘটনাটা হলো ২০০৩ সালের। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০০৩-এর বিশ্বকাপের আসরে সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ভারত ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল। সেবার গোটা বিশ্বকাপে এক বারের জন্যেও নেটে ব্যাট করেনি শচীন। কিন্তু গোটা প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক রান তিনিই করেছিলেন। কিন্তু ফাইনালে শচীনের ব্যাট চলে নি। শচীনের ৫০তম জন্মদিনের আগে এমনই অবাক করা তথ্য প্রকাশ্যে এনে সকলকে চমকে দিলেন তারই দলের সতীর্থ হরভজন সিং। একট সাক্ষাৎকারে ভাজ্জি বলেন, শচীন কত বড় প্রতিভা সেটা বোঝাতে একটা ছোট গল্পই বলতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০০৩-এর গোটা বিশ্বকাপে এক বারের জন্যেও নেটে ব্যাট করেনি। সেই বিশ্বকাপে ভারতের বোলিং বিভাগ দারুণ খেলেছিল। কিন্তু জাভাগল শ্রীনাথ, আশিস নেহরা, জাহির খান, অনিল কুম্বলে বা আমি, কেউ এক বারও ওকে নেটে বোলিং করিনি। তাহলে শচীন কিভাবে নিজের প্রস্তুতি সেরেছিলেন। এই ব্যাপারে ভাজ্জি বলেন, তখনকার দিনে আমাদের থ্রোডাউনের ব্যাপার ছিল না। শ্যামল নামে একজন ১৮ গজ দূর থেকে সচিনের দিকে বল ছুড়ে দিত। মাঝে মাঝে দূরত্ব কমে ১৬ গজ হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শচীন থ্রোডাউন নিত। মনে মনে কল্পনা করে নিতে কোন বোলারের বিরুদ্ধে খেলছে। তখন এত কম্পিউটারে বিশ্লেষণও হত না। তা সত্ত্বেও শচীন জানত কী ভাবে বোলারদের সামলাতে হয়। তাই তো শচীনপাজির সঙ্গে কারোর কখনো তুলনা করা যায় না আর যাবে না কখনো। শচীন আমাদের সকলের কাছে আদর্শ ব্যাক্তি। এটা আমি বলতে পারি। উনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের সমান। সারাজীবন সম্মানের সঙ্গে কি করে বেচে থাকা যায় তার নিশ্চিত উদাহরন শচীন নিজেই।

#### শচীন শুধু আমার কাছে ক্রিকেটে আইডল নন, সারাজীবনের অভিভাবক ও কোচ, মন্তব্য যুবির

নিজস্ব প্রতিনিধি— মাঠে নেমে বিশ্বের সেরা বোলারদের নাকানি চোপানি খাইয়ে দিয়ে একের পর এক সেঞ্চ রি ও হাফ সেঞ্চরি করেছেন। তবে নিজের ব্যাট তুলে রেখেছেন দীর্ঘ দিন হলো। স্বপ্ন ছিল দেশের জার্সি গায়ে বিশ্বকাপ জয়। সেই স্বপ্নও পুরণ হয়েছে ২০১১ সালে ধোনির নেতৃত্বে। সোমবার এপ্রিল, এবার জীবনের খেলায় হাফ সেঞ্চ রি পূর্ণ করলেন। ক্রিকেটার ভগবান ৫০-এ পা দিলেন। তার জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা। তার বাকি জীবন আরো সুন্দর করে কাটুক এটাই প্রার্থনা ভগবানের কাছে।

শচীন শুধুমাত্র আমার কাছে ক্রিকেটের আইডল নন, তিনি আমার জীবনের সর্ব সময়ের কোচ। তিনি সবসময় আমাকে গাইড করে যেতেন। তিনি আমার কাছে পথপ্রদর্শক ছিলেন। এটা বলতে আমি কখনো দ্বিধাবোধ করব না। যখন আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে এলাম, তখন সেই সময় অনেক কোচ ছিল। কিন্তু আমার ব্যাটিং টেকনিকে অনেক ভল ছিল। সেটাকে পুরোপুরি ঠিক করে দেওয়ার মতন কাউকে আমি সেই সময় খুঁজে পাইনি। তখন সেই সময় আমার দিকে শচীন এগিয়ে এলেন এবং আমার ব্যাটিংয়ের টেকনিকের ভূল ত্রুটি গুলো সবকিছু ঠিক করে দিলেন। তিনি শুধু আমার কাছে ক্রি কেটের আইডল নন, আমার জীবনের সর্বসময় কোচ ছিলেন আর হয়ে থাকবেন। শুধু ২২ গজের মধ্যেই নয় যখন আমি কোন সমস্যার মধ্যে পড়তাম সেটা ব্যক্তিগত হোক বা ক্রিকেট সম্বন্ধীয় তখন শচীন পাজি আমার জীবনে একজন অভিভাবকের মতো পাশে এসে দাঁড়াতেন। এবং তার কাছ থেকে একটা ফোন কল আমার কাছে ঠিক আসতো। ওই সমস্যা সমাধানের জন্য। শচীন পাজির মতো একজন অভিভাবক কে পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি, এমন কথাই জানালেন যুবরাজ সিং। তিনি আরো বলেন, তখন আমার বয়স মাত্র ১০ বছর। কপিল দেব আমার সঙ্গে শচীনের পরিচয় করিয়ে দেন। তখন আমি স্কলে পড়ি। আমার মনে হয় তখন শচীন সবেমাত্র জাতীয় দলের হয়ে খেলা শুরু করেছে আর সেই সময়তেই কপিল পাজি আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই সব দিনের কথা আজও মনে পড়ে এখনো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখন শুধু ভাবি কোথা দিয়ে সময় চলে গেল সেটাই বুঝে উঠতে পারলাম না কিন্তু সব স্মৃতি আছে মনের খাতায় লেখা রয়েছে। জীবনের অনেক কঠিন সময় অনেক কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে তবে সেই সময় একমাত্র ব্যক্তি শচীনকে আমি সবসময় পাশে পেয়ে ছিলাম একজন অভিভাবক হিসেবে। ২০১১ সালে বিশ্বকাপের পর আমার শরীরটা খারাপ করছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমার কি হয়েছে তখন আমি জানতাম না যে আমার ক্যান্সার হয়েছে। কিন্তু আমার শরীর খারাপ নিয়ে শচীন বড় উদ্ধেগ হয়ে পড়েছিল বারবার আমার খবর নিচ্ছিল এবং আমার চিকিৎসা ঠিক মতো হচ্ছিল কিনা সেটার খবরও নিয়েছিল। আমি কত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবো এবং আমার চিকিৎসা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা এবং সঠিক হচ্ছে কিনা সেই খবর প্রতিদিন নিতো। যাইহোক এসব খবর তো কথা সবসময় চলতেই থাকবে আরো কত গল্প আছে যা বলে শেষ করা যাবে না। শেষ করার মতন খবর নয় বা কথা নয়। শচীনকে তার পঞ্চাশ তম জন্মদিনের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল আমার তরফ থেকে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি শচীন যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, হাসিখুশি থেকে সারা জীবন

#### দুদিন আগেই শচীনের জন্মদিন পালন

মুম্বই -- সোমবার ৫০-এ পা দেবেন শচীন তেডুলকার। কিন্তু তার জন্মদিনের উৎসব দুদিন আগেই শনিবার পালন করা হলো ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। দলের মেন্টরের জন্মদিন পালনের জন্য তাই বেছে নেওয়া হয়েছে ওয়াংখেড়েতে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচটিকেই। শচীনের জন্য করা হয়েছে বিশেষ আইপিএল আয়োজন। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে বলা ''স্টেডিয়ামের প্রতিটি রাখা থাকবে সচিনের মুখোশ। আগামী জন্মদিন পালনের মাঠের 99 ক্রিকেটপ্রেমীকে আমরা অনুরোধ করব, সচিনের জন্য বিশেষ মুখোশটি পরার জন্য। তা হলে, সে সময় সচিন যে দিকেই তাকাবেন শুধু নিজেকে দেখতে পাবেন। আমরা সকলে এক সঙ্গে সচিনের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করব। বিশেষ কেক তৈরি করানো হয়েছে। শচীন নিজেই কাটবেন। কেক ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্যও থাকছে বিশেষ আকর্ষণ। শচীনের সঙ্গে নিজস্বী তুলতে পারবেন তাঁরা। স্টেডিয়ামের বাইরে একটি জায়গায় রাখা থাকবে প্রমাণ মাপের শচীনের অবয়ব। সেখানে ছবি তুলতে পারবেন মুম্বই-পঞ্জাব ম্যাচ দেখতে আসা ক্রীড়াপ্রেমীরা। থাকছে আরও কিছ চমক। ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ ধরে রাখতে সে সব আগাম জানাতে নারাজ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ।

#### মহেন্দ্ৰ সিং ধোনি একজনই, পরিবর্ত কেউ আসবে না মন্তব্য ভাজ্জিও মরগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি— মহেন্দ্র সিং ধোনি একজনই... ভারতে ধোনির থেকে বড কোন ক্রিকেটার আর নেই এমন কথাই জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং। আইপিএলের ইতিহাসে ধোনি যুগের অবসান হতে চলেছে এটা প্রায় সত্যিই। ইতিমধ্যে একটি বিজ্ঞাপন দেখা গিয়েছে যেখানে ধোনিকে বলতে শোনা গিয়েছে এটাই তার শেষ আইপিএল। ভাজ্জির সংযোজন, হয়তো কারোর রান বেশি বা হয়তো কারো উইকেট বেশি, কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনির সবথেকে বেশি হলো সমর্থকদের সমর্থন ও ভালোবাসা। ধোনির মত ক্রিকেটার আমি খুব কম দেখেছি। এটা শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে আপনারাও একই মত হবেন। ওর মতো ঠাভা ব্যক্তির মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি কিভাবে খেলার ফলাফল ঘুরিয়ে দিতে পারে ব্যাট হাতে বা মাঠে নেমে অধিনায়কের ভার নিয়ে সেটা ধোনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। একটা খেলাকে কিভাবে পুরোপুরি পাল্টে দেওয়া যায় সেটা ও ভালো করে জানে। তীক্ষণ বৃদ্ধি ধোনির মাথায় সব সময় কাজ করে। যা ও মাঠে সব সময় কাজে লাগায় এবং সফলও হয় তাই আজ বলতে বিধা করবে না কেউই ধোনি বিশ্বের সেরা অধিনায়কদের মধ্যে অন্যতম। ১৫ বছর ধরে আজকে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে যে ভালোবাসায় মোড়া ওর ক্রিকেট জীবন সেটা এখনো পর্যন্ত বজায় রয়েছে আর সারা জীবন বজায় থাকবে। ও ব্যাট াতে খেলতে নামুক আর নাই নামুক।

এদিকে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক ইওন মরগান বলেন, বিশ্বের তারকা ক্রিকেটারদেরকে নিয়ে একটি দলে সাজিয়ে নিয়ে কি করে খেলা পরিচালিত করে দেখাতে হয় সেটা ধোনি ছাডা আর কেউ পারবেনা ধোনির বুদ্ধিমতার কাছে কেউ নেই। আর ওর অধিনায়কত্ব অসাধারণ। আজকে চেন্নাই দলকে যেভাবে ও গুছিয়ে নিয়ে এসেছে সেখানে ও যখন থাকবে না চেন্নাই দল ছেড়ে চলে যাবে তার অভাব দলের ওপর যে পড়বে সেটা আমি এখন থেকে বলে দিতে

#### গোসাবায় ঘূর্ণি ঝড়

নিজস্ব সংবাদদাতা দক্ষিণ চবিবশ পরগনা ২২ এপ্রিল- ঝড বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও এখনো বৃষ্টি ভেজায়নি দক্ষিণ চব্বিশ প্রগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। দু চার ফোটা হলেও তাতে গরম আরো বেড়েছে। তাপপ্রবাহ কম থাকায় মানুষ কিছুটা স্বস্তিতে। এরই মধ্যে শুক্রবার সন্ধ্যায় সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপের লাহিড়িপুর অঞ্চলে হঠাৎই তিন মিনিটের ঘূর্ণি ঝড়ের কবলে পড়ে বেশ কয়েকটি কাঁচা বাড়ি ক্ষতির মুখে পড়েছে। এ বিষয়ে গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল শনিবার সন্ধ্যায় দৈনিক স্টেটসম্যানকে জানান, অল্প কিছু জায়গার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তিনটি ঘরের বেশি ক্ষতি হয়েছে। কিছু গাছপালা ভেঙেছে। বিধায়কের কথায়, ইতিমধ্যেই তাঁর প্রতিনিধি দল ঘূর্ণি ঝড় আছড়ে পড়া এলাকায় গেছেন। আপাতত ত্রাণ হিসেবে পলিথিন ত্রিপল অন্যান্য কিছু সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। দুর্গত পরিবার গুলির নাম আবাস যোজনার তালিকায় আছে কীনা দেখে নেওয়া হচ্ছে। না থাকলে ঘর দেবার কথা ভাবতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের সাথে প্রশাসনও আছে সুন্দরবনের মানুষের পাশে

#### ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

একের পৃষ্ঠার পর

এদিকে, জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। দমকা ঝোড়ো হাওয়া ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কাও

আজ রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে, সেই সঙ্গে বাড়বে দমকা হওয়ার গতিবেগ। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার সোম ও মঙ্গলবারেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হাওয়া থাকবে।

গত কয়েকদিন ধরেই আবহাওয়ার যা অবস্থা ছিল, তাতে রীতিমতো নাজেহাল হয়েছিল রাজ্যবাসীর। বেশিরভাগ জেলাতেই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার থেকেই আবহাওয়ার পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। বিকেলের দিকে ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। কলকাতার তাপমাত্রাও একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। স্বস্তির খবর, আজই শহরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামার সম্ভবনা রয়েছে।

#### বারুইপুরে অটো চুরি, গ্রেফতার পাঁচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চবিবশ পরগনা, ২২ এপ্রিল— অভিনব কায়দায় অটো চুরি বারুইপুর পুলিশ জেলার বেশ কয়েকটি থানা এলাকায়। চুরি চক্রের পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের আদেশ হয়। এই ঘটনায় জেলার অটো চালক মালিকদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলা সূত্রে জানা গেল, চলতি বছরের মার্চ মাসের তিন তারিখে বারুইপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয় অটো চুরির ঘটনার কথা জানিয়ে। অটো চালক জানান, একজন অটো ভাড়া করেন বারুইপুর কৃষ্ণমোহনপুরে। অটোতে উঠে তিনি বলেন, অটোটি রাস্তার পাশে থাক। কিছু জিনিস পত্র ভেতর থেকে নিয়ে আসতে হবে। অটো চালক সঙ্গে গেলে ভালো। সরল বিশ্বাসে অটো চালক যাত্রীর সঙ্গে যান। কিছুটা দুর গিয়ে যাত্রী জানান, এখন থাক। পরে জিনিস নেবো। এরপর দুজনে ফিরে আসে অটো যেখানে রাখা ছিল সেখানে। এসে দেখে অটো নেই।

#### খুন, সিবিআই তদন্তের দাবি নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চবিবশ পরগনা, ২২ এপ্রিল— চুরির অভিযোগ ছিল। বেশ কয়েক বার সে গ্রেফতার তেরোই এপ্রিল বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ইয়েছে। সুরজিৎ এর নেশা করার অভ্যাসও ছিল। দু বার

নরেন্দ্রপুর থানার লকআপে যুবক

গড়িয়ার যুবক সুরজিৎ সর্দারকে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযোগ থানার লকআপে বেধড়ক পেটানো হয়েছিল। অসুস্থ হয়ে পড়ে সুরজিৎ। সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় এম আর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হলে, একুশে এপ্রিল শুক্রবার সুরজিৎ এর মৃত্যু হয়। ক্ষোভে দুঃখে কাতর মৃত সূরজিৎ সর্দারের পরিবার শনিবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপারকে নরেন্দ্রপুর থানার তদন্তকারী আধিকারিকের ও থানার বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। সঠিক তদন্ত না হলে শোকস্তব্ধ পরিবার আদালতে যাবে সিবিআই তদন্তের দাবি নিয়ে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, মৃত সুরজিৎ সর্দারের বিরুদ্ধে

তাঁকে নেশা মক্তি কেন্দ্রে ভর্তিও করা হয়। তেরো এপ্রিল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ চুরির মামলায় অভিযুক্ত সুরজিৎ সর্দারকে তাঁর গড়িয়ার বাড়ির সামনে থেকে তুলে আনে। মৃত সুরজিৎ এর পরিবারের অভিযোগ, থানার লকআপে পুলিশ সুরজিৎেক বেধডক মারার ফলেই সে অসুস্থ হয়ে পডেছিল। যে সব পলিশ এই ঘটনায় যুক্ত তাঁদের ধরতে হবে। জানা গেল, অভিযোগ পেয়ে বারুইপুর পূলিশ জেলার সুপার জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগেই পুলিশের দিকে লকআপে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠায় সোনারপুর নরেন্দ্রপুর অঞ্চ লে বিরোধীরা সোচ্চার। পুলিশ পরিস্থিতির

# পথচলতি মানুষ অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসার স্বার্থে অ্যাস্থলেন পরিষেবার নির্দেশ সাংসদের



নিজম্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২২ এপ্রিল– বারাসাতবাসীর সুবিধার্থে সম্প্রতি একাধিক উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছে বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। এবার দলের ছাত্র যুবদের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট শিবির করে অ্যাস্বলেন্স পরিষেবা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রাজ্য জুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। সেই কারণে দুপুরের দিকে যে পরিমাণ তাপমাত্রা থাকছে তাতে যে কোনও পথ চলতি মানুষ যখন তখন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তাঁদের যাতে সঠিক সময় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সর্বদা মানুষের জন্য সম্ভব হয় তাই অ্যাম্বলেন্সের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংসদের সেই নির্দেশকে পাথেয় করে বারাসাত সাংগঠনিক জেলার ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে অ্যাম্বলেন্স পরিষেবার পাশাপাশি জলছত্রের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেখানে করেছি। আগামী দিনেও দলের তরফে যে নির্দেশ পাবো তা

পরিষদের জেলা সহ-সভাপতি সোহম পাল, ছাত্র নেতা কৌশিক কর্মকার সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, উপপুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, পুরপরিষদ সদস্য অরুণ ভৌমিক, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, পুরমাতা পম্পি মুখার্জি, পুরপিতা ডাঃ বিবর্তন সাহা, দেবব্রত পাল, বারাসাত শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নন্দিতা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

ভাবেন এবং জনসাধারণের মধ্যে থেকে কাজ করেন। উনি ভারতবর্ষের মধ্যে একজন অন্যতম সাংসদ। বারাসাতবাসীর কল্যাণে এর আগেও একাধিক সিদ্ধান্ত িনিয়েছেন তিনি। আমরা বরাবরই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ অসংখ্য মানুষের হাতে পানীয় জল তুলে দেন ছাত্র মেনে চলার প্রয়াস জারি থাকবে।

# মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি জানানোর জন্য প্রস্তুত শরদের ভাইপো

মুম্বই, ২২ এপ্রিল— এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারের গতিবিধি নিয়ে যখন মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে, ঠিক তখনই অর্থপূর্ণ ঘোষণা এনসিপি নেতার। তাঁর ঘোষণা, ২০২৪ নয়, এখনই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি জানানোর জন্য তাঁরা প্রস্তুত।

পুণের এক সাংবাদিক বৈঠকে মহারাষ্ট্রে ২০২৪ সালে মুখ্যমন্ত্রিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় পাওয়ারকে। জবাবে তিনি বলেন. ২০২৪ পর্যন্ত অপেক্ষা কেন. আমার দল যে কোনও সময় মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি জানানোর জন্য প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্য, ২০২৪ সালে এনসিপি কংগ্রেসের থেকে বেশি আসন পেয়েছিল। সেবার আমাদের দলের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল। সেজন্য আর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা নয়, যে কোনও সময় মুখ্যমন্ত্রীর পদে দাবি জানাতে পারি আমরা। তবে এই 'আমরা' কারা তা স্পষ্ট করেননি এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার। তাতেই কানাঘুঁযো আরও বেড়েছে।

কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, ২০১৯ সালের মতো এনসিপিতে ভাঙন ধরিয়ে সদলবলে ফের বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবেন অজিত। বিজেপির সঙ্গে নাকি তাঁর প্রাথমিক স্তরে কথাবার্তাও হয়েছিল। জল্পনা বাডিয়ে গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে এনসিপির কোনও কর্মসূচিতেও দেখা যায়নি। শোনা গেছে, তিনি বিরোধী শিবিরের বিধায়কদের সই সংগ্রহ করেছেন ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বাতাবরণে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি জানিয়ে জল্পনা আরও উসকে দিলেন অজিত পাওয়ার।

যদিও সম্প্রতি বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর জল্পনা উডিয়ে দিয়েছিলেন অজিত। বলেন, এই সব গুজবের কোনও ভিত্তি নেই। আমি এনসিপিতেই আছে। আমি কোনও বিধায়কের সই সংগ্রহ করিনি। বিধায়করা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা রুটিনমাফিক। কিন্তু অজিত মুখে যাই বলুন, তাঁর কার্যকলাপে জল্পনা বেড়েই চলেছে।

epaper.thestatesman.com

# রবিবারের পাতা

# शिक्षकला जात्ना

# প্রদর্শনী • কার্ত্তিক পাল • পানেসর গ্যালারি

আঙ্গিকের মধ্যেও থাকে সংঘাত। শিল্পকলা. কবিতার মধ্যে বিশেষ করে তার অনন্যসাধারণ উপস্থিতি বহুকাল ধরে দর্শক-পাঠককে মুগ্ধ করেছে। যদিও এসব ক্ষেত্রে সেই দর্শক-পাঠককেও হতে হবে বিষয়গুলির সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। শিল্পসৃষ্টি তো মুক্ত রচনা, তাকে य काला माधारम भिन्नी विविध नितीका-स्मधा-অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করেন, নির্মাণ-উত্তর ওই সৃষ্টিসমূহে খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না ভালোলাগার 'পয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট'কে। ইচ্ছাকৃতভাবেই অনেকেই ভারসাম্য, সামঞ্জস্য, সমতার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁর সৃষ্টিতে, তখনই বোঝা যায় তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত। দ্বিমাত্রিক চিত্রকলাতেও যে কোনো মাধ্যমেই শিল্পী নানাভাবে স্বাভাবিকতার বৈপরীত্যে আশ্চর্যরকম বিকৃতি এনে একটা অভিঘাতের ঝাঁকুনি দিয়ে ছবিকে মহার্ঘ করেছেন। প্রাসঙ্গিক বা আঙ্গিকের এও এক নিরীক্ষামূলক অভিযান, যা অবশ্যই উদাহরণযোগ্য, দৃষ্টান্তমূলক। বৈচিত্র্য ও তীব্রতা, গতি এবং ঐক্য, সমন্বয় ও পরাবাস্তববাদী

কল্পনার এক ঝংকার তোলে ওইসব নির্দিষ্ট নির্মাণ। এমনকি কখনো রোমান্টিসিজম ও কোন রূপকল্প, কী ফর্ম, কার সঙ্গে কার কোথায় কীভাবে যোগাযোগ এসব তখন আর প্রধান নয়, সমগ্র চিত্রকলার মৌলিকত্বের নিহিতে তখন স্টাইল ও টেকনিক, অবিন্যস্তের সাজসজ্জা, টুকরো টুকরো ভেঙে যাওয়া রূপের মধ্যেও অবিস্মরণীয় মেলোডির অনুরণন। তাঁর জলরঙের প্রায় গোটা আঠেরো-কুড়িটি ছবির চার পাশে ঘুরে বেড়িয়ে, নিরীক্ষণ পর্বে অনেক স্মৃতি ফিরে আসে। উপরোক্ত কথাগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিল বহরমপরের তরুণ শিল্পী কার্ত্তিক পাল-এর একক প্রদর্শনী 'জলবর্ণের দিনলিপি' দেখতে দেখতে। সোঁসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস ট্রাস্ট- এর আয়োজনে তাদেরই নিজস্ব 'বি আর পানেসর গ্যালারি'তে চলছে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। চলবে আগামী মে মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত।

জলরঙ-এর পৃথিবী, বিশেষ করে শিক্ষানবিশ পর্বে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রীদের কাছে সবসময় একটা জলরঙ করা, শেখা, তা নিয়ে পড়ে থাকার একটা উন্মাদনা থাকে। শেষ পর্যন্ত গুটিকয় ছাত্রছাত্রীই। ভবিষ্যতে এই মাধ্যমটিকে বেছে নিলেও তার সংখ্যাও যথেষ্টই অপ্রতুল। একমাত্র সহজ কারণ, যথেষ্টরকম দক্ষতা না থাকলে এই মাধ্যমে টিকে থাকা মুশকিল। তেমন স্কিল ও সিরিয়াসনেস, আভারস্ট্যাভিং অব মিডিয়ম, টেকনিক, স্টাইলাইজেশন, আভারস্ট্যাভিং অব লাইট ব্রাশিং, এই রকম উল্লেখযোগ্য কিছু জায়গার ওপর যথেষ্ট দখল না থাকলে জলরঙ-এ পরিশ্রম, মাধ্যমটিকে বোঝা ও কাজ করে যাওয়াতেও অনেক সময়ই উত্তরণ ঘটবে এমন আস্থা না রাখা যায়। এখানে কাগজও একটি বড়ো বিষয়।তবে হাতও কথা বলবে। কাগজের জলধারণ ক্ষমতা, একক বা মিশ্র রঙের অবস্থান ও চরিত্রকে বুঝতে পারা, তীব্র ও মাঝারি আলো

ও ছায়াতপের ব্যবহারিক দিকগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত যত্নবান, প্রখর চৈতন্যবোধ থাকতে হবে। সবগুলো সম্পূর্ণভাবে না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গৈছে কার্ত্তিকের জলরঙে অনেকটা জায়গা জুড়েই একটা মোহময়

# বৈশাখের দহনে কার্তিকের 'জলবর্ণের দিনলিপি' দখিনা বাতাস





রূপ। যার বা যাদের একক অস্তিত্বের সংকট অথবা স্বতঃস্ফর্ততায় তৈরি হচ্ছে একটা সমবেত কণ্ঠস্বর। কখনো যেন মনে হয় রৈখিক অথবা রৈখিক নয়, রেখা আপনার থেকেই তৈরি হচ্ছে। এও এক সাংগঠনিক বিন্যাস। যদিও শিল্পী কখনো মনে করেন আমরা সকলেই পচে যাচ্ছি, সমাজ পচে যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে সকলেই পুড়ছি। ওই দহন জ্বালা সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র। তাই ছবিতে কোথাও ধোঁয়ার কুণ্ডলী, কোথাও করোটি-সিম্বল, কোথাও ধ্বস্তা অবস্থার বিষাদচিত্র। কখনো নির্মল প্রাকৃতিক আলো, স্বচ্ছতোয়া পরিবেশ, পরতে পরতে রঙের আস্তারণে রঙ ও রূপারোপ সংযত থেকে. সাবলীল এক 'বিউটিফুল নেচার'-এর সন্ধান দেয়। জল, মেঘ ধুম-উদগীরণ, ঝাড়বাতি, করোটি, উচ্ছাস, নভচ্যুত মন কেমন করা, কখনো মনভোলানো আলোর নীচে পৃথিবী-- এ এক দীর্ঘ পদযাত্রা তাঁর। দেখতে দেখতে চলা, চলতে

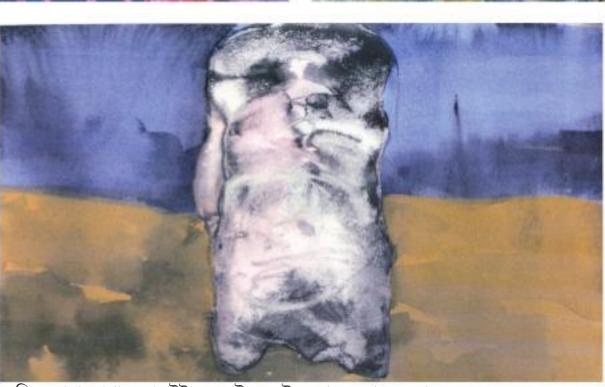


আলাদা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। অনেকের মধ্যেই বিন্যাসের উন্মোচন ঘটেছে। তার বহু ক্ষেত্রে সফল প্রয়োগের ফলেই সেই সব অভিঘাতের মুগ্ধতায় ছবি হয়েছে প্রাঞ্জল। তিনি প্রধানত ইভিয়ান হ্যাভমেড, আর্চিস্ ও লানা-- এই তিনরকম কাগজ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছবি অতি আধুনিক, কখনো সেমি অ্যাবস্টাক্ট আবার কিছু ক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত রিলেলিজমকে ছোঁয়া। রঙ অনেকটা চাপা, বিবর্ণময়, অপসুয়মান আলো। কোথাও প্রায়ান্ধকার পরিবেশেও অ্যান্ড শেড, ইউজেস অব কালার স্টেজ অ্যান্ড যৎসামান্য রঙের ঔজ্বল্যকে অত্যল্পভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যা আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে আলোর একটা অগ্রাধিকার মুনশিয়ানা দেখানো যায় না। অনবরত স্টাডি, সেখানে আছে। আকাশচ্যুত কালচে আঁধার থেকেও আলোর বিচ্ছুরণ যেন বা বিষাদগ্রস্ত। কখনো তা চুঁইয়ে নেমে আসা প্রকৃতিকে প্রাণিত নয়। যতক্ষণ না নিজের ও কাজের ওপর সেই করেছে। সেখানে রঙের পরতে পরতে মুগ্ধতা। স্বচ্ছতার জয়গান। ডায়মেনশনাল মুভমেন্ট যেন কোথাও নড়েচড়ে উঠল। এমন বিভ্রমের মায়াও তৈরি করেছেন কার্ত্তিক। বিষয় হিসেবে আলাদাভাবে কিছু নয়, সবই প্রকৃতিকে কেন্দ্র



করেই ছবি। নিসর্গ তাঁর কাছে যেভাবে এসেছে। অন্যভাবেও তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছেন এক ধ্বস্ত, বিক্ষত, অবক্ষয়ের ভেতরে প্রবেশ করে। সমাজের অবক্ষয়, যা প্রতীকী, অল্প হলেও। অবয়ব মাত্র দুই নৃত্যরত ভঙ্গীর ছবি, একজন প্রায় মৃত বা পুড়তে থাকা নগ্ন মানব একটিতে নৈসর্গিক আবহে দাঁড়ানো চিত্রল।

কার্ত্তিকের ছবি রহস্যময়, খুবই রোমান্টিক, লুকিয়ে থাকা ধাঁধার ভেতরে আরও অনুসন্ধানের চেষ্টা, তারও ভেতরে কি, কোন কাঠামো, কোন রূপবন্ধ? এমন অনেক টুকরো কাব্য অথবা কঠোর গদ্যের অবতারণা ওই জল আর রঙ-এর যুগলবন্দীতে। সুর বেজে যায়, রেশ থেকে যায়। রঙের ওভারল্যাপিং স্বচ্ছতার স্বাদকে অবিকৃত রেখেছে। রঙের গড়িয়ে পড়া, মিশে যাওয়া, হঠাৎ থমকে যাওয়া অথবা কখনো আলো বা অন্ধকারের আঙিনা থেকে হঠাৎ প্রকাশ্য বাতায়নে ঢুকে পড়া বা গহন গহুরে তলিয়ে যাওয়া। রূপ এখানে একক অস্তিত্বে অনন্য, যা আকস্মিক অধিবাস্তববাদের দিকে নিয়ে যায়। আবার ওই রূপের আড়ালেই অরূপবীণার লুকোনো কান্নার অনুভূতি। কাগজের শাদাকে চমৎকার ভাবে গোটা ছবিতে এখানে ওখানে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে, ব্রাসিং এর চওড়া দিকে রঙের ব্যবহারে তার শুকনো একটা অবস্থা, ওই অন্ধকারাচ্ছন্নতায় গা গাঢ়ত্বের ভেতর থেকে



বেরিয়ে আসা পেপার হোয়াইট-এর ড্রাই এফেক্ট অসামান্য। গড়িয়ে পড়া রঙের হালকা আবহে তৈরি হওয়া শাদা টুকরোর ক্রমান্বয় একটা ডিজাইন বা সমগ্র ছবির ফর্মেশনের মধ্যে পয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর এই 'ডিফারেন্স', 'ডেকাডেন্স সিরিজ', 'একজিসটানস সিরিজ' দেখলেই স্পষ্ট হয় এই বোধ। এছাড়াও তাঁর 'ড্যান্স', 'মিস্ট্রি', 'এভিডেন্স' ইত্যাদি

কাজগুলোও অনুপম। আগেই উল্লিখিত, বিষয়- নির্দিষ্ট ছবি নয়। নৈসর্গিক কাব্যের সরণী ধরে চলা একটা ভাবনা হঠাৎ বাঁক নেয় 'অন্য কোথা অন্য কোনোখানে'। এই বাঁক নেবার আগে-পরে অনেকরকম টানাপড়েন, সব ওই রঙের সঙ্গে জলের মিলনের মুহুর্তে জন্ম নেওয়া চিকণ, স্থল, অস্থির, অস্পষ্ট, যেন বা ক্লান্ত, কখনো উজ্জ্বল এক একটা আশ্চর্য

চলতে দেখা। তারই রোমাঞ্চিত অধ্যায় জলরঙে এঁকেছেন কার্ত্তিক পাল। কখনো যেন ওয়াশ টেকনিক তার জলরঙের মাধুর্যকে ফিরিয়ে দিচেছ। ওই মাধুর্যকে রেখেই টেকনিক-স্টাইলকে কোথাও উপর্যুপরি পরিবর্তন করেছেন। হঠাৎ কোনো জায়গায় বিভ্রম জাগে টেম্পারার মতো। যা বলতে চেয়েছেন সেখানে ডায়মেনশন. ডিসট্যান্স, স্পেস সব মিলিয়ে একটা আবেগময় পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যে আবেগ কখনো নিয়ে গেছে তীব্র অভিঘাতের দিকে কখনো চূড়ান্ত রোমান্টিকতায়, পরাবাস্তববাদের অম্বেষণেও। তাঁর অনুভূমিক স্টাইলকে এবার একটু বদলানো প্রয়োজন। স্টাকচারাল কোয়ালিটি ও জিওমেট্রি রেখে অবশ্যই। না হলে মনোটোনী এসে যাবে। একটা কথা না বললেই নয়, তাঁর ছবি নিঃসন্দেহে প্রদীপ মৈত্র–র জলরঙকে বারবার স্মরণ করায়। প্রদীপের প্রত্যক্ষ প্রভাব কার্ত্তিকের ছবিতে বিদ্যমান। তিনি বহুকাল যাবত তাঁকে কাজ দেখান, আলোচনা করেন। কার্ত্তিকের হাতে জলরঙের মনোরম জায়গাগুলো মনে থাকবে। তবু বলতেই হবে ওই প্রভাব তাঁকে কাটাতেই হবে। অন্তত কিছু ক্ষেত্রে তো বটেই। সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা আলাদা রকমের আঙ্গিকই তাঁকে সে স্থান দিতে পারে। এই বিষয়টা শিল্পীকে ভাবতে বলা খুবই প্রয়োজন বলে মনে হয়. তবুও ্রএটি একটি উন্নতমানের প্রদর্শনী।



ফ্রেব্রুয়ারী বেশ গ্রম থাকলেও, মার্চে তেমন চড়েনি পারদ। তবে, বিকেলেও রোদ খটখটে। ট্যাক্সি থেকে বডরাস্তায় নেমে ওড়নায় মাথা-মুখ ঢেকে রোদে হেঁটে আসতে হয়েছে। ঘামে মুখের দামি লোশন গলেছে। কোভিডে পরলোকগত স্বামী অরিত্র থাকলে ভিতরে গাড়ি পার্ক করেই ছাতা ধরত অধীরার মাথায়, বসার চেয়ার জোগাড় করত। অডিটোরিয়ামের পাশের মুক্তমঞ্চে, যেখানে বসত্তোৎসব উপলক্ষ্যে জনসমাগম হয়েছে, বসার জায়গা তেমন নেই। চেনা লোক বিস্তর, এক দুজন দুর থেকে কাষ্ঠহাসি উপহার দিল বটে, কিন্তু, না এগিয়ে এসে অভ্যৰ্থনা, না একটা চেয়ার এগিয়ে দেওয়া!

মেট্রোতে নাকি আসা সহজতম, কিন্তু, রিটায়ারমেন্টের পরেও আম-জনতার একজন হবার অভ্যাস হয়নি প্রিয়ব্রতর। অফিসের গাড়ি অতীত। ড্রাইভার ছুটিতে। ট্যাক্সিতে গুণাগার দিয়ে এসে সেন্টারে ঢুকলেন ঘাম মুছতে মুছতে। বেশ রোদ। এসব বসন্তোৎসব এসি অডিটোরিয়ামে করতে পারে না? নাচ-গান খুব যে পছন্দ করেন তা নয়। কিন্তু, পদোন্নতি যত হয়েছে, তত তাঁর স্যাংশনিং

পাওয়ার বেড়েছে, দু-তিনটে দুর্গাপুজোয় প্রেসিডেন্ট-ভাইস প্রেসিডেন্ট বা মাসে তিন চারটে অনুষ্ঠানে চীফ গেস্ট হয়ে সংস্কৃতিবান হতেই হয়েছে। ভাবতে ভাবতে মুক্তমঞ্চের পাশে ঢুকে তো এলেন, চেনা লোকগুলো

যেন বড্ড ব্যস্ত। একটা চেয়ার নেই? সামনে দিয়ে রাজেনদা যাচ্ছেন। দিল্লিতে আসার পর অধীরার প্রথম অনুষ্ঠান দেখার পর থেকে অধীরার গুণমুগ্ধ। প্রবাসী সাংস্কৃতিক জগতের কর্ণধারের কর্ণে মধুবর্ষণ করে তারপর মঞ্চ শুধু অধীরার। শুধু রাজেনদা কেন, কে তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল না! নাকি রূপমুগ্ধ ? হতচ্ছাড়া উদয়ন যেমন ব্যঙ্গ করত ? ব্যাটাচ্ছেলের জন্য সেই এক্সপেরিমেন্ট কেঁচিয়ে গেছিল। রবীন্দ্রনাথের পূজার গান বা ধামারের সাথে নিজের কথকমিশ্রিত আধুনিক নাচ পরিবেশন করায় বেশ কিছু প্রবীণ প্রবাসী আশ্রমিক খেপেছিলেন যে. তার মলে বোধহয় ওই ছিল। তাকে অবশ্য সর্বত্র হতে বিতাডিত করে কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন অধীরা। রাজেনদাকে ডাকায় ঘুরে তাকিয়ে ব্যস্ত হলেন তিনি, 'আরে, সবচেয়ে সিনিয়র হয়ে এত

দেরি ? দুর্দান্ত আয়োজন করেছে শিঞ্জিনীরা। সুরজকুভ থেকে পলাশ-ফলাশ এনে পুরো শান্তিনিকেতনী বসন্তোৎসব করছে। দ্যাখো না ওদের কি হেল্প চাই', বলেই হাঁটা দিলেন। পিছনে ছিলেন 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক মিহির দাশ। অধীরার প্রতি অনষ্ঠানের খুঁটিনাটি থাকত পত্রিকার সংস্কৃতি পরিক্রমায়। মাঝরাতেও অধীরার মাথা ধরলে, মিহির দৌডে আসতেন মলম স্বহস্তে অধীরার কপালে লাগাবেন বলে। অনেক জায়গায় উদয়নের লেখালিখি একে দিয়েই বন্ধ করিয়েছেন অধীরা। 'বাঃ অধীরা, বয়েস বাড়লেও দিব্যি দেখাচ্ছে তোমাকে' বলেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে রাজেনকে ধরে সাজঘরের দিকে চললেন! ঠোঁট কামডে পিছিয়ে এলেন অধীরা। এই সময় একজন একটা চেয়ার এনে দিল তাঁকে। দেখলেন, উদয়্ন! ভগবান, যৌবন সনে নট সকলি হারায় ইত্যাদি বলবে নাকি?

রাজেনবাবু বারতিনেক ডোনেশন চেয়ে পাননি। এখন মহাব্যস্ত, দেখতেই পেলেন না! মিহিরবাবু আগে প্রিয়ব্রতর স্কলজীবনের ছড়াও সাগ্রহ চেয়ে নিয়ে ছেপেছেন,

ডোনেশন বন্ধ হওয়াতেই কি সামনে এলেন না ? দ-চারজন হুঁ হাঁ করে পালাবার পর বসার প্রয়োজনে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন প্রিয়ব্রত, উদয়ন চেয়ার ছেড়ে দিল তাঁকে। একে বয়কট করতে হবে, তিনি শুনেছিলেন। দু-চারটে কথা ওর সাথেই হল তাঁর। বসন্তোৎসব মানে সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নৃত্য হবে?

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মেজাজ বিগড়োল অধীরার। রাজেনদারা এত উচ্ছুসিত যেন আজোবধি এমন অনুষ্ঠান দ্যাখেননি! শিঞ্জিনীরা অবশ্য যেমন রূপসী, তেমনি নাচছে, মনে মনে স্বীকার করলেন। সুরূপা সুবেশা না হলে গায়িকাই পাতা পায় না. নর্তকী কোন ছার, জানেন তিনি। আবীরের থালা প্রস্তুত দেখে চমকালেন অধীরা। অ্যালার্জির অজুহাত আছে, উঠলেন তিনি।

রাস্তায় এসে ট্যাক্সির জন্য চেষ্টা করছেন, পিছন থেকে এসে প্রিয়ব্রত কুশলবিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর সাথে চিত্তরঞ্জন পার্ক যাবেন কিনা। ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁডিয়ে দুজনে দেখতে থাকলেন, পশ্চিমে সূর্য ঢলেছেন, অস্তরাগ ছডিয়ে যাচেছ বেলাশেষের আকাশে।

# বেঙ্গল পহিলান পার্কে 'সোনাঝুরি হাট'

নিজস্ব প্রতিনিধি— সম্প্রতি বেঙ্গল পাইলান পার্কে 'সোনাঝুরি হাট' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এক অসাধারণ ও অনন্য উপায়ে। ইভেন্টের লক্ষ্য ছিল বীরভূমের উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রচার এবং প্রদর্শন করা এবং সম্প্রদায়ের প্রতি ক্লাবের সামাজিক দায়বদ্ধতা। ইভেন্টে বীরভূমের প্রায় ৩০ জন কারিগর এবং ৫০ জন স্থানীয় কারিগরদের অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। ইভেন্টে লাইভ বাউল সঙ্গীত, সাঁওতাল নৃত্য পরিবেশন এবং অতি পুরনো এবং গ্যাস ব্যবহার করে, এমন খাঁটি বাংলা রান্নার পদ্ধ তি দেখানো হয়েছে। ইভেন্টটি স্থানীয় এবং শহরের বাইরের উভয় দর্শক সহ প্রায় হাজার খানেক অতিথিকে আকর্ষণ করেছিল। কলকাতার খুব কাছেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার জোকা এলাকায় অবস্থিত পাইলান কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাভ টেকনোলজি, কলেজের একটি আধুনিক পরিকাঠামো, সুসজ্জিত

ল্যাবরেটরি এবং বই ও জার্নালের বিশাল সংগ্ৰহ সহ একটি প্ৰশস্ত লাইব্রেরি রয়েছে। ফ্যাকাল্টি সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগ্য এবং অভিজ্ঞ, শিক্ষার্থীদের একটি বিস্তৃত শিক্ষা প্রদান করে। অতিরিক্তভাবে, ক্যাম্পাসে ক্রিক ক্লাবও রয়েছে, যা সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, ইনডোর এবং আউটডোর গেমস এবং আরও অনেক কিছু সহ বিনোদনমূলক সুবিধার একটি পরিসীমা সরবরাহ করে। প্রতিনিধি ও বিশেষ অতিথি জনাব আনেশ ঠাকর বলেন. 'সোনাঝুরি হাট' অনুষ্ঠানটি ছিল বাঙালি উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রচার এবং এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ক্রিক ক্লাবের প্রচেষ্টা। সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধ তার অংশ হিসেবে বাঙালী উপজাতীয় সংস্কৃতিকে সমর্থন অব্যাহত রাখা ক্লাবটির লক্ষ্য। এছাড়াও তিনি আরও যোগ করেছেন, ক্রিক ক্লাব কলকাতা

পইলান, যারা শহরের জীবনের কোলাহল থেকে দুরে একটি নির্মল ও শান্ত পরিবেশে আরাম করতে এবং বিশ্রাম নিতে চান তাদের জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য। কলকাতার। সান্নিধ্য এটিকে সপ্তাহান্তে ছুটি এবং ছোট-ছুটির জন্য একটি সুবিধাজনক গন্তব্য করে তোলে। জোকার আইআইএম-সি-এর কাছে অবস্থিত ক্রিক ক্লাবটি ৮ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত একটি পরিবেশ-বান্ধ ব রিট্রিট। ক্লাবটি লেক, পুল, পুল বার, রেইন ড্যান্স, পোষা চিডিয়াখানা, জৈব খামার, হাঁস-মুরগি এবং ইনকিউবেটরের মতো ৫ তারকা পরিষেবা এবং সুবিধা প্রদান করে। যারা ভেজালহীন প্রকৃতির টুকরা খুঁজছেন তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ গন্তব্য। ক্লাবটি দুই ধরনের। থাকার অফার করে - লেকভিউ ডিলাক্স রুম এবং কানাডিয়ান পাইনউড কটেজ, সাথে ইনডোর এবং আউটডোর গেমস, একটি মিনি-থিয়েটার এবং একটি ইন-হাউস রেস্তোরাঁ।



# थवरत (দশ-विरमभ

# ৬ লক্ষ ভিভিপ্যাটেই গোলমাল, লোকসভার প্রস্তুতি নিয়ে মাথায় হাত কমিশনের

দিল্লি, ২২ এপ্রিল-- বিকল দেশের ৩৭ শতাংশ অথাৎ ৬ লক্ষ ভিভিপ্যাট। সেগুলিকে সারাতে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন । একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানাচ্ছে। ভোটদানের কাগজ পরীক্ষার এই সব যন্ত্র ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

এদিকে ইতিমধ্যেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটদানের যন্ত্র ইভিএম এবং ভোটদানের কাগজ পরীক্ষার যন্ত্র ভিভিপ্যাট পরীক্ষা এবং সারানোর ব্যবস্থা নেওয়া কমিশনেরই কাজ। বিকল হওয়া যন্ত্র প্রথম ব্যবহার হয় ২০১৮-র বিভিন্ন বিধানসভা ভোটে।



২০১৯-এ যে যন্ত্রগুলি ব্যবহার হয়েছে তার মধ্যেও রয়েছে বিকল প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ যন্ত্র। লোকসভা নির্বাচনে মোট ১৭ লক্ষ ৪০ হাজার ভিভিপ্যাট ব্যবহার হয়েছে বলে



সুরক্ষা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন তুলে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট যন্ত্রের আসছে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক

দলগুলি। জনমতকে নিজেদের পক্ষে রাখার জন্য বিজেপি এই ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটে কার্সাজি করছে বলেও তাদের অভিযোগ। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে. ২০২২-এর অক্টোবরেই কমিশন বিকল যন্ত্রগুলি সংশ্লিষ্ট নিমাতা সংস্থায় ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারপরও প্রায় পাঁচ মাস এই বিপুল সংখ্যক খারাপ ভিভিপ্যাট যন্ত্র পড়ে রয়েছে গুদামে। ইলেকট্রনিক্স হায়দরাবাদে কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া এবং বেঙ্গালুরুর ভারত ইলেকট্রিনক্স লিমিটেডে পাঠানো হচ্ছে বিকল যন্ত্রগুলি। এতদিন ধরে কমিশনের

গুদামে যন্ত্ৰ পড়ে থাকা নিয়েও প্ৰশ্ন

উঠেছে।

# আতিক হত্যার বদলা নিতে ভারতে হামলার হুমকি আল কায়দার

কাবুল, ২২ এপ্রিল— মৃত ডনকে শহীদ ব্যাখ্যা দিয়ে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার কংগ্রেস নেতা। এবার আতিক মৃত্যুর বদলা নিতে হুমকি সরাসরি আফগানিস্তান থেকে। যদিও পরোক্ষে কিন্তু জানা গেছে, ইদ উপলক্ষে একটি সাত পাতার পত্রিকা প্রকাশ করেছে আল কায়দার প্রোপাগাভা প্রচারক সংবাদমাধ্যম 'আস–সাহাব'। আর সেখানেই উঠে এসেছে ভারতে হামলার হুমকির কথা। গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরফ 'শহিদ' হয়েছেন। তাঁদের মৃত্যুর বদলা নিতে হামলা করা হবে ভারতে। 'আস-সাহাব'এ দাবি করা হয়েছে, 'আমরা এখনও শোষণকারীদের হাতে বন্দি রয়েছি। টেক্সাস থেকে তিহার থেকে আদিয়ালা- আমরা সমস্ত মুসলিম ভাইবোনদের শিকলমুক্ত করব।'

পুলিশের সামনেই ১২টি বুলেটে আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই

আশরফের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার ঘটনায় শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। এদিকে পলাতক আতিকের স্ত্রী। তাঁকে 'মোস্ট জেরার মুখে অভিযুক্তরা এও ওয়ান্টেড' তালিকায় রাখা হয়েছে। জানিয়েছে, ১৪ এপ্রিলই আতিককে তিন হত্যাকারী লভলেশ, মোহিত ও অরুণ পুলিশি জেরার মুখে জানিয়েছে তারা সাংবাদিক সেজেই হটে তারা।

সেখানে প্রবেশ করেছিল। আর সেই ছদ্মবেশ ধরার আগে রীতিমতো প্রশিক্ষণ নিয়েছিল আততায়ীরা। গুলি করে খুন করার মতলব ছিল তাদের। কিন্তু নিরাপত্তা দেখেই পিছু

### পুলিশের গুলিতে নিকেশ २७ लाथि पुरे निवी

ভোপাল, ২২ এপ্রিল— দুই মাথার দাম ২৮ লক্ষ। দুজনেই মহিলা। তবে মোটেই দয়া-মায়ায় ভরা নয়। তারা দু'জনেই মধ্যপ্রদেশের ত্রাস। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাটে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদী নেত্রীর। মহারাষ্ট্র সীমানাবর্তী এলাকায় শুক্রবার রাতে সিপিআই(মাওবাদী)-র গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সুনীতা এবং সরিতা নামে ওই দুই মাওবাদী নেত্রীর মৃত্যু হয় বলে বালাঘাটের পুলিশ সুপার সমীর সৌরভ সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন।সমীর জানান, নিহত সুনীতা ছত্তীসগঢ় সীমানাবতী এলাকায় সক্রিয় ভোরামদেও কমিটির কমান্ডার ছিলেন। সরিতা ছিলেন বালাঘাটের লাগোয়া মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা জেলার খাটিয়া-মোচা এরিয়া কমিটির সদস্য। মাওবাদী গেরিলা বাহিনীর ভিস্তার দলমে সক্রিয় ছিলেন তিনি। পুলিশ সুপার বলেন, 'নিহত দুই মাওবাদী নেত্রীর উপরে ১৪ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।'

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নিহতদের কাছ থেকে রাইফেল, কার্তুজ, বিস্ফোরক এবং নকশাল পত্রপত্রিকা উদ্ধার করা হয়**ে**ছে। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ও মান্ডলা জেলার কানহা ব্যাঘ্রপ্রকল্প, ফেন অভয়ারণ্য এবং লাগোয়া ছত্তিসগঢ়রে ভোরামদেও অভয়ারণ্য সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরেই মাওবাদী 'সক্রিয়তার' খবর আসছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। শুক্রবারের ঘটনার পরে ওই এলাকাগুলি জুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

#### বল দরজায়, ৬ বছরের খুদে সহ মা-বাবাকে গুলি যুবকের

ওয়াশিংটন, ২২ এপ্রিল— মা-বাবার সঙ্গে খেলতে খেলতে বাস্কেটবলটি গড়িয়ে গিয়েছিল প্রতিবেশীর বাড়ির দরজায়। তা কুড়িয়ে আনার জন্য দৌড়য় ৬ বছরের শিশু। সঙ্গে মা-বাবাও। তারই মধ্যে ঘটে গেল অঘটন। বাড়ির দরজায় বল দেখে রেগে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে প্রতিবেশী, বছর চব্বিশের যুবক। আর তারপর সে যা ঘটালেন, তা শিউরে ওঠার মতোই। মেজাজ হারিয়ে সে সটান ওই শিশু ও তার মা-বাবার দিকে তাক করে গুলি চালিয়ে দেয়! গুরুতর আহত বাবা। মা ও শিশুকন্যা অবশ্য হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পেয়েছে। তবে আতঙ্ক কাটছে না। মার্কিন মুলুকের নর্থ ক্যারোলাইনার ঘটনায় যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ৷উল্লেখ্য দু'দিন আগেই এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ভূল করে দরজার বেল বাজিয়ে ফেলে এক মার্কিন বৃদ্ধ গুলি করে মারে তাকে। আর এবার ৬ বছরের খুদেকেও মারতে দ্বিধা বোধ করল না যুবক। জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম রবার্ট লুইস সিঙ্গলটারি। বয়স মাত্র ২৪। এই ঘটনা ঘটানোর পর সে পালিয়ে বেড়ায়। দু'দিন ধরে পালানোর পর অবশেষে তাকে ফ্লোরিডা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগে ডিসেম্বর মাসে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সেবার অভিযোগ ছিল, বান্ধবীকে মারধর করার। এবার রবার্টের বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের মামলা করতে চায় পুলিশ। সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ শুনে পুলিশ অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করছে তাকে।

### ২২ বছর পর বৃদ্ধ পেলেন কোল্ড ড্রিংক-এর সোনা

**লখনউ, ২২ এপ্রিল**— কোল্ড ড্রিংক খেয়েছিলেন ২২ বছর আগে। আর তাতেই জিতেছিলেন সোনা। কিন্তু সেই সোনা পেতে লেগে গেল ২২ বছর। ২০০১ সালে ঠান্ডা পানীয়ের বোতল কিনেছিলেন। তার মধ্যে একটি বোতলের ঢাকনার তলা থেকে মিলেছিল কুপন। তাতেই সোনা জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও রিটেলার, এমনকী পানীয় সংস্থায় দরবার করেও মেলেনি সেই পুরস্কার। বিরক্ত হয়ে নিজের অধিকার বুঝে নিতে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা ঠুকেছিলেন শ্যাম লাভানিয়া। সেই মামলাতেই ২২ বছর পর জয় পেলেন তিনি। প্রতিশ্রুতি মতো শ্যামকে পঞ্চাশ গ্রাম সোনা অবিলম্বে দেওয়ার জন্য পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত । সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থাকে।৫২ বছর বয়সি শ্যাম লাভানিয়া উত্তরপ্রদেশের মথুরার বাসিন্দা। তাঁর একটি ছোট রেস্তোরাঁ রয়েছে। ২০০১ সালের ২৮ এপ্রিল ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৮০ টাকার ঠান্ডা পানীয় কিনেছিলেন শ্যাম। এগুলির মধ্যে একটি বোতলের ঢাকনার তলা থেকে মেনে একটি কুপন। তাতে লেখা ছিল, ৫০ গ্রাম সোনা জিতেছেন তিনি কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে জেলা স্তরের আদালতে যায় সংস্থাটি। তারপরেই চলতি বছরের ১১ এপ্রিল আদালত আগামী ৩০ দিনের মধ্যে শ্যমকে ৫০ গ্রাম সোনা, অথবা তার বর্তমান বাজার মূল্যের সমতূল্য টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাকে। পাশাপাশি, শ্যামের এত বছরের মানসিক হেনস্থা এবং শারীরিক পরিশ্রমের জন্য ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় সংস্থাটিকে।

# হেনস্থা করেছে বলতেই বহিষ্কৃত কংগ্ৰেস নেত্ৰী অঙ্কিতা

#### রাহুলের নাম আনতে মাঠে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তও

নির্দেশে ছ'বছরের জন্য বহিষ্কার করা হল অসমের কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কিতা দত্তকে। দলের প্রাথমিক সদস্যপদ চলে যাওয়ায় যুব কংগ্রেস নেত্রীর পদও হারালেন তিনি। যদিও অঙ্কিতার দাবি, ন্যায় বিচার না পেয়ে তিনি আগেই ওই পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জন

খাডগের এই যব নেত্রীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্কে জড়াতে পারেন রাহুল গান্ধিও। অসমের প্রথমসারির কংগ্রেস নেতা তথা দলের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অঞ্জন দত্তর মেয়ে অঙ্কিতা অসম যুব কংগ্রেসের সভাপতি। বিগত ছয়মাস ধরে তিনি যুব কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি শ্রীনিবাসন বিভির বিরুদ্ধে তাঁকে অসম্মান এমনকী টেলিফোনে যৌন হেনস্থার অভিযোগও করে আসছিলেন। তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না. তিনি মহিলা বলে তাঁকে অযোগ্য প্রমাণের চেষ্টা হয় বলেও অভিযোগ তোলেন ওই নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, তিনি ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালে জন্ম-কাশ্মীরে গিয়ে রাহুল গান্ধির সঙ্গে



দেখা করেও অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রাহুলও কোনও পদক্ষেপ করেননি। প্রাক্তন কগ্রেস সভাপতি রাহুলের বিরুদ্ধে তোলা এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি।

এদিকে এই ঘটনায় সক্রিয় উঠেছে দিল্লির জাতীয় মহিলা কমিশন। তারা অসম পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ পাঠায় অঙ্কিতার সঙ্গে কথা বলে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করতে। যদিও অসমের বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেস নেতা

হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়ে দেন এটা কংগ্রেসের ঘরোয়া বিবাদ। অঙ্কিতা নিজে অভিযোগ দায়ের করলে তবেই পুলিশ অগ্রসর হবে। অসম পুলিশ নিজে থেকে কোনও পদক্ষেপ

কংগ্রেস এবং রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা এটা হিমন্তর একটি চাল। তিনি চান অঙ্কিতাই এগিয়ে এসে দলের বিরুদ্ধে এফআইআর করুন। তাতে রাহুল গান্ধির নাম জুড়ে দিলে পুলিশ কংগ্রেস নেতাকেও তদন্তে তলব করতে পারবে।

#### মেয়েদের ঈদের জমায়েতে অংশ না নেওয়ার ফতোয়া তালিবানের

কাবুল, ২২ এপ্রিল— স্কুল যাওয়া, পড়াশোনা করা, জিম কিংবা পার্কে যাওয়া বন্ধ হয়েছিল আগেই। রেস্তোরাঁয় যাওয়ার উপরেও ছিল বিধিনিষেধ। এবার তাঁদের ঈদ উদযাপনের উপরেও বিধিনিষেধ

আরোপ করা হল। শনিবার বিশ্বজুড়েই পালিত হল ঈদ-উল-ফিতর। উৎসবে মেতেছেন আফগানিস্তানের মানুষজন। কিন্ত সেই দেশের দুটি জেলা- উত্তর বাঘলান এবং উত্তরপূর্বের তখারের তালিবান নেতারা মহিলাদের দল বেঁধে ঈদের জমায়েতে অংশগ্রহণ করার বিষয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যদিও সমস্ত আফগানিস্তানে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। মাত্র দুটি জেলাতেই শুক্রবার এমন নোটিস পাঠিয়েছে স্থানীয় তালিবান নেতৃত্ব, এমনটাই খবর।

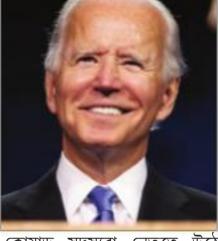
কিছুদিন আগেই বাগানওয়ালা রেস্তোরাঁতে মহিলাদের একা কিংবা পরিবার নিয়ে যাওয়ার ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমের হেরাট প্রদেশের তালিবানরা। জানা গেছে, এই ধরনের জায়গায় নারী-পুরুষের একসঙ্গে মেলামেশার

#### সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

দিল্লি, ২২ এপ্রিল-- প্রেসিডেন্ট পদে থাকাকালীন এই প্রথমবার ভারত সফরে আসছেন তিনি। জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতেই এ দেশে আসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তার ভারত সফরের বছরের সেপ্টেম্বর মাস। এ খবর জানিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত আমেরিকার সহকারী সচিব ডোনাল্ড লু বলেন, 'ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য ২০২৩ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আগামী কয়েক মাসে আর কী কী হয় তা নিয়ে আমরাও উৎসাহিত।" মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফর যে দু'দেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

করছে ভারত। সেই সূত্র ধরে দেশের প্রতিটি কোণায় একাধিক বৈঠক হচ্ছে। সেপ্টেম্বরে সম্মেলনের বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে আসবেন জো বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর এটাই তাঁর প্রথম সফর হতে চলেছে। এ বিষয়ে আমেরিকার সহকারী সচিব জানিয়েছেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বছর। ভারত জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে। জাপান জি-৭ সম্মেলনের আয়োজক। আমেরিকায় আয়োজিত হবে এপেক। আমাদের

জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব



কোয়াড সদস্যরা নেতৃত্বে উঠে আসছে। একের পর এক এধরনের সম্মেলন আমাদের আরও কাছে নিয়ে আসছে।

শুধুমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট নন, চলতি বছর ভারতে আসছেন বিদেশ সচিব টনি ব্লিক্ষেন, অর্থ সচিব জ্যানেট ইয়েলেন ও বাণিজ্য সতিব গিনা রাইমন্ডো। ফলে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে দু'দেশের সম্পর্ক মজবুত হওয়ার সুযোগ রয়েছে চলতি বছর। সস্তায় তেল কেনা নিয়ে রাশিয়া-ভারতের সম্পর্ক নতুন করে মজবুত হয়েছে। তবে চিন-রাশিয়া-ইরান অক্ষ চিন্তা বাড়াচ্ছে নয়াদিল্লির। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফর নিসন্দেহে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল

# জমি কেলেঙ্কারিতে মুক্ত হননি বঢরা, ঘুরে দাঁড়াল হরিয়ানা সরকার

চন্ডিগড়, ২২ এপ্রিল— এ বার রবার্ট বঢরার বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ নিয়ে নিজেদের অবস্থান বদলাল হরিয়ানার বিজেপি সরকার। রবার্ট বঢরা-ডিএলএফ জমি চক্তির ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম ঘটেনি বলে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টে বুধবার জানিয়েছিল হরিয়ানা সরকার। কিন্তু সেই অবস্থান থেকে সরে দাঁড়িয়ে হরিয়ানা সরকার। সেই প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে রবার্ট জানিয়েছেন. আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তাঁকে কতটা হেনস্থা করা হয়েছে। শনিবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের আপ্ত সহায়ক জওহর যাদব জানিয়েছেন, কংগ্রেস মিথ্যে রটাচ্ছে। সরকারের তরফে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরার স্বামী রবার্টকে এখনও পর্যন্ত কোনও 'ক্লিন চিট' দেওয়া হয়নি। তদন্তকারী সংস্থা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তদন্ত শেষ হলে তবেই এর ফলাফল বলা সম্ভব। যাদবের কথায়, 'এই দুর্নীতিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওপি চৌটালার কোনও যোগ পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমরা কখনওই বলিনি যে, কেলেঙ্কারি হয়নি।'

বুধবার হরিয়ানা সরকারের তরফে যে হলফনামা হাই কোর্টে পেশ করা হয়েছে. সেখানে অবশ্য সরকারের তরফে বলা হয়েছিল, ২০১২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর স্কাইলাইট হসপিটালিটি ডিএলএফ ইউনিভার্সাল লিমিটেডকে সাড়ে তিন একর জমি বিক্রি করেছিল। ওই চুক্তি সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন তদন্ত করে দেখা হয়েছে। ওই লেনদেনে কোনও অনিয়ম ঘটেনি।

#### ঈদের উৎসবে সামিল হল না পুঞ্চের গ্রাম, পাঁচ জওয়ানের স্মরণে উৎসর্গ করা হল দিনটি

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল - শনিবার ঈদ। বিশ্বজুড়ে পালন করা হচ্ছে ইদ-উল-ফিতর। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের এই আনন্দ উৎসব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লেও, ভারতের এক প্রান্তে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। জম্ম-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার একটি গ্রামে পালিত হচ্ছে না ঈদ। গ্রামবাসীরা শুধু নামাজই পড়বেন, কোনও উৎসব উদযাপনের আয়োজন

কারণ, ওই গ্রামেই সেনার ট্রাক,

যেটিতে মাঝপথে হামলা চালায় জঙ্গিরা, মর্মান্তিক মৃত্যু হয় পাঁচ জওয়ানের। তিনদিক থেকে হামলা চালানের পর গ্রেনেড ও স্টিকি বম্ব দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ওই ট্রাকে। তাদের গ্রামে আসার পথেই সেনা বাহিনীর ট্রাকে হামলা হওয়ায়, পুঞ্চের ওই গ্রামের বাসিন্দারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই বছর ঈদ তাঁরা উদযাপন করবেন না। জানা গেছে, জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার ওই গ্রামের নাম সঙ্গিয়তে । সেনার ওই

গাড়িতে করেই ইফতারের উপহার ছাড়াও খাবার কিছু কিছু সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পুঞ্চের ওই গ্রামেই সেসব বিতরণ করার কথা ছিল। সেনাবাহিনীর তরফে ঈদের আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রণ জানানো গ্রামবাসীদের। কিন্তু গ্রাম অবধি আর পৌঁছতে পারেনি সেনার ট্রাক। তার আগেই জঙ্গলের মাঝে জঙ্গি হামলায়

# করোনায় মৃত ৪২, শুধু বাংলাতেই গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত ১৯৯

দিল্লি, ২২ এপ্রিল-- মহারাষ্ট্র, দিল্লি, কেরলের পাশাপাশি বাংলাতেও চোখ রাঙাচ্ছে কোভিড-১৯। লাফিয়ে বাড়ছে অ্যাকটিভ কেসও।শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ১৯৩ জন। যার মধ্যে শুরু বাংলাতেই সংক্রমিত ১৯৯ জন। বাড়িয়েছে পজিটিভিটি রেটও। জানাচ্ছে, দেশের সাপ্তাহিক জেলায় সংক্রমণের হার ১০ শতাংশ বা



রয়েছে কলকাতা-সহ রাজ্যের পাঁচ জেলা। পাশাপাশি যে

তারও বেশি। তার মধ্যে রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৭ হাজার ৫৫৬।বিশেষজ্ঞদের মতে, ওমিক্রনের নয়া স্ট্রেনের কারণেই ১২০টি জেলায় সাপ্তাহিক নতুন করে বাড়ছে সংক্রমণ। তবে পজিটিভিটি রেট ৫ শতাংশ বা হাসপাতালে ভরতির হার এখনও তার বেশি. তার মধ্যে বাংলার । তুলনামূলক কম। কিন্তু তারই মধ্যে সাত জেলার নাম রয়েছে। করোনা কেড়ে চলেছে প্রাণ। গত এক মাস আগে যেখানে এ ২৪ ঘণ্টাতেই যেমন মারণ রাজ্যে করোনাশূন্য জেলা ছিল ভাইরাসের বলি ৪২ জন। যার ১১, সেখানে ১২-১৯ মধ্যে কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে এপ্রিলের রিপোর্টে তা কমে তিনজনের। কেরলে মারা গিয়েছেন माँ फ़िराह जित्न। (म**्म** छ छ ১० जन। (म**्म** এখনও পর্যন্ত অ্যাকটিভ করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ লক্ষ কেসও। বর্তমানে সক্রিয় ৩১ হাজার ৩০০ জন।

#### দেহ ব্যবসা চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার ভোজপুরি অভিনেত্রী

পাটনা, ২২ এপ্রিল— এক মহিলাকে

জোর করে দেহব্যবসা করানোর

প্রাণ যায় পাঁচ সেনা জওয়ানের।

অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ভোজপরি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুমন কুমারি। শুক্রবার মুম্বই পুলিশ এই অভিনেত্রীকে গ্রেপ্তার করে। পলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এক মডেলকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোর করে দেহব্যবসার দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন অভিনেত্রী সুমন। সম্প্রতি, সিনেমা, সিরিয়ালে কাজ দেওয়ার নাম করে দেহব্যবসা! মধুচক্র চালানোর অভিযোগে মুম্বই পুলিশের হাতে গ্রেফতার বলিউডের নামকরা কাস্টিং ডিরেক্টর আরতি মিত্তল। আরতি সম্প্রতি দুই তরুণী মডেলকে সিনেমায় কাজ দেওয়ার টোপ দিয়ে দেহব্যবসার জন্য বাধ্য করেছিলেন এই দুই তরুণীকে গুরুগ্রাম থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, আরতি মিত্তল কথা দিয়েছিলেন, তাঁদের দু'জনকেই ১৫ হাজার টাকা দেবেন। দুই তরুণী মডেলের থেকে তথ্য প্রেয়েই তদন্তে নামে মুম্বই পুলিশ। একটি হোটেলে পাঠানো হয় সাজানো গ্রাহক। ওই ফাঁদেই পা দেন আরতি মিত্তল। সঙ্গে সঙ্গেই আরতি মিত্তলকে গ্রেফতার

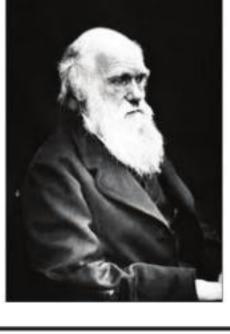
করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

# এবার গায়েব বিবর্তনবাদও

#### সিবিএসই পাঠ্য থেকে ডারউইনকে সরানোয় প্রতিবাদ বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষকদের

দিল্লি, ২২ এপ্রিল-- ইতিহাসের পর এবার বিজ্ঞান বই। সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব বাদ দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞরা। খোলা চিঠি দিয়ে তাঁরা এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই এই বোর্ডের ইতিহাস বই থেকে মুঘল যুগ সংক্রান্ত যাবতীয় অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছিল। সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির বই থেকে



এবার র অধ্যায়টি সম্প্রতি বাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনসিইআরটি। দেশের নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একজোট হয়েছেন।

চিঠিতে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বোধ গড়ে তোলার জন্য বিবর্তন বিষয়ক জ্ঞান জরুরি। তা না থাকলে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষায় খামতি থেকে যাবে। এই ভাবে শিক্ষায় বঞ্চনা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণার শামিল বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

'ব্ৰেকঞ্চ সায়েন্স সোসাইটি' নামে দেশের একটি স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান সংগঠন এনসিইআরটি-র উদ্দেশে খোলা চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে সিবিএসই মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে।

চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ১৮০০ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আইআইটি. আইআইএসইআর. টাটা ইনস্টিটিউটের মতো দেশের বহু প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা।

# বিষ্ণোই গ্যাংয়ের ভয়ে হেলমেটই জীবনের ভরসা রাখির

মুম্বই, ২২ এপ্রিল— সত্যিই তিনি ড্রামা কুইন। তা নহলে হেলমেট পরে সারাদিন ঘুরে বেড়ান। যদিও তার কাছে এর একটা উপযুক্ত কারণ আছে। বড্ড টেনশনে রাখি সাওয়ান্ত। আরে বাবা, বিষ্ণোই গ্যাং যে তাকেও মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। তাঁর বেঁচে থাকা নিয়েই যে তিনি চিন্তিত। কয়েকদিন আগেই লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংগের কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন রাখি। আর তা নিয়েই বড্ড চিন্তায় তিনি। আর প্রাণ বাঁচাতে সলমানের মতো বুলেট প্রুফ গাড়ি তো পেলেন না, বরং মাথা ঢাকলেন হেলমেটে! হাাঁ.



এমনটাই করছেন রাখি। আর সেই ভিডিওই এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।সলমানের হয়ে ক্ষমা চেয়ে বিপাকে পড়লেন রাখি সাওয়ান্ত। খবর অনুযায়ী, সলমানের মতোই প্রাণনাশের হুমকি পেলেন

থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দলের তরফ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন ইমেল ও ফোন মারফৎ দিয়ে বলা হয়েছে সলমানের পাশে দাঁড়ালে রাখিকেও



# ধোনি বনাম কলকাতার মেগা ক্রিকেট ম্যাচে উত্তাল সারা কলকাতা

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

ইডেন উদ্যানে আইপিএল ক্রিকেটের আজ মেগা ম্যাচ কলকাতা নাইট রাইডার্স ও চেন্নাই সুপারকিংস। চেন্নাই সুপারকিংস বলতেই মহেন্দ্র সিং ধোনি। আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের আন্দ্রে রাসেল ও রিঙ্কু সিংকে নিয়ে জবরদস্ত কোলাহল। গত ম্যাচে দিল্লির কাছে হারতে হয়েছে নীতীশ রানাদের। তারপরেই তাঁদের খেলতে দেখা যাবে কলকাতায়। স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আন্দ্রে রাসেল ছাড়া এই মুহুর্তে খবরের শিরোনামে রিশ্ব সিং। কলকাতার ছ'টা ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে মাত্র দুটো ম্যাচ তাঁরা সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ফেলেছে। আর তাদের ভাগ্যে এসেছে চারটি জয়। যার ফলে কলকাতা থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে চেন্নাই। প্রতিপক্ষ চেন্নাই দাপটের সঙ্গে খেলে চলেছে। গত ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে সাত উইকেটে হারিয়ে কলকাতায় আবার ম্যাচ ছিনিয়ে নিতে চাইছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যেভাবে ছুটছে, তাতে কলকাতা নাইট দিয়েছেন ধোনি এখন ধোনিতেই আছেন। আর ধোনি সতীর্থ খেলোয়াড়দের যেভাবে উৎসাহিত করছেন, তাতে প্রত্যেকেই আরও বেশি গতিময় হয়ে উঠছে। চেন্নাইয়ের বোলিং সাইডটাও বেশ এগিয়ে রয়েছে। আকাশদীপ, মহেশ তীক্ষণ, রবীন্দ্র জাদেজা, মনীশা পাখিরানা ও মইন আলিরা কলকাতার ব্যাটম্যানদের ভয় দেখাবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গত ম্যাচে ধোনি দ'জন খেলোয়াডকে তালবন্দি করে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণেই

নিতে পারেননি। নীতীশ রানা মাত্র চার রান করে জয়ের মুখ দেখেছে। কিন্তু অপরপক্ষে চেন্নাই আউট হন। আন্দ্রে রাসেল কিছুটা গুছিয়ে খেলার নিজেদের তৈরি রাখবেন। চেষ্টা করলেও দলকে জেতাতে পারেননি। তাঁর ব্যাট থেকে ৩৮ রান এসেছিল এবং নটআউটও বাসটি ইডেন উদ্যানের ক্লাবহাউসের সামনে আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন না হয়, সেক্ষেত্রে ছিলেন। ব্য্যাটসম্যানরা যেমন ভালো জায়গায় দলকে টেনে নিয়ে যেতে পারেননি, নীতীশ ক্রিকেট ভক্তরা ধোনীর জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে প্রেমীরা চাইছেন বৃষ্টি যাতে না আসে এবং সেই রানার ব্রিগেড তেমনই আবার বোলারদের উঠেছেন। তাই এই ছবি থেকেই স্পষ্ট বুঝতে অবসরে ধোনির সেরা ম্যাচটা আমরা দেখতে উপরে সেই ভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। এখন তো আন্দ্রে রাসেল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে লড়াই হবে। দুরন্ত ছন্দে দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি না হলে অবশ্যই কলকাতার আসলে চেন্নাইয়ের খেলোয়াড়রা এখন অলরাউভার হিসেবে কলকাতাকে পথ রয়েছে চেন্নাইয়ের প্রতিটি খেলোয়াড়। দলের সব পথ ইডেনমুখি হবে। ঝোড়ো বাতাস বইতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। অর্থাৎ চেন্নাই এক্সপ্রেস দেখাচ্ছে। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে তিনি ৩টি উইকেট মূল সমস্যা হচ্ছে চেন্নাইয়ের বোলাদের পারে। রবিবার সকাল থেকেই আকাশ থাকবে পেয়েছিলেন কিন্তু দিল্লির বিরুদ্ধে কোনও ধারাবাহিকতার অভাব। সেই ব্যাপারটা যদি ধরে মেঘলা। বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও রাইডার্সকে একটু চাপের মধ্যে থাকতে হবে, তা উইকেট আসেনি। অবশ্য তিনি মাত্র এক ওভার নিতে পারে, তাহলে কলকাতা কিন্তু জয়ের হাসি বলা হয়েছে। কলকাতা তা থেকে বাদ পড়ছে না। নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। চেন্নাইয়ের হয়ে গত বল করেছিলেন। আন্দ্রে রাসেল বলতেই ইডেনে হাসতেও পারে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সদের বিরুদ্ধে তাই কেকেআর ও চেন্নাইয়ের ম্যাচটা বৃষ্টি বাধা ম্যাচে ধোনি ব্যাট না করলেও প্রমাণ করে একটা ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের নাম। কিন্তু গত কলকাতার ভেঙ্কটেশ আয়ার শতরান করলেও হয়ে দাঁড়াতেও পারে। টিকিটের চাহিদা তো ইডেনের ম্যাচে আন্দ্রে রাসেল কিছুই করতে গত ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে একটিও রান পারেননি। তবও তাঁর উপরেই ভরসা রাখছেন আসেনি। যার ফলে একটা সংশয় থেকেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক। যাচ্ছে। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত কলকাতা বোলিংয়ের দিক দিকে সুনীল নারাইন, বরুণ দলের ওপনার জুটি কারা হবেন, সেই সমস্যা চক্রবর্তী, অনুকূল রায়, উমেশ যাদবরা সত্যিই কি রয়েই গেছে। টানা দুটো ম্যাচে কাউকেই সেই পারবেন ধোনীদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে ঠেলে জায়গায় পৌঁছতে দেখা যায়নি। হঠাৎই খবর

ধোনির উইকেটকিপিং নিয়ে কোনও কথাই রানটা যদি বাড়িয়ে রাখা যায়, তাহলে একটা উঠতে পারে না। সেক্ষেত্রে কলকাতা নাইট সাহসের পরিচয় থাকে। সেই খানে যদি রাইডার্সের অধিনায়ক এখনও আস্থাশীল ব্যাটম্যানরা নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন, রয়েছেন জেসন রয়ের উপরে। বাংলাদেশ থেকে তাহলে লড়াইটা খুব তাড়াতাড়ি থমকে আসা লিটন দাস দিল্লির ম্যাচে অভিযেক হলেও যাবে।ধোনরাও চাইছেন কলকাতা দলকে যদি পারেননি। সেই কারণে একটা চিন্তা তো কিছুই করতে পারেননি। মাত্র ৪ রান দিয়ে তিনি হারিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কয়েক ধাপ এগিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান। যদি কলকাতা দল দেওয়া যাবে আইপিএল ক্রিকেটের প্লে-অফ বলেছিলেন, ধোনির একটা জন্মগত প্রতিভা ্যুরে দাঁড়াতে পারে, সেক্ষেত্রে অনেক বেশি অঙ্ক খেলার দিকে। এটাও মনে রাখতে হবে, যে আছে।তিনি যেভাবে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ক্ষে খেলতে হবে পুরো দলটাকে। গত ম্যাচে কোনও দলের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র সারা মাঠটা পরিচালনা করেন, সেটাই তো জেসন রয় কিছুটা ব্যাটে রান দিলেও সেইভাবে বোলাররা। বোলাররা যদি একের পর এক সবচেয়ে বড় সম্পদ। আবার ব্রায়ান লারা নজর কাড়তে পারেননি। তারপরের প্রতিপক্ষের উইকেটকে ভেঙে দিতে পারে, বলেছেন, ধোনি সবসময় দল নিয়ে ভাবেন, ব্যাটসম্যানরা পুরোপুরি ব্যর্থ। ইশান শর্মার তাহলে জয়ের পথটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। দলের সাফল্য কীভাবে আসবে, তা নিয়ে বোলিংয়ের ধারে তাঁরা কখনওই সাহসী ভূমিকা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই অবশ্যই চেন্নাইয়ের সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করেন। খেলোয়াড়রা ইডেনে নতুন পরিকল্পনায়

ছডিয়ে পডেছে কলকাতার ইডেন উদ্যানে এটাই এটা মনে রাখতে হবে, প্রথম ঘণ্টাটা যে ধোনীর শেষ ম্যাচ। অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির

বেন স্টোকস এক সপ্তাহের জন্য খেলতে পারবেন না। আইপিএলের প্রথম দু'টি ম্যাচে তিনি খেললেও পরের চারটি ম্যাচ খেলতে থাকবেই চেন্নাই শিবিরে। স্টিফেং ফ্লেমিং

এদিকে আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে, আকাশে মেঘ থাকবে। বৃষ্টি হওয়ার অনুশীলনের জন্য শনিবার যখন চেন্নাইয়ের সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই, তা নয়। যদি এসে দাঁড়ায়, তখন দেখা গেল, অপেক্ষমান সন্ধের পরে বৃষ্টি আসতেও পারে। ক্রিকেট পারা যাচ্ছে, রবিবারের ইডেন টানটান চাই। টানা দাবদাহের পরে মেঘের আনাগোনা রয়েছেই। বাজারে চড়া দামে টিকিট বিক্রিও হচ্ছে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই খেলা পরিচালিত করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কালোবাজারিদের দিকে কডা নজর রেখেছে পুলিশ প্রশাসন। সিএবি চত্বরে টিকিটের আশায় শনিবার রাত পর্যন্ত ছোটাছটি করেছেন অনেকেই। সব মিলিয়ে বলা যায়. কলকাতা ও চেন্নাইয়ের মেগা ক্রিকেট ম্যাচ অন্য চরিত্রে কোনও দলের কাছে একটা চ্যালেঞ্জের নাম। কলকাতার ম্যাচেই তিনি একটা কিছু করে লড়াই হবে। রবিবাসরীয় সেই লড়াই দেখার অর্থাৎ পাওয়ার প্লে'র মধ্যে দিয়ে স্কোর বোর্ডের সদেখাতে চান, যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কলকাতা জন্য ইডেনের গ্যালারি উত্তাল হয়ে উঠবে।

#### আজকের ম্যাচেও বাদের তালিকায় স্টোকস, পুরোপুরি সুস্থ হতে এক সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি— আবারও

চাপের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে চেন্নাই সূপার কিংস দলকে। রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স এর বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে চেন্নাই শিবিরে আরো একটি দুঃসংবাদ বয়ে এলো। চোটেরর জন্য এমনিতেই চেন্নাই দলের হয়ে খেলতে নামতে পারছিলেন না দলের সব থেকে দামি ক্রিকেটার ইংল্যান্ড অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। তবে তিনি আজকের ম্যাচেও চেন্নাইয়ের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পারছেন না কলকাতার বিরুদ্ধে। তিনি এখনো পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। দলের গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি অলরাউন্ডার বেন স্টোকসকে চোটের কারণে আরও এক সপ্তাহ পাওয়া যাবে না। চেন্নাইয়ের সব থেকে দামি ক্রিকেটার স্টোকস। আইপিএলের নিলামে ১৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডারকে কিনেছিল তারা। কিন্তু এখনও পর্যম্ভাত্র ২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। মুস্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে গোডালিতে চোট পান স্টোকস। সেই চোট এখনও সারেনি তাঁর। স্টোকসকে যে আরও এক সপ্তাহ পাওয়া যাবে না সে কথা জানিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং। সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারানোর পরে ফ্লেমিং বলেছেন, চোট পাওয়া জায়গায় আবার চোট লেগেছে স্টোকসের। তাই হয়তো আরও এক সপ্তাহ ওকে আমরা পাব না। এটা দলের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ওর ফাঁক ভরাট করার চেষ্টা করছি। তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো চেন্নাই শিবিরে স্টোকস না থাকলেও, দলের জয় তুলে নিতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। সেখানে চোট সরিয়ে ইংল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার কামব্যাক করলেও দলের প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও এই

ব্যাপারে চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন

ফ্লেমিং বলেন, আমরা এসব নিয়ে

আগে ও পুরোপুরি ফিট হোক সুস্থ

হোক তারপর ওকে নিয়ে ভাববো

এখন আমাদের যেটা করার লক্ষ্য

আমরা সেই লক্ষ্যই এগিয়ে

এখন থেকে ভাবতে চাইছি না।

#### 'এটি আমার কেরিয়ারের শেষ পর্ব'

### ব্যাট হাতে আজই ইডেনে ধোনিযুগের চিরসমাপ্তি!

আজই কি শেষবার! প্রশ্ন তো এটাই শেষবার কলকাতায় নিজের আইপিএল কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন ধোনি! এটাই কি ধোনির শেষ ম্যাচ হতে চলেছে ইডেনে! ম্যাচটা রবিবার ছুটির দিনে তাই স্টেডিয়াম ভর্তি থাকরে সেটা নিশ্চিত কিন্তু থাকবে সকলের মন জুড়ে ধোনিকে নিয়ে আলাদা একটা আবেগ। তাই আজকের খেলায় ঘরের ছেলেদের সমর্থনের পাশাপাশি ক্রিকেটের নন্দন কাননের, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত শুধুই ধোনি আবেগ ছড়িয়ে থাকবে সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না।



মন খারাপের দিন এটা সম্ভবত বলা যেতেই পারে... আসলে এই খবরটা শোনার পরই সকলের মনটাই কিছুটা খারাপ হয়ে গেছিল সেটা আর কিছুই না প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় অধিনায় এবং সকলের প্রিয় মহেন্দ্র সিং ধোনি চলতি আইপিএল খেলার পরই নিজের ব্যাট ও প্যাড সারা জীবনের জন্য তুলে রাখবেন। এই কথাটা তিনি আগেই জানিয়েছিলেন আর তার এই বক্তব্যের পর সকলেরই মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। আবারো একবার ধোনি নিজের আইপিএল কেরিয়ার নিয়ে বার্তা দিলেন কলকাতায় আসার আগেই। যা শুনে আবারো স্তম্ভিত হয়ে গেল গোটা ক্রিকেট বিশ্ব।

ধোনি আগেই জানিয়েছিলেন তিনি চেন্নাইয়ের মাঠে নিজের আইপিএলের কেরিয়ারের শেষ ম্যাচটা খেলতে চান। এবারে সেরকমই আরো একটা বার্তা দিলেন। আজ কলকাতায় চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স এর খেলা। আর কলকাতায় ইডেন উদ্যানে এটাই মহেন্দ্র সিং ধোনির শেষ খেলা সেটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায়। তাই আজ গোটা ইডেন জুড়ে ঘরের ছেলেদের একটা সমর্থন থাকবে কিন্তু এর পাশাপাশি গোটা স্টেডিয়াম জড়ে ধোনি আবেগ যে চারিদিকে বয়ে বেড়াবে সেটা আগাম বলে দেওয়া যায়। আসলে ধোনি আবেগ গোটা বিশ্বজুড়ে রয়েছে সেটা আলাদা করে বলে দিতে হবে না। তাই ধোনি শেষ ম্যাচ সেখানে সকলেই আবেগ তাড়িত হয়ে পড়বেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধোনি আবারও একবার নিজের মুখে বলেই ফেললেন, এটি আমার

কেরিয়ারের শেষ পর্ব। তার সংযোজন, 'এতদিন করোনার কারণে ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পায়নি তবে পুনরায় আবার পেয়েছি। খুব ভালো লাগছে ঘরের মাঠে খেলতে পেরে। আর যেখানেই যাচ্ছি খুব ভালো অনুভূতি হচ্ছে। কারণ মানুষরা মাঠে আসছে আবার পুরনো ছন্দে তাদেরকে দেখতে পাওয়া যাচেছ। তারা খুব ভালোভাবে ম্যাচ উপভোগ করছে খুব ভালো লাগছে পুরো ব্যাপারটা দেখে। আগে যেরকম অনুভূতি হত সেরকমই অনুভূতি হচ্ছে এই বিশেষ অনুভূতিটা আলাদা করে বলে বোঝানো বা লিখে বলতে পারব না। এছাড়া আরও একটা কথা যে যা-ই বলুক, আমি নিজের কেরিয়ারের একেবারে শেষ দিকে এসে পৌঁছেছি। তাই আর যে কটা দিন খেলব, উপভোগ করতে চাই। মাঠে নেমে জেতা-হারার থেকে বেশি উপভোগ করার দিকে নজর থাকে আমার। ২০১৯ সালের পরে আবার চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠে খেলছি। আর প্রতি ম্যাচে স্টেডিয়াম ভর্তি করে দিচ্ছেন সমর্থকরা। চেন্নাইয়ের সমর্থকদের ভালবাসার জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দু'বছর পরে আবার চেন্নাইয়ে খেলার সুযোগ পেলাম। গ্যালারি পুরো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে। দর্শকরা আমাদের ভালবাসা দিচেছন। ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের কথা শোনার জন্য তাঁরা থাকছেন। তাঁদের অনেক ধন্যবাদ। ' বিশ্বকাপজয়ী ভারতের সেরা অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির এইসব কথা শোনার পরই সকলের মনে একটাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি ধোনি এবারে অবসর নিয়ে নিচ্ছেন। তিনি আগেই বলেছিলেন ঘরের মাঠে অর্থাৎ চেন্নাইতে খেলে নিজের আইপিএল কেরিয়ারের ইতি টানবেন। আর এবারে হোম এন্ড অ্যাওয়ে ফরমেটে খেলা হচ্ছে সেখানে কলকাতার বিরুদ্ধে গ্রুপে শেষ ম্যাচ খেলবে ধোনি চেন্নাইয়ে সেটাই কি তাহলে তার শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। এখন এই পর্যন্তই সকলের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। যদি ধোনি র দল প্লে অফে খেলার সুযোগ পায় তাহলে প্লে অফের খেলা চেন্নাইতে রয়েছে, সেখানে আরো একবার ধোনি আরো একবড় ঘরের মাঠে নামবেন দলের হয়ে যদি তার এটাই শেষ আইপিএল হয়। ধোনির বোমায় এখন ক্রিকেট বিশ্ব আবেগে ঝলসে গেছে।

# টিকিটের হাহাকার ময়দান জুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি — জ্বলে যাচ্ছে গা হাত - পা... তীব্র গরমের জ্বালায় হাসফাঁস করছে মানুষজন ... অসহ্য গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে এক পশলা তৃপ্তির বৃষ্টির আশায় বুক বেঁধে বসে আছে সকলে... গরমের জ্বালা এত বেড়েছে যেখানে ৪০ ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রা। দুপুর হতে না হতেই রাস্তাঘাট পুরোপুরি ফাঁকা, কারণ এই গরমের জ্বালা সহ্য করার মতো নয়। তাইতো সকাল-সকাল পর থেকে নিজের কাজ সেরে নিচ্ছেন বা সকাল সকালই অফিসে ঢুকে যাচ্ছেন যাতে দুপুর বেলায় তীব্র গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর অন্যরা ঘরের মধ্যে রয়েছেন আর যাদের কিছুই করার নেই বাধ্য হয়ে তাদেরকে রাস্তায় থাকতে হচ্ছে। এই গরম সহ্য করেও শুধুমাত্র পেট চালানোর দায়ে। তবে শুক্রবার ও শনিবার দুপুরের দিকে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে শহরবাসীর কারণ তীব্র দাবদাহ সেভাবে দেখা যায়নি। কারণ দুপুরের দিক থেকে মেঘলা আকাশ দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েছে তবে এই বৃষ্টি কি আর মানুষের মন ভরাতে পারে এবং গরমের জ্বালা মেটাতে পারে। তাই সকলেই চাইছেন একটা ঝড় ঝড় বা টানা বৃষ্টি যার ফলে এই গরমের হাত থেকে রেওয়াই পাওয়া যায় কিছুটা। এদিকে রবিবার কলকাতায় নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই এর খেলা ঘিরে শনিবার থেকে শহরে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে একটা আলাদা উৎসাহ ও উত্তেজনার জন্ম নিয়েছে। কারণ আজকের ম্যাচটাই গুরুত্বপূর্ণ কলকাতার কাছে এবং বিশেষ করে আকর্ষণীয় হল মহেন্দ্র সিং ধোনি খেলতে আসছেন। কিন্তু কথাটা হলো আজকের ম্যাচটা হবে তো! আসলে রবিবার ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। যে ভাবে ঘূর্ণাবর্ত চোখ রাঙ্গাচ্ছে তাতে কিন্তু ঝড়বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। তার ফলেই বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে। যা বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছে একাধিক জেলায়। শনিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তাপমাত্রাও তুলনামূলক কম থাকবে। কলকাতা ও দক্ষিণের অন্য জেলাগুলিতে শনিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে বলে জানাচেছন আবহাওয়াবিদেরা। সঙ্গে চলবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির বেগ আরও বাড়তে পারে। এই সময় সাধারণত বিকেলের পর থেকেই ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও কালবৈশাখীর জন্য ইডেনে অনেকবার অনেক ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে। তবে চলতি আইপিএলের আসরে এখনো পর্যন্ত বৃষ্টির জন্য কোন ম্যাচ ভেস্তে যাইনি। গত ম্যাচে দিল্লিতে বৃষ্টি হলেও ম্যাচ কিন্তু কুড়ি ওভারি অনুষ্ঠিত করা গিয়েছিল ম্যাচ ভেস্তে যায়নি। কিন্তু এখানে যা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, হাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে সেখানে আজকে বষ্টি হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে এমন কথাই

জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। গরমের যা তাপদাহ চলছে সেখানে স্বস্তির বৃষ্টিতে মানুষ কিছুটা হলেও রেহাই পাবে গরমের হাত থেকে। কিন্তু রবিবার যে ইডেনে বড় ম্যাচ আজই ধোনি শেষবার ইডেনে খেলতে নামবেন। বৃষ্টির আশায় সকলেই বুক বেঁধে রয়েছে গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শহরবাসী যে ক্রিকেট পাগল তার ওপর ধোনি শেষ ম্যাচ খেলবে ইডেন উদ্যানে। সেখানে স্টেডিয়ামে উপস্থিত না থেকে কি থাকতে পারে শহরের ক্রিকেট পাগল মানুষরা। সিএবি-র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে এই ম্যাচের টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। রবিবার ছুটির দিন তাই মানুষ ঘরে বসে নয় স্টেডিয়ামে বসেই কলকাতা ও চেন্নাই এর খেলা উপভোগ করতে চাই। তাই আগাম টিকিট কেটে নিয়েছে। বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে শনিবার থেকে তাই একটা চিন্তা রয়েছে। বৃষ্টি হোক পরিবেশ ঠান্ডা হোক সবাই চাইছে কিন্তু ক্রিকেট পাগল মানুষরা শুধু একটা কথাই বলছে। যেটা হচ্ছে সেটা হল ম্যাচ তো মাত্র তিন ঘন্টার। তাই এই তিন ঘন্টা বাদ দিয়ে যেকোনো সময় বৃষ্টি হোক তাহলেই হবে মানুষ গরমের হাত থেকে স্বস্তি ও পাবে খেলাও দেখতে পাবে। এখন বরুণদেব স্বয়ং কি ভেবে রেখেছেন সেটাই দেখার বিষয়। তবে শনিবার দুপুরবেলায় ময়দান জুড়ে সাধারণ ক্রীড়া প্রেমিক মানুষদের টিকিটের জন্য ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। কেউ চড়া দামে টিকিট কিনলেন কেউ আবার হতাশ হয়ে বাডি ফিরে গেলেন। সবমিলিয়ে আজকের ম্যাচকে ঘিরে যেমন উত্তেজনাও রয়েছে ঠিক তেমনি চিন্তাও রয়েছে বৃষ্টি নিয়ে। সত্যি বলতে কি শহরবাসী এখন উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছে, একদিকে বৃষ্টি হলে তীব্র গরমের হাত থেকে বাঁচতে পারবে আবার অন্যদিকে ধোনি শেষবার ইডেন উদ্যানে খেলবে, কোনটাই ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এক কথায় বলতে গেলে শহরবাসী এখন যেন দই নৌকায় পা দিয়ে রয়েছে।

# মোহিতের জাদুতে নাটকীয় ম্যাচে শেষ ওভারে জয় তুলে নিল হার্দিকরা

**লখনউ**— এভাবেও ফিরে আসা যায়। সেটাই শনিবার করে দেখালো গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাত। নাটকীয় ম্যাচে হার্দিকরা, জয় তুলে নিল সাত রানে। মাত্র ১৩৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে রাহুলের অনবদ্য ব্যাটিংয়ের সুবাদেও জয় অধরা রয় গেল লখনউ দলের কাছে। একটা সময় খেলা দেখে মনে হচ্ছিল ঘরের মাঠে সহজে জয় তুলে নেবে লখনউ দল। কিন্তু তা হলো না। শেষ ওভারে জয়ের জন্য রাহুলদের দরকার ছিল মাত্র বারো রানের।



হাতে ছিল সাত উইকেট। সেখান থেকে শেষ ওভারে মোহিতের জাদুতে মোহিত হল গোটা স্টেডিয়াম। বল করতে এসে মোহিত। শর্মা মাত্র চার রান খরচ করলেন এবং চার উইকেট পতন হলো। সেই সঙ্গে লোকেশ রাহুলদের একটা জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গেল। আইপিএলের ইতিহাসে এরকম নাটকীয় ম্যাচের দৃশ্য আগেও দেখা গেছে এবারও আরও একবার সকলে দেখলো এবং সাক্ষী থাকলো এবং একটা দারুণ উত্তেজনাময় ম্যাচের অনুভূতি তারা নিয়ে বাড়ি ফিরল। শেষ ওভারের প্রথম বলে আসে দু রান। দ্বিতীয় বলে লোকেশ রাহুল ব্যক্তিগত ৬৮ রান করে আউট হয়ে যান। তৃতীয় বলে মার্কাস স্টনিস আউট। চতুর্থ ও পঞ্চ ম বলে দুরান এলেও দুটি। রান আউট হয়। শেষ বলে কোন রান হয়নি। লখনউ এর ইনিস থেমে যায় সাত উইকেটে ১২৮ রানে।

লখনউ-এর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে প্রভাব দেখাতে পারল না গুজরাত। শনিবার টসে যেতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন হার্দিক পান্ডিয়া। ব্যাট করতে নেমে ঋদ্ধিমান সাহা লখনৌ দলের বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে লড়াই চালালেও, ফর্মে থাকা শুভমন গিল এদিন কিছু করতে পারলেন না। কোনো রান না করেই তিনি আউট হয়ে যান। তবে ঋদ্ধিমান হাল ছেড়ে দেন নি। এদিন ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন এনে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন হার্দিক। আর দুজনে মিলে বিতীয় উইকেটে অর্ধশতাধিক রানের পার্টনারশিপ যোগ করে দেন। কিন্তু ব্যাক্তিগত ৪৭ রান করে ঋদ্ধিমান আউট হয়ে যান। এরপর হার্দিক একাই দলকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সঙ্গী হিসেবে কাউকে পান নি। বিজয় শংকর, মিলাররা প্রত্যেকেই ব্যাট হতে ব্যর্থ হন। তবে হার্দিক যে ৬৬ রানের ইনিংসটা খেললো সেটা মোটেই টি-টোয়েন্টির যোগ্য ইনিংস নয়, এই রান করতে হার্দিক ৫০ বল খেলে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত গুজরাত কৃডি ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩৫ রান তুলতে পারে। ত্রনাল পান্ডিয়া চার ওভার বল করে ষোলো রান খরচ করে দুই উইকেট তুলে নেন। সহজ রানের লক্ষ্যাত্র তারা করতে নেবে দুরন্ত শুরু করে লখনৌ দলের দুই ওপেনার লোকেশ রাহুল ও মেয়ার্স। তবে মেয়ার্স ১৯ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে যান। কিন্তু রাহুল ব্যাট হাতে থেমে থাকেননি তিনি তার খেলা চালিয়ে যান। তার খেলা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সকলেই সমালোচনা করছেন আর তিনি তার একটা যোগ্য জবাব দিয়ে দিলেন ব্যাট হাতে, সেটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায়। একটা সময় রাহুলরা যে ম্যাচ জিতে গেছে সেটাই ধরে নিয়েছিল সমর্থকরা আর হবে নাই বা কেন, হতে সাত উইকেট দরকার বারো রান। কিন্তু পারলো না তারা। ব্যাট হাতে রান তো পেলেন লোকেশ রাহুল কিন্তু একটা জেতা ম্যাচকে জিতিয়ে তিনি মাঠ ছাড়তে পারলেন না। ব্যাট হাতে রানে ফিরেও ঘরের মাঠে শেষ ওভারে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং করে দলকে না জেতাতে পারায় সমালোচনা আরও বিগুণ হলো রাহুলকে নিয়ে।

ব্যাট হাতে লড়াই করলেন শুধু ঋদ্ধিমান সাহা ও অধিনায়ক হার্দিক

পান্ডিয়া। এছাড়া বাকিরা সব ব্যর্থতার খাতায় নাম লেখালেন।

# বিরাট-ডুপ্লেসিস-ম্যাক্সওয়েলদের থামাতে আজ রাজস্থানের বোলারদের কঠিন পরীক্ষা

বলে দিতে হবে না। কারণ, ঘরের মাঠে আবারও একবার 'কিং কোহলি'র গর্জন শুনতে মরিয়া ক্রিকেট ভক্তরা... এবার আইপিএলের প্রতিযোগিতায় দুরন্ত ফর্মের মধ্যে রয়েছেন বিরাট কোহলি। ব্যাট হাতে নামা মানেই বিরাটের ব্যাট থেকে একটা করে সুন্দর অর্ধশত রানের ইনিংস, এই মধুর দৃশ্য দেখার জন্য এখানকার মানুষ আজ

আইপিএলে আজকের খেলা রয়্যাল চেলেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর

> বনাম রাজস্থান রয়্যালস (লখনউ, বিকেল ৩.৩০ মিনিট) কলকাতা নাইট রাইডার্স

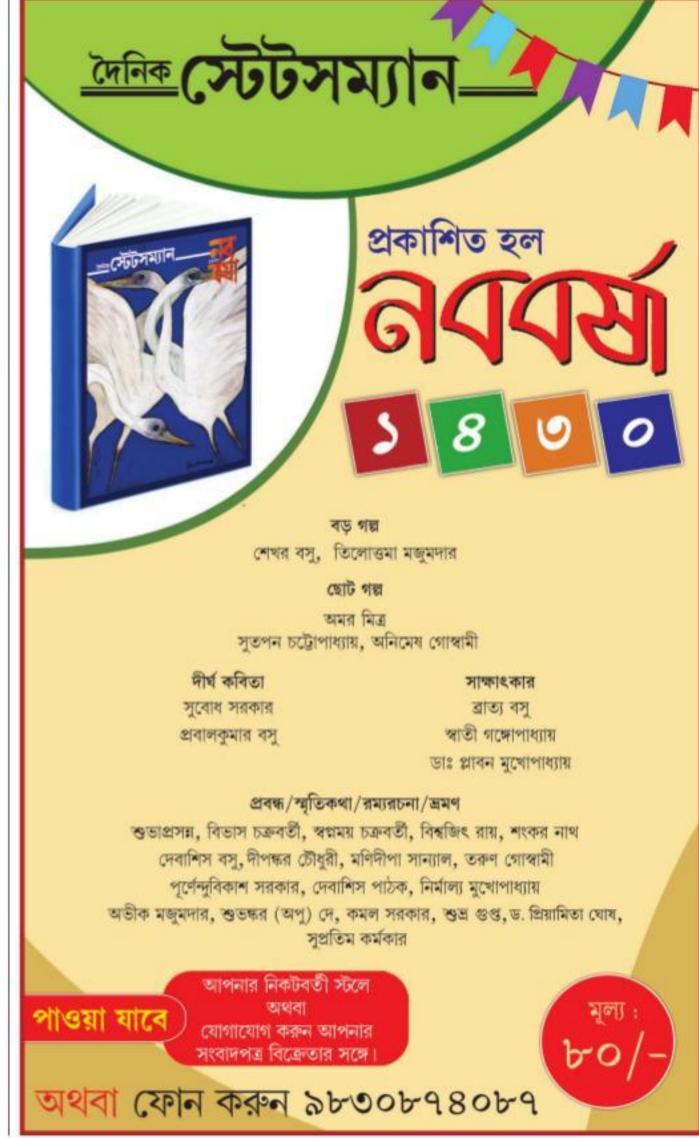
বনাম চেনাই সুপাক কিংস (মুম্বই, সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট)

আবারও বিরাট কোহলির বেটের দিকে তাকিয়ে থাকবে যেটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায়। এবারে আইপিএলের প্রতিযোগিতায় বিরাট কোহলি একটা আলাদা ছন্দের মধ্যেই রয়েছেন সেটা আর আলাদা করে কাউকে বলে দিতে হবে না।

**বেঙ্গালরু**— আলাদা করে আজ আর কিছ এবারে সমর্থকরা চাইছেন ঘরের মাঠে করে দেখাচেছ বিপক্ষ দলের ব্যাটসম বিরাট কোহলি নিজের আইপিএলের ক্যারিয়ারে আরো একটা শত রান করে ফেলুন। নিজের ৫০ রানের ইনিংসটাকে এবার শতরানে পরিণত করুক। সামনে রাজস্থান রয়্যালস। সঞ্জু- এর নেতৃত্বে রাজস্থান এবারে ভালো পারফরমেন্স করে দেখালেও, শেষ ম্যাচে তাদেরকে লখনউর কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। তাই

বিরাটের বিরুদ্ধে খেলতে নেওয়ার আগে তারা কিছুটা সতর্ক কারণ এটা অ্যাওয়ে ম্যাচ। বিরাট কোহলি না নিজেদের ঘরের মাঠে জেতার জন্য মরিয়া থাকবে এবং তারা একটা আলাদা অ্যাডভান্টেজ পাবে সেটা নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়। এছাড়া আরসিবি দলে বিরাট কোহলি শুধু একাই নয় ফ্যাপ ডুপ্লেসিস, ম্যাক্সওয়েলরা দুরন্ত ছন্দের মধ্যে রয়েছেন। আরসিবি দলের এই প্রথম সারির তিন ব্যাটসম্যানকে আটকানোর জন্য রাজস্থান দলের বোলারদের বেশ কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে সেটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায়।

যদি এই তিন ব্যাটসম্যানকে আটকে দিতে পারে রাজস্থান দলের বোলাররা তাহলে ম্যাচ তাদের পুরো হাতের মুঠোয় চলে আসতে পারে সেটা নিশ্চিত। তবুও চাপে থাকবে রাজস্থান কারণ এবারে আরসিবি দলের বোলাররা বেশ ভালো পারফরম্যান্স চাপের মধ্যে রাখছে। আজকের ম্যাচটা রবিবার ছুটির দিনে দুপুরবেলায় চিন্যাস্বামী স্টেডিয়ামে দারুন ভাবে জমে উঠে চলেছে সেটা আগাম বলে দেওয়া যায়। যদি পয়েন্ট টেবিলের দিকে তাকানো যায় তাহলে রাজস্থান ছয় ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। যদিও শনিবার দুখানা ম্যাচ রয়েছে সেখানে আর যদি লখনউ ও জিতে যায় তাহলে তারা পয়েন্ট টেবিলে প্রথম স্থানে চলে আসবে রাজস্থানকে সরিয়ে তাই পয়েন্ট টেবিলের দিকে তাকিয়ে রাজস্থানের লাভ নেই তারা আজ বেঙ্গালুরুতে বিরাটদের হারাতেই ব্যস্ত থাকবেন। অন্যদিকে বিরাটরাও চাইবে আজকের ম্যাচে জিতে দু পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট টেবিলে প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকার। বিরাটরা ঘরের মাঠে রাজস্থান দলকে হারিয়ে যেতে পারে তাহলে তাদের পয়েন্ট দাঁড়াবে ৭ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট। যদি তারা আজ এই কাজটা করে দেখাতে পারে তাহলে পয়েন্ট টেবিলে রান রেটের ভিত্তিতে তারা প্রথম চারের মধ্যে ঢুকলেও ঢুকতে পারে না হলে পঞ্চম স্থানেই থাকতে পারে। তবে এখন পয়েন্ট টেবিলে দিকে তাকিয়ে কোন দলই সময় নষ্ট করতে চায় না কারো দু পয়েন্টে যে মূল্যবান সেটাই তারা জানে। তাই ম্যাচের জয় ছাড়া অন্য কোন দিকে তাদের নজর নেই।



দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। মুদ্রক ও প্রকাশক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র। Reg No. WBBEN/2004/13865.